মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করল। অতঃপর এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল বা ছাদাক্বা করল কিংবা আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করল, এর সবগুলিকে একত্রিত করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’ *(ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭২১)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ২৩, عدد : ৩, ربيع الآخر وجُمادى الأولى ١٤٤١هـ/ ديسمبر ٢٠١٩م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আহমাদ হামদী আকসাকী মসজিদ, আংকারা, তুরস্ক।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৯-২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ডিসেম্বর	০৩ রবীঃ আখের	১৭ অগ্রহায়ণ	রবিবার	৫ : ০৪	৬ : ২৪	১১ : ৪৭	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩১
০৫ ,,	০৭ ,,	২১ ,,	বৃহস্পতি	৫ : ০৬	৬ : ২৭	১১ : ৪৯	২ : ৫১	৫ : ১১	৬ : ৩১
১০ ,,	১২ ,,	২৬ ,,	মঙ্গলবার	৫ : ০৯	৬ : ৩১	১১ : ৫১	২ : ৫২	৫ : ১২	৬ : ৩৩
১৫ ,,	১৭ ,,	০১ পৌষ	রবিবার	৫ : ১২	৬ : ৩৩	১১ : ৫৩	২ : ৫৪	৫ : ১৩	৬ : ৩৪
২০ ,,	২২ ,,	০৬ ,,	শুক্রবার	৫ : ১৫	৬ : ৩৬	১১ : ৫৬	২ : ৫৬	৫ : ১৬	৬ : ৩৭
২৫ ,,	২৭ ,,	১১ ,,	বুধবার	৫ : ১৭	৬ : ৩৯	১১ : ৫৮	২ : ৫৮	৫ : ১৮	৬ : ৩৯
০১ জানুয়ারী	০৫ জুমাঃ উলাঃ	১৮ পৌষ	বুধবার	৫ : ২০	৬ : ৪২	১২ : ০২	৩ : ০৩	৫ : ২৩	৬ : ৪৩
০৫ ,,	০৯ ,,	২২ ,,	রবিবার	৫ : ২১	৬ : ৪৩	১২ : ০৪	৩ : ০৫	৫ : ২৫	৬ : ৪৬
১০ ,,	১৪ ,,	২৭ ,,	শুক্রবার	৫ : ২৩	৬ : ৪৩	১২ : ০৬	৩ : ০৮	৫ : ২৯	৬ : ৪৯
১৫ ,,	১৯ ,,	০২ মাঘ	বুধবার	৫ : ২৩	৬ : ৪৪	১২ : ০৮	৩ : ১২	৫ : ৩৩	৬ : ৫২
২০ ,,	২৪ ,,	০৭ ,,	সোমবার	৫ : ২৪	৬ : ৪৩	১২ : ০৯	৩ : ১৫	৫ : ৩৬	৬ : ৫৫
২৫ ,,	২৯ ,,	১২ ,,	শনিবার	৫ : ২৩	৬ : ৪২	১২ : ১১	৩ : ১৮	৫ : ৪০	৬ : ৫৮

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।
সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
রবীঃ আখের-জুমাঃ উলাঃ ১৪৪১ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬ বাং
ডিসেম্বর ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ কুরআন তেলাওয়াতের আদব সমূহ ০৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ : মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ১৪
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার *(২য় কিস্তি)* ১৯
-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম

◈ অর্থনীতির পাতা : ২৫

♦ ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারী *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ৩২

♦ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যুগে যুগে ষড়যন্ত্র
-মোহাম্মাদ আব্দুল গফুর

◈ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : ৩৪

♦ উত্তম মৃত্যু ♦ প্রবৃত্তি দমনের পুরস্কার

◈ চিকিৎসা জগৎ : ৩৬

♦ ডেঙ্গু রোগীর জন্য করণীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

◈ কবিতা : ৩৮

♦ নারী ♦ অলক্ষ্যের ডাক
♦ আধুনিকতা

◈ সোনামণিদের পাতা ৩৯

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪১

◈ মুসলিম জাহান ৪৩

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৪

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

বাবরী মসজিদের রায় : ভূলুণ্ঠিত ন্যায়বিচার

ভারতবর্ষে ৩২৬ বছরব্যাপী মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যহীরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবর (১৫২৬-১৫৩১)-এর সেনাপতি মীর বাকী ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ নির্মাণ করেন। (ক) ৩৫৭ বছর পর ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে উক্ত মসজিদকে মন্দির বানানোর প্রথম দাবী তোলেন জনৈক মহন্ত রঘুবীর দাস। তিনি বাবরী মসজিদের বাইরে চাঁদোয়া টাঙিয়ে রামলালার (শিশু রাম) মূর্তি স্থাপনের জন্য অযোধ্যার ফয়যাবাদ যেলা আদালতে আবেদন জানান। যা নাকচ হয়ে যায়। (খ) এর ৬৪ বছর পর স্বাধীন ভারতে ১৯৪৯ সালে মসজিদের মূল গম্বুজের নীচে রামলালার মূর্তি স্থাপন করা হয়। মন্দিরপন্থীরা দাবী করে, রামলালা আবির্ভূত হয়েছেন। মুসলিমরা এর প্রতিবাদ করলে সরকার জমিটি বিতর্কিত ঘোষণা করে ও তালাবদ্ধ করে দেয়। ১৯৫০ সালে রামলালার পূজার অধিকার দাবী করে ফয়যাবাদ যেলা আদালতে আবেদন করেন দু'জন হিন্দু নেতা। ১৯৫৯ সালে বাবরী মসজিদের ওই স্থানের অধিকার চেয়ে মামলা করে 'নির্মোহী আখড়া' নামক একটি হিন্দু সংগঠন। এর বিরোধিতা করে ১৯৮১ সালে জমির মালিকানা দাবী করে আদালতে মামলা করে উত্তর প্রদেশ 'সেন্ট্রাল সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড'। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফয়যাবাদের আদালত মসজিদ চত্বরে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের প্রবেশাধিকার দিতে তালা খুলে দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। তবে পাল্টা আবেদনের ফলে ১৯৮৯ সালের ১৪ই আগস্ট এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিতর্কিত স্থানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন। (গ) ১৯৯০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বিজেপি) নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী (পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) গুজরাটের সোমনাথ থেকে রথযাত্রা শুরু করেন অযোধ্যার বাবরী মসজিদের উদ্দেশ্যে। উক্ত রথযাত্রায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শামিল ছিলেন। (ঘ) সবশেষে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর কথিত করসেবকরা ৪৬৪ বছর পর বাবরী মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায়? অথচ তাদের জন্য সেখানে প্রবেশ করা বিধেয় ছিল না ভীত অবস্থায় ব্যতীত। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি' *(বাক্বারাহ ১১৪)*।

(ঙ) মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর ১৯৯৩ সালে সংসদে আইন পাস করে অযোধ্যার বিতর্কিত জমির দখল নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দেন, বিতর্কিত জমি সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড, নির্মোহী আখড়া এবং 'রামলালা বিরাজমান' তিন সংগঠনের মধ্যে সমবণ্টন করে দেওয়া হোক। এ রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উভয় পক্ষ আপিল করলে ২০১১ সালের ৯ই মে উক্ত রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দেন সুপ্রীম কোর্ট। ২০১৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি চেয়ে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন রাজ্যসভার বিজেপি সংসদ সদস্য সুব্রামানিয়ান স্বামী। ২০১৭ সালে প্রধান বিচারপতি জে এস খেহর পক্ষগুলোকে আদালতের বাইরে সমঝোতার প্রস্তাব দেন। তাতে কাজ না হওয়ায় ২০১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম কোর্টে সব দেওয়ানী মামলার আবেদনের শুনানি শুরু হয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, ইংরেজ আমলে বাবরী মসজিদ অক্ষত থাকলেও স্বাধীন ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। সেদিন যে শিবসেনা কর্মী বলবীর শিং মসজিদের মাথায় উঠে প্রথম শাবল মেরেছিল, সে ও তার সাথী যোগেন্দ্রপাল পরে মুসলমান হয়ে যায়। বলবীরের পিতা দৌলতরাম তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেননি এবং ছেলের এই অপকর্মের দুঃখেই তিনি অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ বলবীরের শাবলে ভাঙ্গা দু'টি ইট, যা সে সাথে করে নিয়ে এসেছিল, পানিপথের শিবসেনা অফিসে সেদু'টিকে সাদরে সাজিয়ে রাখা হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বলবীর ওরফে 'মুহাম্মাদ আমীর' ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের প্রায় শ'খানেক ভেঙ্গে পড়া মসজিদ মেরামত করেছেন। অন্যদিকে যোগেন্দ্র মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

রায় : ২০১৯ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্ট পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ঘোষণা করেন। দু'দিন পর ১০ই জানুয়ারী বিচারপতি ইউ ইউ ললিত নিজেকে মামলা থেকে সরিয়ে নিলে ২৫শে জানুয়ারী এস আব্দুন নাযীর উক্ত বেঞ্চে যুক্ত হন। টানা ৪০ দিন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনের পর রায় লেখার জন্য মাসখানেক সময় নেন বেঞ্চ। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর মামলা চলার পর গত ৯ই নভেম্বর'১৯ শনিবার ১০৪৫ পাতার বিশাল বিবরণী সহ সর্বসম্মত রায় ঘোষিত হ'ল। যাতে বাবরী মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দেওয়া হ'ল। একেই বলে 'পর্বতের মুষিক প্রসব'। মসজিদের ২.৭৭ একর বিবাদীয় জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর মসজিদ নির্মাণের জন্য সরকারকে অন্যত্র পাঁচ একর জমি বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সুপ্রীম কোর্ট।

উপরোক্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে এটাই ফুটে ওঠে যে, ৩৫৭ বছর যাবৎ যে মসজিদে মুসলমানদের মালিকানা নিয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না। বৃটিশ চলে যাওয়ার প্রাক্কালে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় কংগ্রেস' নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছরেই প্রথম জনৈক হিন্দুকে দিয়ে কাল্পনিক এক মিথ্যা মামলা আদালতে দায়ের করা হয়। বৃটিশের 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' পলিসির আলোকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে খুশী করার জন্য এবং সাবেক শাসক সম্প্রদায় মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করার জন্যই উক্ত দুষ্ট পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার প্রথমে স্থানটিকে বিতর্কিত ঘোষণা করে মসজিদটি তালাবদ্ধ করে দেয়। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় দু'হাযার এবং তার জের ধরে ২০০২ সালে নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে গুজরাট দাঙ্গায় আরও প্রায় দু'হাযার মুসলমান নিহত হয়। আহত ও পঙ্গু হয় ২০ হাযারের বেশী। লুট হয় তাদের ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট ও নারীদের সম্ভ্রম। অবশেষে বিতর্কহীন এক জীবন্ত মসজিদকে বিতর্কিত বানিয়ে জেনেশুনে আদালতের মাধ্যমে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করা হয়। প্রশ্ন হ'ল, সর্বোচ্চ আদালতের রায় কি চূড়ান্ত? আল্লাহ্র আদালতেই এর বিচার রইল।

প্রতিক্রিয়া : (১) উত্তর প্রদেশের 'সুন্নী ওয়াকফ বোর্ডে'র কৌসুলি জাফরিয়াব জীলানী বলেন, রায়কে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। কিন্তু এই রায়ে আমরা খুশী নই। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে, এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে কি না, তা আলোচনা করে স্থির করা হবে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে, ভারতের মুসলিম সংগঠনগুলি এ রায়ের ব্যাপারে দ্বিধা-বিভক্তিতে ভুগছে।

(২) ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখায় বলেন, এই রায়টা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হ'ল, ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রায় ৫০০ বছর ধরে একটা মসজিদ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেই

মসজিদকে আজ থেকে ২৭ বছর আগে ভেঙে দেওয়া হ'ল বর্বরদের মতো আক্রমণ চালিয়ে। আর আজ দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলল, ওখানে এবার মন্দির হবে। সাংবিধানিক নৈতিকতা বলে তো একটা বিষয় রয়েছে! এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যাতে দেশের সংবিধানের ওপর থেকে কারও আস্থা উঠে যায়। আজ অযোধ্যার ক্ষেত্রে যে রায় হ'ল, সেই রায়কে হাতিয়ার করে ভবিষ্যতে এই রকম কাণ্ড আরও যে ঘটানো হবে না, সে নিশ্চয়তা কি কেউ দিতে পারবেন? শুধু অযোধ্যায় নয়, মথুরা এবং কাশীতেও একই ঘটনা ঘটবে এ কথা আগেই বলা হ'ত। যারা গুপ্তমী করে বাবরী মসজিদ ভেঙেছিল, তারাই এ কথা বলত। এখন আবার সেই কথা বলা শুরু হচ্ছে। যদি সত্যিই মথুরা বা কাশীতে কোনও অঘটন ঘটানো হয় এবং তার পরে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হয়, তাহ'লে কি হবে? সেখানেও তো এই রায়কেই তুলে ধরে দাবী করা হবে যে, মন্দিরের পক্ষেই রায় দিতে হবে বা বিশ্বাসের পক্ষেই রায় দিতে হবে। অযোধ্যা মামলা এর আগেও সুপ্রীম কোর্টে উঠেছে। তখনই আদালত স্বীকার করে নিয়েছিল যে, বিতর্কিত জমিতে মসজিদ ছিল। যেখানে বছরের পর বছর ধরে ছালাত পড়া হচ্ছে, সেই স্থানকে মসজিদ হিসাবে মান্যতা দেওয়া উচিত, এ কথা আদালত মেনে নিয়েছিল। তাহ'লে আজ এই নির্দেশ এলো কিভাবে? যেখানে একটা মসজিদ ছিল বলে সুপ্রীম কোর্ট নিজেই মেনেছে, সেখানে আজ মন্দির বানানোর নির্দেশ সেই সুপ্রীম কোর্টই দিচ্ছে কোন যুক্তিতে? ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ (এএসআই) জানিয়েছিল, ওই মসজিদের নীচে একটি প্রাচীন কাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই কাঠামো যে মন্দির ছিল, এমন কোনও প্রমাণ তো মেলেনি। সুপ্রীম কোর্ট নিজেও মেনে নিয়েছে যে, পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্টে কোনভাবেই প্রমাণ হচ্ছে না যে, একটা মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ করা হয়েছিল। তাহ'লে কিসের ভিত্তিতে আজ একই স্থানে মন্দির তৈরীর নির্দেশ? বিশ্বাসের ভিত্তিতে?... এটা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত হ'ল? রামচন্দ্র আদৌ ছিলেন কি না, কোথায় জন্মেছিলেন, সে সবের কোনও প্রামাণ্য নথি কি রয়েছে? নেই। রাম শুধু মহাকাব্যে রয়েছেন। সেই সূত্রে অনেক মানুষের মনে একটা বিশ্বাসও রয়েছে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের বলে একটা মসজিদের জমি মন্দিরের নামে হয়ে যেতে পারে না। কালকে যদি আমি বলি, আপনার বাড়ীর নীচে আমার একটা বাড়ী রয়েছে, এটা আমার বিশ্বাস, তাহ'লে কি আপনার বাড়ীটা ভেঙে জমিটা আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে?

(৩) ১০ই নভেম্বর সর্বভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীনের প্রধান হায়দরাবাদ থেকে লোকসভার তিন তিনবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার আসাদউদ্দীন ওয়াইসি বাবরী মসজিদের রায়ের সমালোচনা করে বলেন, বিজেপির আদর্শিক গুরু 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' (আরএসএস)-এর হাতে বেশ কিছু মসজিদের তালিকা রয়েছে। এই মসজিদগুলো রূপান্তর করে মন্দির বানানো হবে। বিজেপি ও সংঘ পরিবার যখন মসজিদের একটি তালিকা বানিয়েছে, তখন বাবরী মসজিদের জন্য লড়াই করে যাওয়া আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বাবরী মসজিদ আমাদের বৈধ অধিকার। আমরা তো জমি দখলের লড়াই করছি না, কারো অনুগ্রহ চাই না। দেশের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের প্রাপ্য অধিকার চাই।

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েছে বলে তিনি দাবী করেন। সুপ্রীম কোর্টের রায় নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ারও তিনি নিন্দা জানান। সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির মতো কথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর নীরবতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি মুসলমানদের হতাশ না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটি তাদের দেশ। তারা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। সবাইকে নিয়মিত ছালাত আদায়ের অনুরোধ করে রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতে বলেন।

(৪) ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের আলেম ও আইনজীবীগণ উক্ত রায়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আদালত এ জমিটির মালিকানা স্পষ্ট না করেই রায় দিয়েছেন।

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া : (১) বাবরী মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণের দাবীতে প্রচার চালানো বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী রায়ের পর বলেছেন, আজ স্বপ্নপূরণ হয়েছে। রাম মন্দির নির্মাণের গণ-আন্দোলনে আমাকেও অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন ঈশ্বর। (২) পাকিস্তানের সাথে দীর্ঘ ৭২ বছর বন্ধ থাকা পাঞ্জাবের করতারপুর করিডোর উদ্বোধনে ব্যস্ত থাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর টুইটে বলেন, 'ভারতের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এই দিনটি একটি স্বর্ণালী অধ্যায়'। (৩) শাসক দলের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'মিল কা পাথর' অর্থাৎ এ রায় একটি 'মাইলফলক'। (৪) কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাহুল গান্ধী রায়কে স্বাগত জানিয়ে এ রায়কে সম্মান জানানোর ও নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার আহ্বান জানান। (৫) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। (৬) বামেরা সব দিক বাঁচিয়ে বয়ান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। (৭) বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) সহ কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তাদের পরবর্তী টার্গেট সম্পর্কে মুখ খুলতে শুরু করেছে। তারা ৩২ হাজার মন্দির উদ্ধারের নামে ভারতের মসজিদগুলোকে ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে। রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার অংশ হিসাবে গান্ধীজীর স্বপ্ন সফলের লক্ষ্যে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, বারানসীর কাশী 'বিশ্বনাথ মন্দির' এবং পশ্চিমবঙ্গে 'আদিনাথ মন্দির' নির্মাণ করা হবে। মূলতঃ এসব স্থানে এখন মসজিদ রয়েছে। যা তাদের পরবর্তী টার্গেট। (৮) বাংলাদেশের প্রায় সকল ইসলামী দল এ রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তবে সরকারী দল আওয়ামী লীগ বলেছে, এটি ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়। বিরোধী দল বিএনপি এবং সকল বাম দল এ ব্যাপারে চুপ রয়েছে।

আমরা বলি, অনতিবিলম্বে এ রায় পুনর্বিবেচনা করা হৌক এবং সরকারী খরচে বাবরী মসজিদ তার নিজস্ব স্থানে পুনর্নির্মাণের আদেশ দেওয়া হৌক! নইলে এর মন্দ প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষ ভারতবাসীদের নিকট এবং বিশ্বব্যাপী সর্বত্র হবে। আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৯২-৯৫ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে দেশছাড়া এক বসনীয় মুসলিম মহিলা ১৯৯৯ সালে নিজ বাড়ীতে ফিরে তার বাড়ীর বাগানে একটি 'গীর্জা' দেখে তার বিরুদ্ধে সেদেশের আদালতের শরণাপন্ন হন। গত ১লা অক্টোবর'১৯ আদালতের রায়ে বসনিয়া সরকারকে উক্ত গীর্জা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ৯০ কর্মদিবস সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সেদেশের কথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মুখোশ খুলে পড়েছে। এর ফলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরাজয় হয়নি, পরাজয় হয়েছে ন্যায়বিচারের। মসজিদ নির্মাণের নেকী সম্রাট বাবর ও তার সেনাপতি ঠিকই পেয়ে গেছেন। কিন্তু দুঃখ হ'ল হিন্দু নেতাদের জন্য। যাদের একটি শিশু সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে দিল্লীর রাজপথে বাবর নিজের জীবন বাজি রেখে একাই হামলা চালিয়ে এক মত্ত হস্তীকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ তারাই তাঁর স্মৃতিচিহ্ন পবিত্র বাবরী মসজিদকে মুছে দিল! ধর্মে ধর্মে সহাবস্থানের হাযার বছরের ভারতীয় ঐতিহ্য ধ্বংস করল রাজনীতিক নামধারী কিছু দুর্বৃত্ত। এখন প্রয়োজন কেবল ধৈর্যধারণের এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার। ইনশাআল্লাহ সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বলবীর শিংয়ের ন্যায় অগণিত অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

বইয়ের নাম : **সাহিত্য কণিকা** দাখিল অষ্টম শ্রেণি, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ; বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত। চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাসেম মিয়া ছাড়াও সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা মোট ১০ জন অধ্যাপক।

১২০ পৃষ্ঠার এ বইয়ে গদ্য মোট ১১টি। এর মধ্যে ৩ জন হিন্দু লেখক। আর কবিতা মোট ১১টি। এর মধ্যে ৬ জন হিন্দু কবি।

(১৩৬/১) পৃ. ১ অতিথির স্মৃতি -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ১৮৭৬; মৃত্যু : কলিকাতা ১৯৩৮)।

মন্তব্য : 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক কুকুরের মনিবভক্তি প্রদর্শন করেছেন। সেই সাথে কুকুরটির সাথে বাড়ির মালি-বৌয়ের নিষ্ঠুরতা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য কি শিক্ষণীয় রয়েছে? অথচ এখানে আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান ও তার অতিথি মুহাম্মাদ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর শিক্ষণীয় ঘটনাটি তুলে ধরা যেত।[১]

তাছাড়া শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন মুসলিম বিদ্বেষী লেখক। তিনি মুসলমানদের বাঙ্গালী মনে করতেন না। তার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ১ম পর্বে (১৯১৭ খৃ.) মুসলমান ও বাঙ্গালীকে পৃথক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে তিনি লিখেছেন, 'ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ'। সন্ধ্যা হয়-হয়। ...হঠাৎ 'ওরে বাবা' এ কি রে! চটাপট্ শব্দ এবং মারো শালাকে, ধরো শালাকে! ...মিনিট দুই-তিন। ...পাঁচ-সাতজন মুসলমান ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে পালাইবার এতটুকু পথ নাই। ...ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি ...আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল, সে ইন্দ্রনাথ'।[২]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯২৬ সালে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শিরোনামে বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে'।[৩]

উক্ত ভাষণে তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে ডাহা মিথ্যাচার করেছেন। সেই সাথে শত শত বছর যাবৎ মিলেমিশে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ও বিভেদের বীজ বপন করেছেন। এগুলি শিক্ষার্থীদের শিখানোর পিছনে ভারতের মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। সিলেবাস থেকে এইসব লেখনী অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৩৭/২) পৃ. ৬ বাঙালির বাংলা -কাজী নজরুল ইসলাম (জন্ম : চুরুলিয়া, বর্ধমান ১৮৯৯; বাকশক্তি রহিত ও মস্তিষ্ক বিকৃতি : ১৯৪২; মৃত্যু : ঢাকা ১৯৭৬)।

'বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে- 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মত জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোন জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারেই নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে'।

মন্তব্য : এগুলি স্রেফ অতিশয়োক্তি এবং অনৈতিহাসিক। বাংলা ভাষা বাঙালীর কাছেই আছে। দখলদার ইংরেজ এ ভাষা তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারেনি। আর 'জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি' কমবেশী সকল জাতির মধ্যেই আছে। 'কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারেই নেই' কথাটি আদৌ সঠিক নয়। সেটা হ'লে তো দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হ'ত না।

(১৩৮/৩) 'বাঙালির হৃদয় ব্রহ্মময় কিন্তু দেহ ও মন পাষাণময়'।

মন্তব্য : এর দ্বারা লেখক কি বুঝাতে চেয়েছেন, তিনিই ভাল জানেন। কেননা হৃদয় ও মন দু'টি দুই রকম হওয়া অসম্ভব। আর 'ব্রহ্মময়' কথাটি শিরকী পরিভাষা। যা আল্লাহ নামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যদিও টীকাকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, বাঙালির 'মাথা ও হৃদয় পরমেশ্বরের রূপে পরিপূর্ণ'। অথচ মুসলমানের নিকট ঈশ্বর ও পরমেশ্বর বলে কিছু নেই। তাদের নিকট আল্লাহ একমাত্র উপাস্য। তিনি লিখেছেন, 'দেহ ও মন কর্মের ক্ষেত্রে পাষাণের মত কঠিন। আপন কর্ম সম্পাদনে তারা নির্ভীক এবং একনিষ্ঠ'। ব্যাখ্যাটি লেখক কাজী নজরুল ইসলামের বক্তব্যের বিপরীত। কেননা তিনি নিবন্ধের শুরুতে বলেছেন, বাঙালির 'কর্ম-শক্তি একেবারেই নেই'।

তাছাড়া বক্তব্যগুলি বাস্তবতার বিরোধী। কেননা কপটতা ও একনিষ্ঠতা সব জাতির মধ্যেই রয়েছে। জগৎশেঠ ও মোহনলাল দু'জনে বাঙালী হ'লেও ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন অনুষ্ঠিত পলাশীর যুদ্ধে তাদের প্রথমজন ছিল কপট ও দ্বিতীয়জন ছিলেন একনিষ্ঠ। অতএব ঢালাওভাবে সব বাঙালীকে

১. মুসলিম হা/২০৩৮ ; তিরমিযী হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪২৪৬; তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, সূরা তাকাছুর ৮ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২. শ্রীকান্ত, প্রথম পর্ব (১৯১৭), পরিচ্ছেদ-১, পৃ. ২; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (সপ্তদশ মুদ্রণ) ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬।

৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা, পরিচ্ছেদ-১, পৃ. ৩; ১৯২৬ সালে 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শিরোনামে বাঙলা প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ। পরে তা 'হিন্দু সংঘ' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯৩৩ সালে।

এক করে দেখার উপায় নেই। নজরুল নিজেই ছিলেন বাঙালী এবং তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ কর্মশক্তির অধিকারী।

(১৩৯/৪) 'এই হিমালয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষি-যোগীরা সাধনা করেছেন। এই হিমালয়কে তাঁরা সর্ব দৈব-শক্তির লীলা-নিকেতন বলেছেন'।

মন্তব্য : এগুলি অবাস্তব কথা। মুনি-ঋষি-যোগীরা মুসলমানদের জন্য আদর্শ মানুষ নন। তাদের প্রসঙ্গ এদেশের সিলেবাসে টেনে আনার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর হিমালয় পর্বত মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র এক অনন্য সৃষ্টি। তার নিজস্ব কোন শক্তি নেই আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া। অথচ মুনি-ঋষিদের নামে তাকে 'দৈবশক্তির লীলা নিকেতন' বলে এদেশের শিক্ষার্থীদের মুখস্ত করানো মুসলিম শিক্ষার্থীদের আক্বীদা-বিশ্বাসে ছুরিকাঘাত করার শামিল। অতএব ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খৃ.) লেখা নজরুলের এই নিবন্ধে এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুই শিক্ষণীয় নেই। কুচক্রীরা তাদের হীন স্বার্থে নজরুলের অন্যান্য লেখনী বাদ দিয়ে এটিকে বাছাই করেছে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ঈমান হরণ করার জন্য।

(১৪০/৫) পৃ. ৭ 'বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান'।

মন্তব্য : এর দ্বারা লেখক এদেশকে সকল ধর্মের মিলনস্থল বুঝাতে চাইলেও বাংলা ভাষা 'সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান' নয়। 'ঐশীশক্তি' বলতে ঐশ্বরিক শক্তি বুঝায়। মুসলমানরা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান। তারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলে কাউকে কল্পনা করেনা। আর কুরআন-হাদীছের ভাষাই তাদের ঈমানী শক্তিকে বলীয়ান করে। আরবী ভাষায় তাদের নাম, সালাম, আযান, ছালাত ও ইবাদত সমূহ তাদেরকে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক পরিচিতি ও নিঃস্বার্থ মহব্বতের বাহন হিসাবে কাজ করে। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তাদের মধ্যে মহাশক্তির উদ্বোধন ঘটায়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তাদের হৃদয়ে বিশ্বজয়ী ঈমানী তেয সৃষ্টি করে। এই তেয ও শক্তিলাভ কোন সৃষ্টবস্তুর নামে নয়। জয় শ্রীরাম বা জয় হিন্দ নামেও নয়। অতএব ভাষা নয়, বরং আদর্শ হ'ল সকল ঐক্যের মূল।

(১৪১/৬) পৃ. ১২ পড়ে পাওয়া -বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০, ঝাড়খণ্ড, ভারত)।

মন্তব্য : গল্পটি শিক্ষণীয়, কিন্তু পুরাটাই হিন্দুয়ানী ধাঁচে লেখা। আর গল্পের মূল চরিত্র বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল ছাড়াও ইদিরভীষণ, চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির, আজ্ঞে, অদেষ্ট, ঠাকুরমশাই, বোষ্টম, কাকাবাবু, দণ্ডবৎ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ইত্যাদি ভাষা মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া সামান্য ঘটনাটি ইনিয়ে-বিনিয়ে পাঁচ পৃষ্ঠা লম্বা করার কারণ সম্ভবতঃ এটাই যে, শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে হিন্দুয়ানী ভাষা ও শব্দগুলি গেঁথে দেওয়া। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৪২/৭) পৃ. ২০ তৈলচিত্রের ভূত -মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম : ঝাড়খণ্ড ১৯০৮; মৃত্যু : কলিকাতা ১৯৫৬)।

মন্তব্য : এ গল্পে বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে গল্পের 'নগেন' বিশ্বাস করলেও এ যুগের ছোট্ট খোকনরাও তা বিশ্বাস করেনা। অতএব সমাজে ভূতের কুসংস্কার দূর করার জন্য এরূপ হিন্দুয়ানী গল্প না দিলেও চলত।

(১৪৩/৮) পৃ. ৩৪ আমাদের লোকশিল্প -কামরুল হাসান (জন্ম: কলকাতা ১৯২১; মৃত্যু: ঢাকা ১৯৮৮)।

'কাপড়ের পুতুল তৈরী করা আমাদের মেয়েদের একটি সহজাত শিল্পগুণ'।

মন্তব্য : এগুলি হিন্দু মেয়েদের হ'তে পারে, মুসলমান মেয়েদের নয়।

(১৪৪/৯) পৃ. ৪১ সুখী মানুষ -মমতাজ উদ্দীন আহমদ (জন্ম: পশ্চিমবঙ্গ ১৯৩৫; মৃত্যু: ঢাকা ২০১৯)।

'এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি'

মন্তব্য : মুসলমান কেবল আল্লাহ্র নামে শপথ করে। কারু মাথায় হাত দিয়ে নয়।

(১৪৫/১০) পৃ. ৪৮-৪৯ শিল্পকলার নানা দিক -মুস্তাফা মনোয়ার (১৯৩৫, ঝিনাইদহ, কবি গোলাম মোস্তফার কনিষ্ঠ পুত্র)।

'শিল্পকলা চর্চা সকলের পক্ষে অপরিহার্য'।

মন্তব্য : এটি সকলের পক্ষে অপরিহার্য নয়। বরং মানুষের আক্বীদা পরিচ্ছন্ন করাটাই সকলের জন্য অপরিহার্য। কেননা আক্বীদা অনুযায়ী শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। যেমন মুসলিম শিল্পীরা কোন প্রাণীর ছবি আঁকেনা বা মূর্তি গড়েনা। অন্যেরা সেটা করে। ছবিতে একটি আবক্ষ মূর্তি দেখা যায়। যা রাখা ঠিক হয়নি।

(১৪৬/১১) পৃ. ৫৩ মদিনার পথে -মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (বাঁশদহা, সাতক্ষীরা ১৮৯৬-১৯৫৪)।

মন্তব্য : উক্ত গল্পে হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মক্কায় আবু জাহলের ষড়যন্ত্র কাহিনী, আবুবকর কন্যা আসমার মুখে আবু জাহলের থাপ্পড় মারা, পথিমধ্যে সুরাক্বার মুসলমান হয়ে যাওয়া, ৭০ জন সঙ্গীসহ বুরায়দার মুসলমান হওয়া এবং মাথার পাগড়ি নিজের বর্শাফলকে গেঁথে রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ষী হিসাবে সঙ্গে চলা ইত্যাদি বক্তব্যগুলি সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়।[৪]

(১৪৭/১২) পৃ. ৬০ বাংলা নববর্ষ -শামসুজ্জামান খান (জন্ম : মানিকগঞ্জ ১৯৪০ খৃ.)।

'পহেলা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব।...বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব'।

মন্তব্য : পহেলা বৈশাখ হিন্দু বা মুসলিম বাঙালী কারুরই নববর্ষ নয়। বাংলা সনের গণনা শুরু হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ হ'তে। ঐ সময় ছিল হিজরী সনের মুহাররম মাস ও বাংলাদেশে ছিল শকাব্দের দ্বিতীয় মাস বৈশাখ মাস।

৪. দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২৩২-৩৭ পৃ.।

সেকারণে বাংলাদেশে নতুন বাংলা সনের প্রথম মাস হিসাবে নির্ধারণ করা হয় বৈশাখ মাসকে। যদিও শকাব্দের প্রথম মাস শুরু হয় পহেলা চৈত্র হ'তে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাধীনতার পর হ'তেই বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছেন। ফলে ঢাকায় যেদিন ১লা বৈশাখ হয় কোলকাতায় সেটা হয় তার পরের দিন।

নববর্ষ বা বর্ষবরণ ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এটি আদৌ আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব নয়। বরং মুসলমানের জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। আর তাদের সাপ্তাহিক ঈদ হ'ল জুম'আর দিন। আরও রয়েছে, বার্ষিক হজ্জের দিন ও তার পরের আইয়ামে তাশরীক্বের ৩ দিন। এই সাত দিন ব্যতীত মুসলমানের জন্য আর কোন জাতীয় উৎসব নেই।

(১৪৮/১৩) পৃ. ৬২ 'আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষ দিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির'।

মন্তব্য : এসব উদ্ভট ও অপ্রচলিত অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের শিখানোর কোন প্রয়োজন নেই। এর মাধ্যমে বোর্ডের সিলেবাসকে হিন্দুয়ানী কুসংস্কার সমূহ প্রচারের বাহনে পরিণত করা হয়েছে মাত্র। যা নিঃসন্দেহে অন্যায়।

(১৪৯/১৪) পৃ. ৬৫ **সৃজনশীল প্রশ্ন**

এখানে সীমা ও চৈতি দুই বান্ধবী। তারা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরে রমনার বটমূলে যাচ্ছে। সেখানে খালাতো বোন তন্বীর সাথে দেখা। ...চৈতি মনের আনন্দে গেয়ে উঠল,

তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

মন্তব্য : লেখক এখানে কোন মুসলিম শিক্ষার্থীর নাম খুঁজে পাননি। তাদেরকে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন ঢাকার রমনা বটমূলে। গান গাওয়াচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের শিরকী কবিতা দিয়ে। এগুলির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম শিক্ষার্থীদের কি শিক্ষণীয় রয়েছে? নাকি তাদেরকে ইসলামী আক্বীদা থেকে বিচ্যুত করাই লক্ষ্য।

(১৫০/১৫) পৃ. ৬৭ বাংলা ভাষার জন্মকথা -হুমায়ুন আজাদ (মুন্সিগঞ্জ, ১৯৪৭-২০০৪)।

'বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্থ করে রাখত'।

মন্তব্য : ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি। এর নিত্য নতুন বৈচিত্র্যটাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাই বেদের শ্লোক ইত্যাদি উৎস সন্ধান করা এবং বর্তমান বাংলা ভাষাকে পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে শুদ্ধ করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং ভাষাকে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য যোগে সমৃদ্ধ করাই উত্তম।

(১৫১/১৬) পৃ. ৭১ বঙ্গভূমির প্রতি -মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্ম সাগরদাঁড়ি, যশোর ১৮২৪; মৃত্যু কলিকাতা ১৮৭৩)।

'রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে'।

মন্তব্য : জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত। কিন্তু জন্মভূমির কোন জীবন নেই। আর সে কাউকে মনে রাখতে পারে না। উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। বরং মানুষের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া হবে স্রেফ আল্লাহ্র নিকট। যিনি বঙ্গভূমি সহ পূরা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। শিক্ষার্থীদেরকে এগুলি শিখানোর মাধ্যমে তাদেরকে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করে শিরকের অনুসারী বানানোর চক্রান্ত করা হয়েছে মাত্র।

(১৫২/১৭) পৃ. ৭৫ দুই বিঘা জমি -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি...
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি

মন্তব্য : ৭২ লাইনের এ বিশাল কাহিনী- কবিতাটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে রাখা উচিৎ ছিল। কবিতাটি নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয়। তবে ভাষার মারপ্যাঁচে মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে শিরকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন 'নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি'। এগুলি তাওহীদের আক্বীদা বিরোধী। কেননা মুসলমান কেবল আল্লাহ্র নিকট সিজদা করে, অন্য কিছুতে নয়। তারা কারু পায়ে চুমু দেয় না বা পদধূলি নেয় না। তাছাড়া একজন দাড়িওয়ালা মানুষকে অত্যাচারী জমিদারের ছবি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেটি একজন মুসলমানের ছবি। এর দ্বারা সুন্নাতকে এবং মুসলিম জাতিকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

(১৫৩/১৮) পৃ. ৮৬ নারী -কাজী নজরুল ইসলাম

মন্তব্য : উক্ত কবিতার ছবিতে নারী কোদাল দিয়ে মাটি কাটছে। আর একজন নারী ও পুরুষ ঝুড়িতে করে মাটি বহন করছে। এই ছবি দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই সেটা বুঝানো হয়েছে। অথচ এটা একটি মারাত্মক ভুল ব্যাখ্যা। পুরুষ নির্মাণ শ্রমিক হ'তে পারে, নারী নয়। নারীর কাজ ঘরে পর্দার মধ্যে, পুরুষের কাজ বাইরে। একই কাজ সবাই করার নাম সাম্য নয়। বরং এতে পরস্পরের স্বভাবগত কর্ম বণ্টনের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। আর এটাই বাস্তব যে, চাকুরীজীবী পুরুষ ৮ ঘণ্টা পর ছুটি পেলেও সংসারের গৃহিণী কখনো কখনো ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন। ঘুমানোর সময়টুকুও পান না। অতএব উক্ত কবিতায় ছবির মাধ্যমে সাম্যের

অপব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। ইসলাম নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছে। যা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাম্য ও সমানাধিকার নির্ভর করে। সেই সাথে নির্ভর করে সামাজিক শান্তি ও অগ্রগতি।

(১৫৪/১৯) পৃ. ৯০ আবার আসিব ফিরে -জীবনানন্দ দাশ (জন্ম : বরিশাল, ১৮৯৯; মৃত্যু : কলিকাতা ১৯৫৪)

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরে কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো- কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,

মন্তব্য : অত্র কবিতায় হিন্দুদের পুনর্জন্মের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচার করা হয়েছে। যা তাওহীদের আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ হ'ল জীবের মৃত্যুর পর তার আত্মা পুনরায় নতুন দেহে পরিভ্রমণ করা। হিন্দু পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদের ধারণায় মনে করেন, পরকাল বলতে কিছু নেই। বরং মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্য বারবার এ দুনিয়াতে বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন বেশে আবির্ভূত হয়ে থাকে। কোন মানুষ যদি অতি ঘৃণিত কোন কুকর্ম করে মারা যায়, তাহ'লে তার আত্মাটি কুকুর-বিড়ালের দেহ ধারণ করে পুনর্জন্ম লাভ করে এবং আমৃত্যু মানুষের তিরস্কার ভোগ করে। আবার এমনও পাপ আছে, যার কর্মফল ভোগ করার জন্য সে বৃক্ষলতা হিসাবে পুনর্জন্ম লাভ করে। ফলে কুঠারের আঘাতে অথবা জ্বালানীরূপে দগ্ধীভূত হয়ে তার পূর্ব কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। আর এ শাস্তি ভোগ করাই হ'ল নরক লাভ করা। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি ভাল বা পুণ্যের কাজ করে, তাহ'লে মৃত্যুর পর তার আত্মাটি আরো ধনী, সুখী কিংবা রাজা-বাদশা হয়ে জন্মলাভ করে। এ সুফল ভোগ করাটাই হিন্দুদের দৃষ্টিতে স্বর্গ লাভ করা।

এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে ইসলামে আখেরাত বিশ্বাসকে অপরিহার্য করা হয়েছে। যেখানে সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে জান্নাত এবং অসৎকর্মের শাস্তি হিসাবে জাহান্নাম অপরিহার্য। যদি না আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।

(১৫৫/২০) পৃ. ৯৮ নদীর স্বপ্ন -বুদ্ধদেব বসু (জন্ম : কুমিল্লা ১৯০৮; মৃত্যু : কলিকাতা ১৯৭৪)

মন্তব্য : প্রথমে ৮৪ লাইনের এই বিশাল কবিতা আদৌ পাঠ্য করা উচিৎ হয়নি। কেননা এতে কিশোর মনে শুরুতেই অনীহা বোধ সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়তঃ অত্র কবিতায় পিতা-মাতা ও বড় বোনকে লুকিয়ে নৌকায় পালিয়ে যাওয়া শেখানো হয়েছে। আর এর মধ্যে কল্পনা শক্তি প্রসার ঘটার কিছু নেই।

পরিশেষে বলব, দাখিল অষ্টম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য বই হিসাবে নির্ধারিত ১২০ পৃষ্ঠার 'সাহিত্য কণিকা' বইয়ে একজন শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়নি।

নবম-দশম শ্রেণি

বইয়ের নাম : **বাংলা সাহিত্য** দাখিল নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ; বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।

২৪৫ পৃষ্ঠার এ বইয়ে গদ্য ৩১টি। এর মধ্যে ১১টির লেখক হিন্দু। আর কবিতা ৩১টি। এর মধ্যে ১২টির লেখক হিন্দু। লেখক ও সংকলক ৬ জন এবং সম্পাদক ২ জন সহ মোট আটজন অধ্যাপক।

(১৫৬/১) পৃ. ১১ সুভা -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোবা সুভাষিনী (সুভা) সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সে যে বিধাতার অভিশাপ স্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে একথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল'।

মন্তব্য : বাক প্রতিবন্ধী সন্তান আল্লাহ্‌র অভিশাপ নয়। বরং সে পিতা-মাতা ও সুস্থ সন্তানদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তারা তার প্রতি উত্তম আচরণ করে কি-না, আল্লাহ সেটাই পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষা সমাজ ও সরকার সকলের প্রতি হয়ে থাকে।

(১৫৭/২) পৃ. ৩১ অভাগীর স্বর্গ -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মন্তব্য : শরৎ যুগের হিন্দু জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনের সামাজিক পরিবেশ এ যুগে নেই। তাই এই প্রবন্ধে এ যুগের তরুণ শিক্ষার্থীদের কোন শিক্ষণীয় নেই। বরং তারা এগুলি পড়লে স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ নোংরা সামাজিক পরিবেশ মুসলমানদের মধ্যে আগেও ছিল না, এখনও নেই। অতএব এইসব গল্প থেকে ছোটদের দূরে রাখাই কর্তব্য।

(চলবে)

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

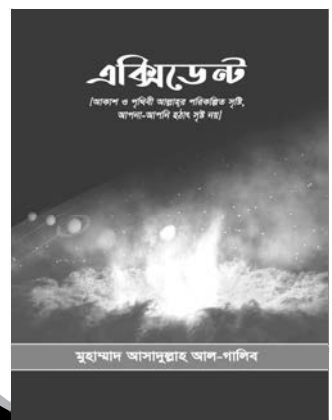

এক্সিডেন্ট
[আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র পরিকল্পিত সৃষ্টি, আপনা-আপনি হঠাৎ সৃষ্টি নয়]
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

কুরআন তেলাওয়াতের আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। পরকালীন জীবনে স্থায়ী আবাস নির্ধারিত হয় ইহকালীন জীবনের ইবাদত তথা সৎ আমলের মাধ্যমে। ইবাদতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত অন্যতম। কুরআন তেলাওয়াতের শিষ্টাচার সম্পর্কে ইসলামে বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে। যেগুলি পালন করলে যথাযথ ছওয়াব লাভ হয়। আর এগুলির অভাবে কোন ক্ষেত্রে ছওয়াব বিনষ্ট হয়। নিম্নে কুরআন তেলাওয়াতের আদবগুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

কুরআন তেলাওয়াতের আদব সমূহ : কুরআন তেলাওয়াতের আদব সমূহ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. বাতেনী বা অপ্রকাশ্য আদব ও খ. যাহেরী বা প্রকাশ্য আদব। অপ্রকাশ্য আদব বলতে যা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বাহ্যিকভাবে যা দেখা যায় না। প্রকাশ্য আদব বলতে বুঝায় যা বাস্তবে দেখা যায়।

ক. বাতেনী বা অপ্রকাশ্য আদব সমূহ :

১. খালেছ অন্তরে তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত ইবাদত। যার ভিত্তি ইখলাছের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা না থাকলে তা বাতিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الـدِّيْنَ، 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে' *(আল-বায়্যিনাহ ৯৮/৫)*।

মূলতঃ আমল বিশুদ্ধ ও কবুল হয় আমলকারীর নিয়তের উপরে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّـاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، 'নিশ্চয়ই কর্মফল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে, যার সে নিয়ত করবে'।[১]

২. আল্লাহর কালামের যথাযোগ্য সম্মান করা : তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের চিন্তা করা উচিত যে, এটা আল্লাহর বাণী। যা জিব্রীল (আঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর উপরে নাযিল করা হয়েছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ছাহাবায়ে কেরাম শিখেছেন। যখন মানুষ একে আল্লাহর কালাম হিসাবে মনে মনে ভাববে তখন তার অন্তর ভীত হবে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্ত্রস্ত হবে। আর তার দেহ-মনে আল্লাহর ভয়, তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব প্রভাব বিস্তার করবে।

৩. মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াতকালে মন থেকে অন্য সকল চিন্তা দূরে রাখতে হবে। উদাসীনতা পরিহার করে তেলাওয়াত করতে হবে। ক্বারীকে চিন্তা করতে হবে যে, সে তার প্রতিপালকের সামনে আছে এবং তাঁর বাণী তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলছে। আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিল করার চেষ্টা করবে। এতে তার মধ্যে একাগ্রতা ও নিবিষ্টতা বৃদ্ধি পাবে। জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত মনের চাহিদার অনুকূল হয় ততক্ষণ তিলাওয়াত করতে থাক এবং (তাতে) মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটলে পড়া ত্যাগ কর'।[২]

৪. আয়াত অনুধাবনের চেষ্টা করা : তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। কেননা এসব আল্লাহর নির্দেশ। যার অর্থ বুঝে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা যরূরী। আর তেলাওয়াকারীকে চিন্তা করতে হবে যে, আল্লাহ এ কুরআনে বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ করেছেন। সেজন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে বুঝে তা প্রতিপালন করা আবশ্যক। আর আদেশ-নিষেধ অনুধাবন করা কুরআন তেলাওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، 'এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। তিনি আরো বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا– 'তবে কি তারা কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ'? *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

৫. আয়াতের সাথে প্রভাবিত হওয়া : প্রত্যেকটি আয়াতের প্রেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। সেই সাথে আল্লাহ গুণাবলী ও নামসমূহ এবং তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে গবেষণা করলে তাঁর মহত্ত্ব অবহিত হওয়া যাবে। অনুরূপভাবে নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে, কিভাবে তাঁদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা হয়েছিল, তাঁদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, মুত্তাক্বীদের কি হয়েছিল। আর এসব থেকে উপদেশ গ্রহণ করা। নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী ও আল্লাহর অবাধ্যদেরকে কিভাবে দুনিয়াতে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং পরকালে তাদের জন্য কি শাস্তি রয়েছে, সে বিষয়ে চিন্তা করা।

খ. প্রকাশ্য আদব সমূহ :

১. পবিত্রতা অর্জন করা : পবিত্র অবস্থায় তথা ওযূ অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّـيْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَـارَةٍ، 'ওযূ ব্যতীত আমি আল্লাহর নাম নেয়া অপসন্দ করি অথবা তিনি বললেন, পবিত্রাবস্থায় ব্যতীত'।[৩] আর কুরআন তেলাওয়াত যিকরের অন্তর্ভুক্ত। তবে ওযূ ছাড়াও কুরআন

১. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/১৯০৮; মিশকাত হা/১।*

২. *বুখারী হা/৫০৬০-৬১; ছহীহুল জামে' হা/১১৬৬।*

৩. *আবূদাঊদ হা/১৭; নাসাঈ হা/৩৮; মিশকাত হা/৪৬৭; ছহীহাহ হা/৮৩৪।*

তেলাওয়াত করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকর করতেন'।[৪] তাই ওযূ ছাড়াও তেলাওয়াত করা যাবে। কিন্তু ওযূ অবস্থায় তেলাওয়াত করা উত্তম।

২. মিসওয়াক করা : তেলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে মুখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ، فَطَيِّبُوْهَا بِالسِّوَاكِ، 'তোমাদের মুখ হ'ল কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা মিসওয়াক করে তা পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত করো'।[৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আলী (রাঃ) বলেন, أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ. وَقَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو، فَلاَ يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ، فَلاَ يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا كَانَتْ فِيْ جَوْفِ الْمَلَكِ، 'আমাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায়, তখন একজন ফেরেশতা এসে তার পিছনে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত শুনতে থাকেন এবং নিকটবর্তী হন। এভাবে তিনি শুনতে থাকেন এবং নিকটবর্তী হ'তে থাকেন। এমনকি তিনি তাঁর মুখ মুছল্লীর মুখের উপরে রাখেন। অতঃপর যখনই সে কোন আয়াত তেলাওয়াত করে তখন তা ফেরেশতার পেটে চলে যায়'।[৬] অন্যত্র এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَطَهِّرُوْا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، 'অতএব তোমরা কুরআনের জন্য তোমাদের মুখকে পবিত্র কর'।[৭]

৩. ক্বিবলামুখী হওয়া : তেলাওয়াতকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে ছালাতের বাইরে কিবলামুখী হওয়া। শিক্ষকের সামনে আদব সহকারে বসার ন্যায় বিনম্র হয়ে বসে তেলাওয়াত করা উত্তম। তবে দাঁড়িয়ে, বসে বা কাত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত করলেও তা জায়েয হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও' *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*!

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، নবী করীম (ছাঃ) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আর তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম'।[৮]

৪. তেলাওয়াতের শুরুতে আঊযুবিল্লাহ্ পাঠ করা : তেলাওয়াতের শুরুতে আঊযুবিল্লাহ পাঠ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর, তখন (শুরুতে) বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর' *(নাহল ১৬/৯৮)*। এজন্য কোন বিদ্বান 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ করাকে ওয়াজিব এবং জমহূর বিদ্বান মুস্তাহাব বলেছেন।

৫. তেলাওয়াতের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা : তেলাওয়াতের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। শায়খ ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, ছালাতে ছানা বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পড়া, বিসমিল্লাহ ও আঊযুবিল্লাহ বলা এবং আমীন বলা সুন্নাত।[৯] সুতরাং বিসমিল্লাহ বলা ছালাতের মধ্যে যখন ওয়াজিব নয়, সুন্নাত, তখন তা ছালাতের বাইরেও সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, সূরা ফাতিহা অথবা অন্য সূরা তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ পড়া ছালাতের ভিতরে ও বাইরে সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। এটাই সঠিক কথা।[১০]

অতএব যদি কেউ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবুও তার তেলাওয়াত সিদ্ধ হবে। কিন্তু সুন্নাত পরিত্যাগ করা হবে। এজন্য তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ পড়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬. গুরুত্বপূর্ণ অর্থবহ আয়াতের পুনরাবৃত্তি : গুরুত্বপূর্ণ আয়াতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য বারবার একই আয়াত তেলাওয়াত করা যায়। আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةٍ وَالْآيَةُ: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ)– 'একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতে থাকেন। (আয়াতের অর্থ) আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদা ৫/১১৮)*।[১১]

৭. বিনম্রভাবে তেলাওয়াত করা : বিনম্রভাবে বা কান্না জড়িত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا– 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়চিত্ততা আরও বৃদ্ধি

---

৪. মুসলিম হা/৩৭৩; আবূদাঊদ হা/১৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৪; ছহীহাহ হা/৪০৬।
৫. ইবনু মাজাহ হা/২৯১; ছহীহাহ হা/১২১৩।
৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/১৯৩৭; ছহীহাহ হা/১২১৩।
৭. ছহীহাহ হা/১২১৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২১৫।
৮. বুখারী হা/২৯৭, ৭৫৪৯; মিশকাত হা/৫৪৮।
৯. শরহুল মুমতে' ৩/৩৩০ পৃঃ।
১০. http://www.binbaz.org.sa/mat/14993.
১১. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০; নাসাঈ হা/১০১০; মিশকাত হা/১২০৫, সনদ ছহীহ।

পায়' *(বনু ইসরাঈল ১৭/১০৯)*।

মুত্বাররিফ ইবনু আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর (রহঃ) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي: يَبْكِي وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَا مِنَ الْبُكَاءِ. 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং তাঁর ভিতর থেকে টগবগে আওয়াজ হচ্ছিল যেমন ডেগের ফুটন্ত পানির টগবগ আওয়াজ হয়। অর্থাৎ তিনি কান্নাকাটি করছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ছালাত আদায় করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁর বুকের মধ্যে চাক্কির আওয়াজের ন্যায় কান্নার আওয়াজ হ'তে থাকত।[১২]

৮. রহমতের আয়াত আসলে তা চাওয়া এবং আযাবের আয়াত আসলে তা হ'তে পানাহ চাওয়া : কুরআন তেলাওয়াতকালে রহমতের আয়াত আসলে আল্লাহ্র নিকটে তাঁর রহমত প্রার্থনা করা এবং আযাবের আয়াত আসলে তা থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য। হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ،

'আমি এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ শুরু করলেন, আমি মনে মনে বললাম যে, হয়তো তিনি একশত আয়াত পরিমাণ তেলাওয়াত করে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি তেলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন, আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি দু'শত আয়াত পরিমাণ তেলাওয়াত করে রুকুতে যাবেন, কিন্তু তিনি তেলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি পূর্ণ সূরা এক রাক'আতেই তেলাওয়াত করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি তেলাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকলেন এবং সূরা নিসা শুরু করে তাও তেলাওয়াত করে ফেললেন। তারপর সূরা আলে ইমরানও শুরু করে তাও তেলাওয়াত করে ফেললেন। তিনি ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। যদি তিনি এমন কোন আয়াত তেলাওয়াত করে ফেলতেন যাতে কোন তাসবীহ রয়েছে তবে তাসবীহ পাঠ করতেন, যদি কোন যাঞ্ঞা করার আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন যাঞ্ঞা করতেন। যদি কোন বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[১৩]

৯. তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বস্তু দূরে রাখা : কুরআন তেলাওয়াতের সময় তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। যেমন হাসাহাসি, খেলাধূলা, হাতে অনর্থক কাজ করা, বিনা প্রয়োজনে এদিক-সেদিক তাকানো, মোবাইল টেপা অন্যের সাথে অনর্থক কথা বলা, তেলাওয়াতের মাঝে লোকের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে তেলাওয়াত বন্ধ করে দেওয়া এবং অযথা বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করা ইত্যাদি।

১০. হাই তোলার সময় তেলাওয়াত বন্ধ রাখা : হাই তোলার সময়ে তেলাওয়াত বন্ধ রাখা কর্তব্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, إِذَا تَثَاءَبْتَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، فَأَمْسِكْ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ تَعْظِيمًا حَتَّى يَذْهَبَ تَثَاؤُبُكَ، 'যখন তুমি হাই তোল তেলাওয়াত অবস্থায়, তখন তুমি ক্বিরাআত থেকে বিরত থাক কুরআনের সম্মানে, যতক্ষণ না তোমার হাই চলে যায়'।[১৪]

নাফে' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، 'ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তেলাওয়াত হ'তে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না'।[১৫]

১১. সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করা : আল্লাহ কুরআন তেলাওয়াত শুনে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ 'আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয়ের প্রতি এরূপ কান লাগিয়ে শুনেন না যেরূপ তিনি নবীর সুমধুর তেলাওয়াত শুনেন'।[১৬] এজন্য সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ 'তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআনকে সুসজ্জিত করে পাঠ কর'।[১৭] তিনি আরো বলেন, حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْناً– 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কারণ সুমিষ্ট স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায়'।[১৮] সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করা কুরআনের সৌন্দর্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,حُسْنُ الصَّوْتِ زِيْنَةُ الْقُرْآنِ، 'সুন্দর আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) কুরআনের সৌন্দর্য'।[১৯] অন্যত্র

১২. *আবূদাঊদ হা/৯০৪; নাসাঈ হা/১২১৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৪৪; মিশকাত হা/১০০০।*

১৩. *মুসলিম হা/৭৭২; আবূদাঊদ হা/৮১৫; নাসাঈ হা/১৬৬৪।*

১৪. *মুহাম্মাদ ছাফা শায়খ ইবরাহীম হাক্বী, উলূমুল কুরআন মিন খিলালে মুক্বাদ্দামাতিত তাফাসীর, ২য় খণ্ড, (বৈরূত : মুআসসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫হিঃ/২০০৪খ্রিঃ), পৃঃ ১৯৭।*

১৫. *বুখারী হা/৪৫২৬, ৪৫২৭।*

১৬. *বুখারী হা/৫০২৪; মুসলিম হা/৭৯২; মিশকাত হা/২১৯২।*

১৭. *আবূদাঊদ হা/১৪৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪২; ছহীহাহ হা/৭৭২; মিশকাত হা/২১৯৯।*

১৮. *দারিমী হা/৩৫৪৪; ছহীহাহ হা/৭৭১; ছহীহুল জামে' হা/৩১৪৫।*

১৯. *ছহীহুল জামে' হা/৩১৪৪; ছহীহাহ হা/১৮১৫।*

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِى إِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللهَ، 'মানুষের মধ্যে সুকণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি যার তেলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত'।[২০] উল্লেখ্য, গানের সুরে ও বাজনার তালে তালে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না।

১২. তারতীল ও তাজবীদসহ তেলাওয়াত করা : ধীরে-সুস্থে وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً، 'আর কুরআন তেলাওয়াত করুন ধীরে-সুস্থে সুন্দরভাবে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/৪)*। ক্বতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ. 'আনাস (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, নবী করীম (ছাঃ) বিসমিল্লাহ আর-রহমান, আর-রহীম পড়ার সময় দীর্ঘায়িত করতেন'।[২১]

১৩. বড় অপবিত্রতায় কুরআন স্পর্শ না করা : গোসল ফরয হওয়া, হায়েয, নেফাস ইত্যাদি অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ، 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ একে স্পর্শ করেনি' *(ওয়াক্বি'আহ ৫৬/৭৯)*। এখানে পবিত্রগণ বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ 'পবিত্র লোক ছাড়া যেন কোন ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ না করে'।[২২] এখানে পবিত্র বলতে জুনুবী বা যার উপরে গোসল ফরয এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আর ছোট অপবিত্রতা বা ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে কুরআন স্পর্শ করা যাবে এবং দেখে তেলাওয়াত করা যাবে।[২৩] তবে ওযূ করে তেলাওয়াত করা উত্তম।

উল্লেখ্য যে, ফরয গোসলের নাপাকীতে কুরআন আদৌ স্পর্শ করা যাবে না। তবে মুখস্থ পড়া যাবে। তাছাড়া কুরআন মুদ্রণ, বাইণ্ডিং, বহন ইত্যাদি যরূরী কাজে নিয়োজিত মুসলিম কর্মচারীরা ওযূ ব্যতীত এটি স্পর্শ করতে পারবে। কিন্তু কাফের-মুশরিকরা তা স্পর্শ করতে পারবে না।

১৪. তন্দ্রা অবস্থায় তেলাওয়াত না করা : তন্দ্রাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত না করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ، 'তোমাদের কেউ (ঘুমের ঘোরে) রাতের ছালাতে দণ্ডায়মান হ'লে কুরআন স্বাভাবিকভাবে তার মুখ থেকে বের হয় না এবং সে কি তেলাওয়াত করছে তাও বুঝতে পারে না। কাজেই এরূপ অবস্থায় সে যেন অবশ্যই ঘুমিয়ে পড়ে'।[২৪]

১৫. কুরআন অনুযায়ী আমল করা : কুরআন অনুযায়ী আমল করা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবের দ্বারা কতক লোককে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কতককে অবনমিত করেন'।[২৫] অর্থাৎ যারা এর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান আনয়ন করতঃ তাকে সম্মান করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।[২৬] কেউ বলেন, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং যারা তা করেন না, তাদেরকে অবনমিত করেন।[২৭]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ 'কুরআন হ'ল তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ'[২৮] এ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, যদি তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর ও সে অনুযায়ী আমল কর, তাহ'লে তুমি উপকৃত হবে। অন্যথা কুরআন তোমার বিপক্ষে দলীল হবে।[২৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) কুরআন অনুযায়ী আমল না করলে কবরে ক্বিয়ামত অবধি শাস্তি হবে বলে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

আমল বিহীন ক্বারীর উদাহরণ পেশ করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيْحُهَا مُرٌّ، 'ঐ মুমিন যে কুরআন পাঠ করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তাঁর দৃষ্টান্ত ঐ লেবুর মত যা খেতে সুস্বাদু এবং গন্ধে চমৎকার। আর ঐ মুমিন যে কুরআন পাঠ করে না; কিন্তু এর অনুসারে আমল করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ খেজুরের মত যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধ নেই। আর মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে, ঐ রায়হানের মত, যার মন মাতানো খুশবু আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতে বিস্বাদ

---

২০. ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৯; ছহীহুল জামে' হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৫০।
২১. বুখারী হা/৫০৪৫-৪৬; মিশকাত হা/২১৯১।
২২. মুওয়াত্ত্বা মালিক হ/৪৬৮; ছহীহুল জামি' হা/৭৭৮০; মিশকাত হা/৪৬৫।
২৩. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৩৮৭; নায়লুল আওত্বার ১/২৫৯।
২৪. মুসলিম হা/৭৮৭; আবূদাঊদ হা/১৩১১; ইবনু মাজাহ হা/১৩৭২।
২৫. মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; মিশকাত হা/২১১৫।
২৬. মির'আত ৪/১৪৯৭।
২৭. মির'আত ৭/১৮০।
২৮. মুসলিম হা/২২৩; তিরমিযী হা/৩৫১৭; ইবনু মাজাহ হা/২৮০; মিশকাত হা/২৮১।
২৯. শরহু মুসলিম ৩/১০২।
৩০. বুখারী হা/১৩৮৬, ১০৭৫।

এবং গন্ধে দুর্গন্ধময়'।[৩১]

১৬. তেলাওয়াতের মাধ্যমে অন্যকে বিরক্ত না করা : উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে অন্যকে বিরক্ত করা উচিত নয়। অনেকে অসুস্থ থাকে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকে, শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নে মশগূল থাকে এবং কেউবা ছালাতে বা যিকরে রত থাকে; এমতাবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করে তাদেরকে বিরক্ত করা অদৌ উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ، 'একজনের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে।[৩২] অর্থাৎ ছালাতরত ব্যক্তি, ঘুমন্ত ও অন্য কোন তেলাওয়াতকারীকে যেন উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরক্ত করা বা কষ্ট দেওয়া না হয়।[৩৩] ইবনু রজব বলেন, মসজিদে ছালাতরত অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরক্ত না করা।[৩৪]

১৭. রুকূ'-সিজদায় তেলাওয়াত না করা : ছালাতের রুকূ'-সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ। আবু বকর (রাঃ) বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، 'হে লোকেরা! নবুঅতের কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবে মুসলিমরা যে নেক স্বপ্ন দেখবে তা ব্যতীত। তিনি আরো বলেন, আমাকে রুকূ' ও সিজদাতে কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা রুকূ' অবস্থায় রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো এবং সিজদাতে বেশী করে দো'আ পড়ার চেষ্টা করো। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবুল হবে'।[৩৫]

১৮. তেলাওয়াতে কষ্ট হ'লে ধৈর্য ধারণ করা : কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী না হ'লে অনেক সময় তেলাওয়াত করতে কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে তেলাওয়াত করলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তেলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব'।[৩৬]

১৯. তিনদিনের কমে কুরআন খতম না করা : তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম না করা। কেননা এত অল্প সময়ে কুরআন খতম করলে কুরআন বোঝা সম্ভব নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ فِىْ كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فِىْ شَهْرٍ. قَالَ إِنِّىْ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ أَبُو مُوْسَى وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ اقْرَأْهُ فِىْ سَبْعٍ. قَالَ إِنِّى أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِىْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ. 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কয়দিনে কুরআন খতম করব? তিনি বললেন, এক মাসে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে অধিক শক্তি রাখি। আবূ মূসার বর্ণনায় রয়েছে অতঃপর আলোচনার মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান কমিয়ে অবশেষে বললেন, সাত দিনে খতম করবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করে, সে কুরআনকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না'।[৩৭]

২০. সশব্দে ও নীরবে তেলাওয়াত করা : কুরআন সশব্দে ও নীরবে তেলাওয়াত করা যায়। ক্বারীর অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও সরবে ও কখনো নীরবে পড়া উত্তম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَذِنَ اللهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ، 'মহান আল্লাহ অন্য কিছু এত মনোযোগ দিয়ে শুনেন না, যেভাবে তিনি নবীর সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে কুরআন পাঠ শুনেন'।[৩৮] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، 'উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াতকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মতো এবং নিঃশব্দে কুরআন তেলাওয়াতকারী গোপনে দানকারীর মতো'।[৩৯]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, নীরবে তেলাওয়াত লৌকিকতামুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি লৌকিকতার ভয় করে তার জন্য নীরবে তেলাওয়াত করা উত্তম। আর যদি রিয়ার আশঙ্কা না করে তাহ'লে সরবে তেলাওয়াত করা উত্তম। তবে শর্ত হ'ল অন্য মুছল্লী, ঘুমন্ত ব্যক্তি কিংবা অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়া না হয়। অন্যথা নীরবে উত্তম। আর সরবে তেলাওয়াত উত্তম হওয়ার কারণ হ'ল এরূপ আমল সাধারণত অধিক করা হয়, এতে অন্যেরা উপকৃত হয়, শ্রবণ, শিক্ষা, অনুসরণ করা এবং এটা দ্বীনের নিদর্শন হওয়ার কারণে। তাছাড়া এতে ক্বারীর অন্তর জাগ্রত হয়, তার মনোযোগ এর প্রতি নিবদ্ধ হয়, এর প্রতি তার কর্ণ প্রত্যাবর্তিত হয়; এর দ্বারা ক্বারীর ঘুম দূর হয়, তার উদ্যম বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে ঘুমন্ত ও উদাসীন ব্যক্তি

---

৩১. বুখারী হা/৫০৫৯, ৫০২০।
৩২. আহমাদ হা/১৯০৪৪; মিশকাত হা/৮৫৬; ছহীহাহ হা/১৬০৩; ছহীহুল জামে' হা/১৯৫১।
৩৩. মিরকাত ২/৭০২ পৃঃ।
৩৪. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাতহুল বারী, ৩/৩৯৮ পৃঃ।
৩৫. মুসলিম হা/৪৭৯; আবূদাঊদ হা/৮৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৯৯।
৩৬. বুখারী হা/৪৯৩৭ 'তাফসীর' অধ্যায়; মুসলিম 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, 'কুরআনে পারদর্শী হওয়ার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/১৪৫৪; তিরমিযী হা/২৯০৪।
৩৭. আবূদাঊদ হা/১৩৯০; তিরমিযী হা/২৯৪৬; ছহীহাহ হা/১৫১৩; মিশকাত হা/২২০১।
৩৮. মুসলিম হা/৭৯২-৯৩; আবূদাঊদ হা/১৪৭৩; নাসাঈ হা/১০১৭।
৩৯. আবূদাঊদ হা/১৩৩৩; তিরমিযী 'ফাযায়িলে কুরআন' অধ্যায় হা/২৯১৯; নাসাঈ হা/১৬৬২ 'ক্বিয়ামুল লাইল' অধ্যায়, 'স্বরবের উপর নীরবের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২০২।

জাগ্রত, সচেতন ও উৎসাহী হয়। তাই এরূপ নিয়তে সরবে তেলাওয়াত করা উত্তম।[৪০]

২১. তেলাওয়াতের সিজদা দেওয়া : তেলাওয়াতের সময় সিজদার আয়াত আসলে সিজদা করা সুন্নাত। এই সিজদা করলে নেকী আছে, না করলে গোনাহ নেই। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّىْ رَأَيْتُنِىْ اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّى أُصَلِّى خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِى فَسَمِعْتُهَاوَهِىَ تَقُوْلُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِى عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ الْحَسَنُ قَالَ لِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لِىْ جَدُّكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আজ রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি যেন একটি গাছের পিছনে ছালাত আদায় করছি। আমি তেলাওয়াতের সিজদা করলাম এবং গাছটিও আমার সাথে সাথে সিজদা করল। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম 'হে আল্লাহ! এই সিজদার বিনিময়ে তোমার কাছে আমার জন্য ছওয়াব নির্ধারণ করে রাখ, এর বিনিময়ে আমার একটি গোনাহ দূর কর, এটাকে তোমার কাছে আমার জন্য সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখ এবং এটা আমার নিকট হ'তে গ্রহণ করে নাও, যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাঊদ (আঃ)-এর নিকট গ্রহণ করেছিলে'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদার আয়াত পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আবার বললেন, আমি তাঁকে তখন সেই গাছের দো'আটির মতো পাঠ করতে শুনলাম, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে লোকটি তাকে জানিয়েছিল'।[৪১] উল্লেখ্য, এই সিজদায় ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। সিজদা মাত্র একটি হবে। এতে তাশাহ্হুদ নেই, সালামও নেই।[৪২]

২২. দীর্ঘ সময় নিয়ে কুরআন খতম না করা : অধিক সময় নিয়ে কুরআন খতম না করে সাধ্যমত কম সময়ে কুরআন খতম করা উচিত। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তাকে রাসূল (ছাঃ) বললেন, اِقْرَأِ الْقُرْآنَ فِـــي أَرْبَعِيْنَ. 'তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন পাঠ (শেষ) করবে'।[৪৩]

২৩. ক্বিরাআতে পারদর্শী না হ'লে আলেমদের নিকটে পেশ করা : কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী না হ'লে যারা তেলাওয়াতে দক্ষ তাদের নিকটে পেশ করা এবং ভুল-ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে নেওয়া কর্তব্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট থেকে কুরআন শেখার নির্দেশ দেন। মাসরূক (রহ.) হ'তে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর আলোচনা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, তিনি সে ব্যক্তি যাঁকে নবী করীম (ছাঃ)-এর বক্তব্য শুনার পর হ'তে আমি খুব ভালবাসি। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (সর্ব প্রথম তিনি এ নামটি বললেন), সালিম আবূ হুযাইফার আযাদকৃত গোলাম, মু'আয ইবনু জাবাল ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)।[৪৪] কারণ তারা রাসূলের যুগে কুরআন সংরক্ষণ করেছিলেন।[৪৫]

২৪. আয়াতের মাঝে তেলাওয়াত বন্ধ করে না দেওয়া : কুরআন তেলাওয়াতকালে আয়াতের মাঝে তেলাওয়াত বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ্র কালামের উপরে অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। নাফে' (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْـــرُغَ مِنْـــهُ، 'ইবনু ওমর (রাঃ) যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তেলাওয়াত হ'তে অবসর না হয়ে কোন কথা বলতেন না'।[৪৬]

২৫. কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া : কুরআন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الجِدَالُ فِي القُرآنِ كُفْرٌ 'কুরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরী'।[৪৭] তিনি আরো বলেন, أَمَا إِنَّهُ لَمْ تَهْلَكِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ حَتَّى وَقَعُوْا فِيْ مِثْلِ هَذَا يَضْرِبُوْنَ القُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَا كَانَ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ وَمَا كَانَ مِنْ مُتَشَابِهٍ فَآمِنُوْا بِهِ، 'পূর্ববর্তী সকল উম্মতই ধ্বংস হয়েছে যখনই তারা এ ধরনের কাজে জড়িত হয়েছে। তারা কুরআন নিয়ে একে অপরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। এতে হালাল করা হয়েছে, তাকে হালাল গণ্য কর এবং এতে যা হারাম করা হয়েছে তাকে হারাম গণ্য কর। আর যা সন্দেহপূর্ণ বা দ্ব্যর্থবোধক তার প্রতি ঈমান রাখ'।[৪৮]

অতএব কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার সমূহ মেনে চলা যরূরী। এর ফলে অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং কুরআন তেলাওয়াত সহ ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৪০. মির'আত, ৭/২৮৪ পৃঃ।
৪১. তিরমিযী হা/৫৭৯; ইবনু মাজাহ হা/১০৫৩; ছহীহাহ হা/২৭১০।
৪২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৪।
৪৩. আবূদাঊদ হা/১২৬১; তিরমিযী হা/২৯৪৭; ছহীহাহ হা/১৫১২।
৪৪. বুখারী হা/৩৮০৮, ৩৭৫৮,৪৯৯৯; মুসলিম হা/২৪৬৪।
৪৫. বুখারী হা/৩৮১০, ৫০০৩; মুসলিম হা/২৪৬৫।
৪৬. বুখারী হা/৪৫২৬, ৪৫২৭।
৪৭. ছহীহুল জামে' হা/৩১০৬।
৪৮. ছহীহুল জামে' হা/১৩২২।

তাছফিয়াহ ও তারবিয়াহ : মুসলিম জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা

মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

তাছফিয়াহ (পরিশুদ্ধিতা) ও তারবিয়াহ (পরিচর্যা) :

হামদ ও ছানার পর আপনারা সবাই জানেন যে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা এতটাই খারাপ ও নিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে যে তার থেকে নিচে নামা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা আজ অন্যদের লাঞ্ছনা ও দাসত্বের শিকার। মুসলিম বিশ্বের সবক'টি দেশের উপর দুঃখজনকভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসা এই লাঞ্ছনা ও দাসত্বের অনুভূতি আমাদের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে রয়েছে, বিধায় মুসলমানদের আম-খাছ সকল সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে হরহামেশাই এহেন অপমান ও দুর্দশার কারণ নিয়ে আমরা পরস্পরে আলোচনা করছি। আমাদের এতটা হীন অবস্থায় নেমে যাওয়ার গূঢ় রহস্য উদঘাটনেও আমরা তৎপরতা চালাচ্ছি। সাথে সাথে এহেন লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার ও প্রতিকারের উপায় নিয়েও আমরা কথাবার্তা বলছি।

তবে আমাদের মতামত নানা মুনির নানা মতে পর্যবসিত হচ্ছে এবং দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা আলাদা রূপ নিচ্ছে। প্রত্যেকেই এমন এমন কর্মপন্থা বা পদ্ধতি এনে হাযির করছেন, যাকে তিনি এই সমস্যার সমাধান এবং সঙ্কটের দাওয়াই ভাবছেন।

আমি মনে করি, উম্মতের এহেন সঙ্কটের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোচনা করেছেন এবং তাঁর কিছু হাদীছে এর বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি সমাধানের উপায়ও বলে গেছেন। তারই একটি হাদীছ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ-

'যখন তোমরা 'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'।[১]

সংক্ষিপ্ত পরিসরে হ'লেও হাদীছটিতে আমরা প্রসার লাভকারী সেই রোগের উল্লেখ লক্ষ্য করছি যা সকল মুসলিম সমাজকে গ্রাস করছে। নবী করীম (ছাঃ) হাদীছটিতে নমুনা হিসাবে দু'টি রোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এমন নয় যে, তিনি অধঃপতিত মুসলিম জাতির জন্য কেবল এই দু'টি রোগকেই দায়ী করেছেন।

প্রথম প্রকার রোগ :

সজ্ঞানে অপকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু কিছু হারামে জড়িয়ে পড়া হচ্ছে প্রথম প্রকারের রোগ। এটাই লুকিয়ে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে'-এর মধ্যে। ঈনা এক প্রকার বেচাকেনা যা ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে একটি পরিচিত আলোচ্য বিষয়। এই হাদীছে তা হারাম হওয়ার নির্দেশ মেলে। তা সত্ত্বেও সাধারণ লোক তো দূরের কথা কিছু আলেমও তার বৈধতার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনা :

একজন ক্রেতা কোন ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কোন পণ্য নির্দিষ্ট মেয়াদে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের চুক্তিতে কিনবেন। তারপর এই ক্রেতা বিক্রেতা সেজে প্রথম বিক্রেতার নিকট ঐ পণ্য প্রথম ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করবেন। এবার প্রথম বিক্রেতা যিনি ক্রেতা সাজছেন, তিনি অপেক্ষাকৃত কমে পণ্যটি কিনে তার মূল্য নগদে প্রথম ক্রেতাকে পরিশোধ করবেন এবং প্রথম ক্রেতা যিনি পরে বিক্রেতা সেজেছেন তিনি প্রথম যে মূল্যে কিনেছিলেন তা ঋণসূত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রথম বিক্রেতাকে পরিশোধ করবেন। উদাহরণস্বরূপ একটি মোটরগাড়ি দশ হাযার লিরায় বাকীতে বিক্রয় করা হ'ল; এবার ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট আট হাযার লিরা নগদ মূলে তা বিক্রি করে দিল। ফলে মোটরগাড়ি প্রথম বিক্রেতার নিকটেই থেকে গেল। মাঝখান থেকে প্রথম ক্রেতা বিক্রেতা সেজে যে আট হাযার লিরা নগদ নিল তার উপর দুই হাযার লিরা নির্দিষ্ট মেয়াদে অতিরিক্ত দেওয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হ'ল।[২] মেয়াদ ভিত্তিক এই অতিরিক্ত অর্থই তো সূদ। যে মুসলিমই সূদ হারাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের হাদীছ শুনেছে তার জন্য ফরয হবে ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনায় যদবধি অতিরিক্ত অর্থদানের কথা থাকবে তদবধি তাকে হালাল গণ্য না করা। কেননা এতো খোলাখুলি সূদ। তথাপি কিছু মানুষ এ পদ্ধতিকে মুবাহ ভাবছেন। কারণ এটি বেচাকেনার ধারায় সম্পাদিত হয়েছে। তারা সাধারণভাবে যে সকল আয়াত ও হাদীছে বেচাকেনা হালালের উল্লেখ আছে সেগুলো দ্বারা দলীল-প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যেমন সূদ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَـا، 'আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। তারা বলছেন, এ তো বেচাকেনাই। সুতরাং কম-বেশী যাই

** ঝিনাইদহ।*

১. *আবূদাঊদ হা/৩৪৬২; ছহীহাহ হা/১১; ছহীহুল জামে' হা/৪২৩। (আরবী 'যুল্লুন' ও 'যিল্লাতুন'-এর বাংলা 'লাঞ্ছনা'। অপমানজনক দুরবস্থা ও দুর্গতিকে লাঞ্ছনা বলে। আবদুল ওয়াদুদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ) ।-অনুবাদক।*

২. *তুর্কী মুদ্রাকে লিরা বলা হয়।*

হোক তাতে কোন দোষ নেই।

কিন্তু প্রকৃত সত্য তো এই যে, দশ হাযার লিরায় যিনি বাকীতে কিনেছেন, তারপর আট হাযার লিরায় নগদে বেচেছেন, তার এ কারবারের পেছনে মূলত তার ঐ আট হাযার লিরাই নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এও জানেন যে, এই প্রথম বিক্রেতা যে কিনা তার ধারণায় মুসলিম, সে অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আট হাযার লিরা পরিশোধের বিনিময়ে আট হাযার লিরা নগদে দেবে না। তাই উভয়েই বেচাকেনার নামে হিলা-বাহানা খাটিয়ে এই অতিরিক্ত অর্থ হালাল করেছে।

জেনে রাখা দরকার যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'লেন প্রথমত মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।[৩]

দ্বিতীয়ত তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। যেমন তিনি বলেন, بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ 'তিনি মুমিনদের প্রতি দয়াশীল, করুণাময়' *(তওবা ৯/১২৮)*। তাঁর দয়া ও অনুকম্পারই একটি অংশ, মানব জাতির জন্য শয়তানের গোপন চক্রান্ত ও হিলা-বাহানা সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা। তিনি তাঁর অনেক হাদীছে আমরা যাতে শয়তানের চক্রান্তজালে ফেঁসে না যাই সেজন্য বারবার সাবধান করেছেন। তারই একটি আমাদের আলোচ্য হাদীছ: 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে' অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন যখন তোমরা তা বেচাকেনার নামে অপকৌশল খাঁটিয়ে হালাল করে নিবে। কেননা এ বেচাকেনা তো আসলে অসত্যের উপর পর্দা আরোপ এবং অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, যা কিনা খোলাখুলি সূদ। তাই এ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশিত হারামকে হালাল করার অপকৌশলে মেতে ওঠা থেকে সাবধান করেছেন। হারামকে হারাম জেনে তাতে লিপ্ত কোন মুসলিম থেকে এভাবে কৌশল খাটিয়ে হারামকে হালালকারী মুসলিম বেশী সর্বনাশা। কারণ জেনেশুনে হারামে লিপ্ত ব্যক্তি যেহেতু জানে যে, সে যা করছে তা হারাম, তাই কোন একদিন তওবা করে নিজ রবের পথে ফিরে আসার সম্ভাবনা তার আছে। কিন্তু ভুল ব্যাখ্যার জন্যই হোক, কিংবা নীরেট মূর্খতাবশত হোক, অথবা অন্য যেকোন কারণেই হোক, নিজের খারাপ কাজ যার কাছে সুন্দর-সুশোভিত মনে হয় সে তো ভাবে যে, তার কাজে কোনই গলদ নেই। সুতরাং তার মনে যে একদিনের জন্যও আল্লাহ্র কাছে তওবা করার চিন্তা জাগবে না, তা একান্তই স্বতঃসিদ্ধ কথা। সুতরাং খোলামেলা হারামে লিপ্ত ব্যক্তির তুলনায় চিন্তায় ও আক্বীদায় হারামকে হালাল গণ্যকারীর বিপদ বেশী। যে সূদ খায় এবং জানে ও বিশ্বাস করে যে তা সূদ, যদিও কুরআনের বাণী অনুসারে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত-তবুও তার বিপদ ঐ লোকের তুলনায় কম, যে হালাল বিশ্বাসে সূদ খায়। যেমন, যে মদ্যপায়ী মদকে হারাম বিশ্বাসে পান করে তার বেলায় আশা করা যায় যে, একদিন সে তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসবে। কিন্তু যে মদ পান করে এবং কোন কায়দায় তা হালাল বলে বিশ্বাস করে সে প্রথমোল্লিখিত মদ্যপায়ী থেকে বেশী বিপদগ্রস্ত হবে। কেননা যতদিন সে আল্লাহ্র বিধানের অপব্যাখ্যায় মগ্ন থাকবে ততদিন তার তওবার সম্ভাবনা কল্পনাও করা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ হাদীছে ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনা যে হারাম হওয়ার কথা বলেছেন, তা একান্তই উদাহরণ হিসাবে বলেছেন। হারামকে শুধু ঐ একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার মানসে তিনি তা বলেননি। তিনি এ কথা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, যত রকম হারামকেই একজন মুসলিম কোন পদ্ধতি খাড়া করে হালাল করবে তার ফল স্বরূপ আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করবেন। আর মুসলিম সমাজে যখন সেই হারাম সমানে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তার কারণে গোটা মুসলিম জাতি লাঞ্ছিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার রোগ :

শরী'আত সম্মত হবে না জেনেও আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণকৃত ফরযসমূহ ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র জাগতিক কাজে সকলে একজোট হয়ে লিপ্ত হওয়া। এ লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে' অর্থাৎ তোমরা জাগতিক ধন-সম্পদের পেছনে তোমাদের শ্রম-সাধনা ব্যয় করবে এবং আল্লাহ রূযী তালাশ করতে আদেশ দিয়েছেন বলে তার দোহাই দিয়ে রূযী তালাশে মশগূল হবে। মুসলিমরা এভাবে কেবলই দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকবে এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত ফরয দায়িত্ব সমূহ ভুলে যাবে। তারা ক্ষেত-খামার, পশুপালন এবং অন্যান্য পেশা ও বৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকবে। এসব কাজে লিপ্ত

---

৩. *আলোচ্য আয়াত ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইসলামের সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা প্রদান এবং ব্যবহারিক বা প্রায়োগিকভাবে তা দেখিয়ে দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন। ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত, মু'আমালাত বা পারস্পরিক কারবার, আইন-বিচার, রাজ্য শাসন, মু'আশারাত বা সমাজ পরিচালনা, চরিত্র বা আদব-আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন, যা হাদীছ বা সুন্নাহ নামে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে তা দ্বারাই তিনি আল্লাহ্র বিধানকে সুস্পষ্ট করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন,* صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي، *'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' (বুখারী হা/৬৩১)। তিনি ওযূ থেকে নিয়ে সালাম ফেরানো পর্যন্ত ছালাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন হাদীছে বলে গেছেন। ছাহাবাদের তিনি হাতে কলমে ছালাত শিখিয়েছেন। কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তাকে প্রথমেই ছালাত শিখাতেন। তাঁর তরীকাই কুরআনের তরীকা। আল্লাহ বলেন,* مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، *'যে রাসূলকে মানল সে আল্লাহকে মানল' (নিসা ৪/৮০)। তাঁর তরীকা অমান্য করা কুফর এবং নিজেদের ইচ্ছামত তাতে নতুন কিছু সংযোজন বিদ'আত।- অনুবাদক।*

থাকার দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যেসব দায়িত্ব পালন ফরয বা আবশ্যিক করেছেন তারা তা ভুলে যাবে। উদাহরণ হিসাবে তিনি এ হাদীছে আল্লাহ্র পথে জিহাদের কথা ভুলে যাওয়ার কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা 'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'।

এ হাদীছ নবী করীম (ছঃ)-এর নবুঅতের অন্যতম স্মারক। এ লাঞ্ছনা তো আজ আমাদের মাঝে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আফসোস! আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি! সুতরাং হাদীছে রোগ ও তার ফল হিসাবে লাঞ্ছনা বর্ণনার পর তার যে ওষুধ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন আজ তা গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা তো রোগের কারণগুলো বরণ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছি, এখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে তিনি রোগের যে দাওয়াই বাতলিয়েছেন তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কার্যকর করা।

তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যখন আমরা দ্বীন ইসলামের দিকে ফিরে যাব তখন আল্লাহ আমাদের থেকে এ অপমান ও লাঞ্ছনা তুলে নিবেন। লোকেরা এ হাদীছ বহুবার পড়ে এবং তাঁর বাণী 'তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না' বহুবার শোনে তাদের মনে ধারণা জন্মে যে, দ্বীনের দিকে ফেরা তো একটা সহজ ব্যাপার। কিন্তু আমার ধারণায় এর থেকে কঠিন কাজ আর কিছু নেই। কারণ এই দ্বীনের প্রকৃত রূপ বা আসল সত্যকে বহু ক্ষেত্রে নানান ছুতো ও ফন্দি খাটিয়ে বদলে ফেলা হয়েছে। অনেকেই এ ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ধরতে সক্ষম। কিছু পরিবর্তন তো অনেকের কাছেই সুবিদিত। আবার এমন কিছু পরিবর্তন আছে যা কিছু লোক ধরতে পারলেও অধিকাংশ লোক তার সন্ধান জানে না। পরিবর্তনকৃত এসব মাসআলার কিছু ঈমান-আক্বীদার সাথে জড়িত এবং কিছু ফিক্বহের সাথে জড়িত।

লোকেরা মনে করে পরিবর্তিত এসব মাসআলা দ্বীনের অংশ, অথচ দ্বীনের সাথে এগুলোর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ইতিপূর্বে উল্লেখিত দৃষ্টান্ত আমাদের থেকে বেশী দূরে যায়নি। এটিই প্রথম কারণ যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই হাদীছে বলেছেন, 'যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে'।

দেখুন, ঈনা পদ্ধতির বেচাকেনাকে সকলে হারাম বলে মেনে নিতে পারেনি অথবা তা হারাম বলে সবার জানা নেই। এমনকি যেসব মুসলিম দেশ এখনও অনৈসলামী দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা তেমন একটা প্রভাবিত হয়নি, যেসব দেশকে আমরা ইসলামের আশ্রয়স্থল মনে করি- সেসব দেশের বহু আলেম 'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচাকেনা বৈধ বলে ফৎওয়া দেন। অথচ এই বিক্রয় পদ্ধতির মধ্যে সূদ হালাল করার জন্য অপকৌশল ও ফন্দি খাটানো হয়েছে। এটি এ ধরনের অনেক উদাহরণের মাত্র একটি। ইসলামী ফিক্বহ চর্চাকারীরা এসব উদাহরণের সঙ্গে ভালো মত পরিচিত।

এ জাতীয় বেচাকেনা রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হারাম ঘোষণা এবং তাতে লিপ্ত হওয়া জাতিগত লাঞ্ছনার কারণ বলা সত্ত্বেও মুসলমানদের তাতে লিপ্ত হওয়ায় দ্বীনের পানে ফেরা যে সহজ নয়, এটি আমাদের সে দাবীরই ডজন ডজন উদাহরণের একটি।

এখন আমাদের আবশ্যকীয়ভাবে নতুন করে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে দ্বীন বুঝতে হবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছে কিছু বিষয় সুস্পষ্টভাবে হারাম বলার পরও কিছু আলেম সেগুলোকে মুবাহ ঠাওরে থাকেন বলে যখন আমরা বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করি তখন তাদের সমালোচনা বা ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে আমরা তা করি না, বরং আমাদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের কল্যাণ কামনা এবং তাদের সহ সকলের বিশেষ করে যারা ইসলামী ফিক্বহের সাথে জড়িত তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা। এছাড়া কারো কারো থেকে যে কারণেই হোক কিছু মাসআলায় যে বিচ্যুতি ঘটেছে তার প্রতিকার করা। সে প্রতিকার হ'তে হবে কুরআনের একটি আয়াতের দিকে ফেরার মাধ্যমে। আয়াতটি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু তাকে আমলে নিতে আমাদের খুব কমই দেখা যায়। সেই আয়াতটি হচ্ছে, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً– 'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*।

ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীরা জানেন যে, 'ঈনা' পদ্ধতির বেচাকেনাসহ আরও অনেক প্রকার বেচাকেনা নিয়ে আধুনিক কালের আলেম-ওলামা তো দূরের কথা, প্রাচীন কালের আলেমদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং এ যুগের আলেমরা এ জাতীয় মতভেদপূর্ণ মাসআলাসমূহ নিয়ে কী করবে সেটাই বড় প্রশ্ন। আমার যা জানা তাতে তাদের অধিকাংশই এ মতভেদ বহাল রাখা এবং পুরাতনকে তার পুরাতন অবস্থায় রাখার পক্ষে।

এমতাবস্থায় আমার জিজ্ঞাসা, তাহ'লে কীভাবে মুসলমানরা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে? অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মতে এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা দ্বীনকে ধারণ করা। দ্বীনকে ধারণ করলেই কেবল এ লাঞ্ছনা ও দুর্গতি দূর হবে, নচেৎ নয়। তিনি বলেছেন, 'যখন তোমরা 'ঈনা' পদ্ধতিতে বেচাকেনা করবে, গরুর লেজ ধরে পড়ে থাকবে, ক্ষেত-খামার নিয়ে খুশী থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'।

এখন এর একমাত্র চিকিৎসা দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এই দ্বীন যেমনটা সকলেই এবং বিশেষত ফিক্বহবিদরা জানেন যে সাংঘাতিকভাবে মতভেদপূর্ণ। অনেক লেখক বা আলেমের ধারণা এবং তারা বলেও বেড়ান যে, এই মতভেদ ফারঈ বা ফিক্বহ বিষয়ক অল্প কিছু শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাদের কথা সঠিক নয়। বরং ফারঈ বা ফিক্বহ বিষয়ক মাসআলা ছেড়েও এ মতভেদ আক্বীদাগত বা মৌলিক মাসআলাতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। আমরা দেখি, আশ'আরী ও মাতুরিদীদের মধ্যে আক্বীদার বিষয়ে বড় রকমের মতভেদ রয়েছে। আবার এদের সাথে মু'তাযিলাদের আক্বীদারও অনেক পার্থক্য আছে। অন্যান্য ফিরক্বা বা দলের কথা আর নাই বা বললাম। আমাদের ধারণা মতে এরা সবাই মুসলিম এবং সবাই এই হাদীছের হুকুমভুক্ত 'আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে ততক্ষণ তিনি তোমাদের থেকে ঐ লাঞ্ছনা দূর করবেন না'। তাহ'লে কোন সে দ্বীন, যার পানে আমাদের ফেরা কর্তব্য? তা কি অমুক ইমামের বাতলানো মাযহাবী দ্বীন? তারপরও তো এখানে অনেক মাযহাব রয়েছে। আমরা না হয় মতভেদটা চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি যাদেরকে আমরা আহলুস সুন্নাহর মাযহাব বলি। তাহ'লে কোন সে দ্বীন আমাদের এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার করতে পারবে? আমরা যেকোন একটা মাযহাবকে দেখলে সেখানে কম-বেশী এমন অনেক মাসআলা পাব যা সুন্নাহর বিপরীত; যদিও তন্মধ্যকার কিছু মাসআলা কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

এজন্য আমি মনে করি, আজকের দিনে ইসলামের দাঈদের এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ অনুসন্ধানীদের ইখলাছের সঙ্গে যে সংস্কার হাতে নেওয়া আবশ্যক তা এই যে, প্রথমতঃ তারা নিজেদের বুঝ এই মর্মে পাকাপোক্ত করবে যে, দ্বীন তাই যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলিম উম্মাহকেও তারা বুঝাবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা নিয়ে এসেছিলেন দ্বীন কেবল তাই। আর সকল ফক্বীহ এ কথায় একমত যে, আল্লাহ যে দ্বীন নাযিল করেছেন, তাকে প্রকৃত অর্থে বুঝতে হ'লে কুরআন ও সুন্নাহর অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে ইমামগণ রাহেমাহুমুল্লাহু তা'আলা উক্ত কথায় একমত। এটা আমাদের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ এবং তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকেও তাঁদের উপর অনুগ্রহ যে, তাঁরা তাঁদের প্রথম যুগের (সমকালীন) অনুসারীদের তাঁদের অনুসরণ ও তাক্বলীদ করতে এবং শরী'আতের মূল সূত্র কুরআন ও সুন্নাহকে ভুলে গিয়ে প্রতিটি মাসআলা-মাসায়েলে তাঁদের কথা চূড়ান্ত গণ্য করা থেকে সাবধান করে গেছেন। অথচ তাঁদের তৎকালীন অনুসারীরা কিন্তু বড় বিদ্বান ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! আমাদের ইমামদের সকল কথা যেই একটি বাক্যকে ঘিরে আবর্তিত সেই বাক্যের অতিরিক্ত কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন হবে না। তাঁদের সকলের থেকেই ছহীহ-শুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ، 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব'।[৪]

এখন তাঁদের অনুসরণের জন্য তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এই একটি কথাই যথেষ্ট। এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ঐসকল ইমামের প্রত্যেকেই কোন হাদীছ তাঁর ইজতিহাদ ও সিদ্ধান্তের বিপরীত হ'লে তাঁর অনুসারীদের হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে যেমন তাঁর নিজের কল্যাণ কামনা করেছেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহ ও তাঁর অনুসারীদেরও কল্যাণ কামনা করেছেন। তাদের এ বক্তব্য এখন কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার পথ খুলে দিবে।

আমরা এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এসব উদাহরণ আমাদের শারঈ মাদরাসা, কলেজ ও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বইগুলোতেই মজুদ আছে। একটি মাযহাবে আছে, ছালাত আদায়কারী ছালাত আরম্ভের শুরু থেকে তার দু'হাত ঝুলিয়ে রাখবে, হাত বাঁধবে না। কেন এ প্রবণতা? কারণ এমনটাই মাযহাব!! ছালাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত পেঁচিয়ে ধরেননি মর্মে হাদীছ বিশারদদের কেউই একটা হাদীছও পান নাই। এমনকি যঈফ কিংবা জাল হাদীছও না। দু'হাত ঝুলিয়ে রাখার হাদীছের কোন অস্তিত্বই নেই। তারপরও তা মুসলিমদের কোন কোন মাযহাবে আছে। এটাই কি তাহ'লে রাসূল (ছাঃ) আনীত সেই ইসলাম, যার দিকে তিনি আমাদের ফিরে যেতে বলেছেন? আমি জানি যে, আপনাদের কেউ কেউ বলবেন, এতো ফিক্বহী শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা। আবার কেউ কেউ আর এক ডিগ্রি নিচে নেমে বলবেন, এতো একটা তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়, এ নিয়ে এতো মাথা ব্যথার কী আছে? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীন ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার কোনটাই সামান্য ও তুচ্ছ নয়।

আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে আমাদের প্রথমেই দ্বীন হিসাবে ভাবা ফরয। অবশ্য শরী'আতের দলীলে সেগুলোকে ওযন বা যাচাই করতে হবে। তাতে যেটা ফরয প্রমাণিত হবে সেটাকে ফরয এবং যেটা সুন্নাত হবে সেটাকে সুন্নাত মানতে হবে। কিন্তু কোনটা মুস্তাহাব বা নফল হ'লে তাকে আমরা তুচ্ছ বা ফলের খোসা নাম দিতে পারি না। এটা ইসলামী আদব-কায়দা বা ভদ্রতার কোন পর্যায়ে মোটেও পড়ে না। আক্ষরিকভাবে যদি আমি তাদের কথা মেনেও নেই তবুও তো এ কথা অবশ্যই সত্য যে, ফলের শাঁস খোসা ছাড়া হেফাযত করা যায় না।

ছালাতে হাত ঝুলিয়ে রাখার মত একটি আমল কী করে মুসলমানরা অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে? অথচ সুন্নাহর প্রতিটি গ্রন্থে একের পর এক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধতেন। এটা

৪. *মুহাম্মাদ আমীন ইবনু আবেদীন দামেশক্বী (১১৯৮-১২৫২ হি.), রাদ্দুল মুহতার (বৈরূত : দারুল ফিক্র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭ পৃ.; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা (দিল্লী : ১২৮৬ হি.) ১/৩০ পৃ.।*

কি ইমামদের কথা- ‘যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটাই আমার মাযহাব’-এর বিরোধিতা করে তাঁদের অন্ধ অনুকরণ এবং জ্ঞানের বন্ধ্যাত্ব নয়?

এই সুস্পষ্ট উদাহরণে কেউ কেউ হয়তো সন্তুষ্ট নাও হ’তে পারে। তাই আমি আরেকটা উদাহরণ টানছি: কিছু ফিক্বহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘মদ দুই প্রকার। এক প্রকার যা আঙ্গুর থেকে উৎপাদিত। এ ধরনের মদ কম-বেশী যাই পান করা হোক হারাম। আরেক প্রকার মদ যা আঙ্গুর বাদে যব, চাউল/ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি অন্য কোন কিছু থেকে উৎপাদিত। আজকের যুগে তো কাফেররা শিল্প-কারখানায় অনেক ভাবে অনেক নামে অনেক প্রকার মাদকদ্রব্য তৈরি করছে। এ ধরনের সব মদ হারাম নয়। এর মধ্যে যেগুলো নেশার উদ্রেক করে কেবল সেগুলো হারাম।[৫] ফিক্বহের বইগুলোতে বারবার এ কথা কেন লেখা হচ্ছে?!

আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেকেই এর নানা রকম উত্তর হাযির করে। অন্য কোন কারণে নয়, বরং এজন্য যে, মুসলিম ইমামদের একজন ইমাম (ইমাম আবু হানীফা রহঃ) ইজতিহাদ করে এ কথা বলেছেন! অথচ আমাদের মাযহাব ও মাশরাব আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও আমরা সবাই হাদীছের কিতাবগুলোতে হরহামেশা ছহীহ সনদযুক্ত এসব হাদীছ পড়ি, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ‘যার বেশী মাত্রায় নেশা আনয়ণ করে তার স্বল্প মাত্রাও হারাম’।[৬] كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ‘যাবতীয় নেশার দ্রব্য মদ এবং সকল মদই হারাম’।[৭]

তাহ’লে এমন ভয়াবহ কথা দ্বারা কেন সেসব মানুষকে মাদকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, যারা কিনা পাপাচারের খাদের কিনারে অবস্থান করছে? এমনকি তারা কার্যত তার মধ্যে ডুবে আছে? তারা তো এখন আঙ্গুর বাদে অন্য শ্রেণীর মদ স্বল্প মাত্রায় এই দলীলে মযাসে পান করছে যে, অমুক ইমাম এ কথা বলেছেন, আর তিনি তো একজন আলেম ফাযেল (মহৎ বিদ্বান) মানুষ। আফসোস! মদ হালাল করার জন্য কী জঘন্য দলীল!!

[চলবে]

৫. হিদায়া, কিতাবুল আশরিবা বা পানীয় অধ্যায় দেখুন।

৬. আবূদাঊদ হা/৩৬৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৩; ইরওয়া হা/২৩৭৫।

৭. মুসলিম হা/২০০৩; আবূদাঊদ হা/৩৬৭৯; ইরওয়া হা/২৩৭৩।

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২৩ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা

মার্চ ২০২০-এর জন্য

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ

১৫ই জানুয়ারী ২০২০

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

দারুল হাদীছ একাডেমী

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৯৭০০৯, ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী। পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত

ভর্তি শুরু : ২০শে ডিসেম্বর’১৯
ক্লাশ শুরু : ৪ঠা জানুয়ারী’২০

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিষ্টারসহ ক্লাস টেস্ট, Monthly টেস্ট এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

বৃদ্ধাশ্রম থেকে পিতা-মাতার হৃদয় বিদারক চিঠি :

১. পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের নিকট :

খোকা তুই কেমন আছিস? নিশ্চয়ই ভাল আছিস। আমি জানি এ চিঠি পড়ার মতো সময় তোর হবে না। তবুও বাবার মন, না লিখে পারলাম না। কারণ তুই এখন অনেক বড় পদে চাকরী করছিস। ৫ বছর হয়ে গেছে আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখেছিস। কিন্তু একটিবারও আমাকে দেখতে আসলি না। জানি, ব্যস্ততার কারণে হয়তো সময় পাচ্ছিস না। আমি অনেক চিঠি লিখে তোর কাছে পাঠিয়েছি। এই ডিজিটাল যুগে হয়তো সেগুলো তোর কাছে পৌঁছলেও পড়ার মতো মানসিকতা ও সময় তোর হয়নি। কারণ আমি স্বল্পশিক্ষিত, গরীব এক সাধারণ মানুষ। তুই যেদিন বিয়ে করে বড় লোকের মেয়ে ঘরে নিয়ে আসলি, সেদিন তোর বউ আমাকে গরীব বলে সম্মান জানায়নি। অথচ আমি গরীব হ'লেও আমার একটি পরিচয় আছে, আমি তোর বাবা। শুধুই তোর বাবা। আমারতো আর কোন ছেলে নেই। জানিস খোকা, তোর মা যখন মারা যায় তখন তোর বয়স ছিল ৫ বছর। আর আমার বয়স তখন ৩৫ বছর। আমি তোর মাকে কথা দিয়েছিলাম, তোর মা যদি আগে মরে যায়, তাহ'লে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব না। কারণ দ্বিতীয় বিয়ে করলে তোর কষ্ট হবে। সেটা আমি যেমন উপলব্ধি করতাম, তেমনি তোর মাও উপলব্ধি করত। তাইতো আমি তোকে বুকে আগলিয়ে ধরে তোর মায়ের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করিনি। তোর দাদা অনেক চেষ্টা করেছিল আমাকে বিয়ে করাতে কিন্তু আমি রাজি হইনি শুধু তোর মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি যদি বিয়ে করি তাহ'লে তুই কষ্ট পাবি। সৎমা তোকে ঠিকমত আদর-যত্ন করবে না। আবার অন্য সন্তান আসলে তোর প্রতি আমার মায়া কমে যাবে। অভাবের সংসারে হাযারো বাঁধা বিপত্তি পাড়ি দিয়ে তোকে মানুষ করেছি। তোর লেখা-পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে আমি অনেকবার না খেয়ে থেকেছি। একবারও তোকে বুঝতে দেইনি। তুই যখন উচ্চশিক্ষার জন্যে আমাকে ছেড়ে শহরে গিয়েছিলি, সেদিন থেকে তুই বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত ভালো কোন খাবারের স্বাদ নিতাম না। তোকে ছাড়া আমার শূন্যতার শেষ ছিল না। কিছুতেই সময় কাটতো না। কখন তুই ফিরে আসবি সেই অপেক্ষায় থাকতাম। খোকা! তোর কি মনে আছে তুই খুব শুটকির ভর্তা পসন্দ করতি। এটা তোর প্রিয় ছিল। এখন মনে হয়, ওটা আর তোর প্রিয় নয়। কারণ তোর বউতো শুটকির ভর্তা পসন্দ করে না! এ ধরনের আরো বহু মধুর ও কষ্টের স্মৃতি আমাকে এখন শুধু কাঁদায়। এগুলো তোর হয়তো মনে নেই। আর মনে থাকার কথাও নয়। কারণ তুই এখন মস্ত বড় অফিসার! খোকা, আমাকে তোর বাড়িতে রাখলে তোদের কি খুবই কষ্ট হতো? আমি তোর বাড়ির চাকরের ঘরে থাকতে চেয়েছিলাম। তোরা চাকরের পিছনেতো অনেক খরচ করে থাকিস। তোর বউয়ের সেবা-যত্ন করার জন্যে চাকরানী আছে। তার পিছনেও খরচ করে থাকিস। তোর বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে একটি কুকুর আছে। সেটার পিছনেওতো খরচ করিস। তারা খেয়ে যেটুকু বেঁচে যেত সেটুকু না হয় আমাকে খাওয়াতি। তবুওতো আমি শুধু তোর বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলাম। এই বৃদ্ধ বয়সে ছেলে, বউমা ও নাতি-নাতনীদেরকে নিয়ে সুখে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোরা আমাকে বাড়িতে থাকতে দিলি না। আমি বাড়িতে থাকলে তোদের ইয্যত যাবে। তোর বউয়ের কথামতো আমাকে বাড়ি থেকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিলি! তারপরও আমার মনে কোন দুঃখ থাকত না যদি একবার আমাকে দেখতে আসতি। আমি বিশ্বাস করি, মা-বাবার দো'আ সন্তানের প্রতি থাকলে কেউ তার অনিষ্ট করতে পারে না। নিশ্চয় স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে আছিস। তুই সুখে থাকলে পৃথিবীর যে মানুষটা সবচেয়ে বেশী খুশি হতো সে তোর মৃত মা। অনেকদিন যাবত তোকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমিতো আর যেতে পারি না। বাড়ী থেকে আসার সময় তোর একটি পুরানো ছবি এনেছিলাম। সেই ছবি দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে তোর বাবার হৃদয়ের সবটা জুড়ে শুধু তোর ছবি অঙ্কন করা। তারপরেও খুব ইচ্ছা করে, শেষ যাত্রার আগে তোকে একটি বার দেখতে, তোর মাথায় হাত রাখতে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, খোকা কেমন আছিস? আরো ইচ্ছে করে আমার দাদু ও দাদা ভাইকে দেখতে। তারা নিশ্চয়ই দাদার কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করে। তাদেরকে বলিস, আমি ভালো আছি। সন্তানের জন্য কোন বাবা-মাই বদদো'আ করে না। আমিও করব না। তবে তোকে আমার কাছাকাছি রাখতে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে একশ' বছর বাঁচিয়ে রাখেন। কারণ বর্তমানে তোর বয়স এখন ৩৫ বছর আর আমার বয়স ৬৫ বছর। তোর ছেলের বয়স ৫ বছর। পঁচিশ বছর পরে তোর হবে ষাট বছর। আমার বৃদ্ধাশ্রমের এই ঘরটায় জায়গা অনেক বেশী। তুই আর আমি থাকতে পারবো পাশাপাশি। দুঃখে জর্জরিত অশ্রুসিক্ত নয়নে জনৈক বৃদ্ধের আকুতি এমনিভাবে প্রকাশিত হয়েছে অত্র চিঠিতে।[১]

২. ছেলের কাছে মায়ের চিঠি :

আশি বছর বয়সী মদীনা খাতুন (ছদ্মনাম)। ছয় বছর আগে তার আশ্রয় জুটেছে বৃদ্ধাশ্রমে। আবেগ জড়িত কণ্ঠে চিঠি লিখেছেন ছেলের নিকট।

আমার আদর ও ভালোবাসা নিও। অনেক দিন তোমাকে দেখি না। আমার খুব কষ্ট হয়। কান্নায় আমার বুক ভেঙে যায়। আমার জন্য তোমার কী অনুভূতি আমি জানি না। তবে

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *www.rkhdtv.com* ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৭।

ছোটবেলায় তুমি আমাকে ছাড়া কিছুই বুঝতে না। আমি যদি কখনও তোমার চোখের আড়াল হ'তাম মা মা বলে চিৎকার করতে। মাকে ছাড়া কারো কোলে তুমি যেতে না। সাত বছর বয়সে তুমি আমগাছ থেকে পড়ে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছিলে। তোমার বাবা হালের বলদ বিক্রি করে তোমার চিকিৎসা করিয়েছেন। তখন তিন দিন, তিন রাত তোমার পাশে না ঘুমিয়ে, না খেয়ে, গোসল না করে কাটিয়েছিলাম। এগুলো তোমার মনে থাকার কথা নয়। তুমি একমুহূর্ত আমাকে না দেখে থাকতে পারতে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার বিয়ের গয়না বিক্রি করে তোমার পড়ার খরচ জুগিয়েছি। হাঁটুর ব্যথাটা তোমার মাঝে-মধ্যেই হতো। বাবা! এখনও কি তোমার সেই ব্যথাটা আছে? রাতের বেলায় তোমার মাথায় হাত না বুলিয়ে দিলে তুমি ঘুমাতে না। এখন তোমার কেমন ঘুম হয়? আমার কথা কি তোমার একবারও মনে হয় না? তুমি দুধ না খেয়ে ঘুমাতে না। তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে হবে। আমার জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি খুব ভালো আছি। কেবল তোমার চাঁদ মুখখানি দেখতে আমার খুব মন চায়। তুমি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করবে। তোমার বোন... তার খবরাখবর নিও। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো, আমি ভালো আছি। আমি দো'আ করি, তোমাকে যেন আমার মতো বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে না হয়। কোন এক জ্যোস্না ভরা রাতে আকাশ পানে তাকিয়ে জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু ভেবে নিও। বিবেকের কাছে উত্তর পেয়ে যাবে। তোমার কাছে আমার শেষ একটা ইচ্ছা আছে। আমি আশা করি তুমি আমার শেষ ইচ্ছাটা রাখবে। আমি মারা গেলে বৃদ্ধাশ্রম থেকে নিয়ে আমাকে তোমার বাবার কবরের পাশে কবর দিও। এজন্য তোমাকে কোন টাকা খরচ করতে হবে না। তোমার বাবা বিয়ের সময় যে নাকফুলটা দিয়েছিল, সেটা আমার কাপড়ের আঁচলে বেঁধে রেখেছি। নাকফুলটা বিক্রি করে আমার কাফনের কাপড় কিনে নিও।[২]

সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে মদীনা বেগম বলেন, মেয়ে বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। একমাত্র ছেলে একজন সরকারী কর্মকর্তা। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ ভালোই আছেন। সেই সুখের সংসারে মায়ের ঠাঁই হয়নি। ছেলে বাড়ীতে বিদেশী কুকুর রেখেছে। সেখানে কুকুরটির থাকার জন্য একটি সুন্দর ঘর রয়েছে। তিন বেলা কুকুরটিকে ভালো খাবার দেয়া হয়। মায়ের প্রতি সন্তানের এই অবহেলার কারণ জানা নেই এই হতভাগা মায়ের। শুধু এটুকুই বলেন, একমাত্র বুকের ধন কলিজার টুকরা ছেলেকে ছয় বছর ধরে দেখি না। ছেলেকে দেখতে মন খুব আনচান করে। নাতির বয়স প্রায় আট বছর। তার কথা খুব মনে পড়ে। বুকে জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে বৃদ্ধাশ্রম। এখন এই বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধরাই আমার আপনজন।

২. *বাংলা নিউজ ম্যাগ ৩০.০৬.১৫ইং।*

৩. সন্তানের কাছে মায়ের চিঠি,

প্রিয় সোনামানিক! বিশ্বাস করি, মায়ের দো'আ সর্বক্ষণ যার সাথে থাকে তার অনিষ্ট করার শক্তি শয়তানেরও নাই। নিশ্চয়ই স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে আছিস। তুই শান্তিতে থাকলে পৃথিবীর যে মানুষটা সবচেয়ে বেশী খুশি সেটা তোর এই বৃদ্ধা মা। আমিও খুব ভালো আছি। তবে শরীরের কমজোরী সাক্ষী দিচ্ছে, বোধহয় বেশীদিন থাকা হবে না তোদের শহরের কাছাকাছি। অনেকদিন তোকে না দেখতে দেখতে তোর ছবিখানা ঝাপসা হয়ে গেছে। অবশ্য এটা আমার দুর্বল দৃষ্টিশক্তির দোষ। তবে ভাবিস না, তোর মায়ের হৃদয়ের সবটা জুড়ে শুধু তোর ছবিখানাই অঙ্কন করা। তারপরেও খুব ইচ্ছা করে, শেষ যাত্রার আগে তোকে একটিবার দেখতে, তোর মাথায় হাত রাখতে। খোকা! কেমন আছিস? মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা জিজ্ঞেস করতে। এখানে আমার প্রতিবেশীরা যখন জিজ্ঞেস করে আপনার ছেলে তো বিশাল অফিসার, শহরের নামকরা ব্যক্তি, ধন-দৌলতের অভাব নেই, তারপরেও আপনি কেন বৃদ্ধাশ্রমে? জানিস খোকা! তোর দুর্নাম হয় এমন কিছুই তাদের কাছে বলি না। আমার মস্তিষ্ক আমার সাথে গোয়ার্তুমি করলেও এই একটি ব্যাপারে উত্তর দিতে সে বেশ সক্রিয় ভূমিকায় থাকে। হেসে হেসে বলি, বৃদ্ধ বয়সে একটু নিভৃতে আল্লাহকে ডাকবো বলেই এই আড়ালে আসা। তাছাড়া আমার খোকা আমাকে ছাড়া কিছুই বোঝে না। তার ধ্যান-জ্ঞানের সবটুকু জুড়েই আমি। তোর ব্যস্ততার কারণে হয়ত ফোন করার সময় হয় না। তবে আমি ওদের সামনে গিয়ে ফোনটাকে কানের কাছে ধরে প্রতিদিন তোর সাথে কথা বলার অভিনয় করি। মিছা-মিছি জিজ্ঞেস করি, খোকা! আমাকে নিয়ে তুই এত ভাবিস কেন? আমি খুব ভাল আছি। তোর কণ্ঠস্বর শোনার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনি। আমার শ্রবণশক্তির সৌভাগ্য হয় না বহুদিনের পরিচিত তোর কণ্ঠ ধ্বনির ছোঁয়া পাওয়া। একবার মা ডাকের সাক্ষী হওয়া। তারপরেও কাউকে বুঝতে দিই না, আমার খোকা আমার থেকে দূরে আছে।

বাপ আমার! তোর সেই ছোট বেলায় একবার আমার ভীষণ অসুখের সময় তোকে তোর দাদীর কোলে রেখে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তার আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে, তোর চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার দেহের ব্যথার চেয়েও তোকে রেখে সৃষ্ট শূন্যতার ব্যথায় মনটা পুড়ছিল বেশি। সুস্থতার ভান করে ডাক্তার না দেখিয়েই আমাকে বাসায় নিয়ে আসতে তোর বাবাকে বাধ্য করেছিলাম। তুই যখন স্কুলে থাকতি, কোথাও বেড়াতে যাইতি তখন মুহূর্তের জন্য তুই চোখের আড়াল হ'লেই কেঁদে বুক ভাসাতাম। উচ্চশিক্ষার জন্য যেদিন তুই আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলি সেদিন থেকে তুই বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত মাছ-গোশত কিংবা ভাল খাবারের স্বাদ কেমন হয় তা ভুলেই যেতাম। তোর বাবা অনেক বকাবকি করত কিন্তু সেটা নিষ্ফল ছিল। তোকে ছাড়া আমার শূন্যতার শেষ ছিল না, সময়

কাটাতে পারতাম না। তুই যখন আলাদা বিছানায় শুইতে শিখলি, তারপর থেকে প্রতিদিন গভীর রাতে একবার তোকে দেখে আসতাম। শীতে শরীর থেকে কাঁথা পড়ে গেলে ঠিক করে দিতাম, গরমে বসে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতাম। তোর জন্মের পর দীর্ঘ বছরেও যখন আর মা হইনি, তখন তোর বড় চাচী টিটকারী করে বলত, আরেকটা সন্তান নিচ্ছ না কেন? তোমার আদরের খোকা যদি তোমার বৃদ্ধ বয়সে তোমার দেখভাল না করে, তখন কোথায় আশ্রয় নেবে? এসব শুনে কখনো মনে অন্য চিন্তা প্রবেশ করেনি। বরং সবটা জুড়েই সর্বক্ষণ কেবল তুই ছিলি। বিশ্বাস কর খোকা, তোর আদরের ভাগে কেউ অংশীদার হোক সেটা কোনভাবেই মানতে পারছিলাম না। আমার অসহায় সময় তুই আমার দেখা-শুনা করবি তার বিনিময়ে তো তোকে ভালবাসিনি। মনের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করেই তোকে আগলে রেখেছিলাম আমার সামর্থ্যের দিনগুলো পর্যন্ত। আজ আমার অসহায় দিনগুলোতেও আমার সবটা জুড়ে কেবল তোর বাস। বৃদ্ধ বয়সে কি না কি বলে ফেলছি।

বাবা! রাগ করিস না। কলিজার টুকরা আমার! খুব তাড়াতাড়ি হয়ত আমার কায়িক অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। বিশ্বাস কর প্রভুর কাছে আমার জন্য যতবার জান্নাত চেয়েছি, তার চেয়ে হাযার বার বেশী কামনা করেছি, যাতে আমার সোনামানিক, কলিজার টুকরা সুখে-শান্তিতে, নিরাপদে থাকে। বিশ্বাস রাখিস, কালের স্রোতে আমি হারিয়ে গেলেও আমার রব তোর শুভ-অশুভ দেখার দায়িত্ব নিবেন। বৃদ্ধাশ্রমে আছি বলে একবারও ভাবিস না আমি তোর প্রতি অসন্তুষ্ট। বরং পৃথিবীর অন্য মায়েরা তাদের সন্তানের প্রতি যতটা খুশি, আমি তার চেয়ে তোর ওপর বহুগুণ বেশী সন্তুষ্ট। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোর মায়ের পরিচয়ে বাঁচবার অধিকার তো আমি পেলাম! এটাই বা ক'জন পায়? মৃত্যুর পরে তোর বাবার কবরের পাশে আমাকে দাফন করবি। আর কি চাইব? মা তো সন্তানের কাছে চাইতে পারে না বরং দিতে পারে। আমি আমার ভালর সবটুকু তোকে দিয়ে গেলাম। ইতি, তোর মা।[৩]

প্রতিকার : দুনিয়া থেকে হয়ত বৃদ্ধাশ্রম মুছে ফেলা আর সম্ভব নয়। তবে পরিবারের কাছে বৃদ্ধদের ভরণ-পোষণে আগ্রহী করতে শিক্ষা প্রদানের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রক্রিয়াগুলো হ'তে পারে নিম্নরূপ:

ক) আবেগ দিয়ে বুঝানো : হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) আমাদের আদি পিতা-মাতা। সেই পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানবসৃষ্টির ধারা শুরু হয়েছে। ক্রমে দুনিয়া আবাদ হয়েছে। বসতি গড়ে ওঠেছে। বিভিন্ন সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে।

এখন সবদিক থেকেই ক্রমশ উন্নতির দিকে ধাবমান পৃথিবী। পিতা-মাতা না হ'লে মানবসৃষ্টির ধারা সূচিত হ'ত না। দুনিয়া কোন উন্নতি-অগ্রগতি দেখত না। মানবসভ্যতা বিকাশ লাভ করত না। দুনিয়াটা আশরাফুল মাখলূকাত মানুষের দুনিয়া হিসাবে পরিচিতি লাভ করত না।

আমাদের সৃষ্টির মূলে আছেন পিতা-মাতা। তাদের বদৌলতেই আজ আমরা পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখছি। বেড়ে উঠেছি। বিশ্বের নে'মতরাজি ভোগ করে উপকৃত হচ্ছি। আমাদের জীবনে পিতা-মাতার অবদান অতুলনীয়, অনস্বীকার্য। এজন্যই মহান স্রষ্টা পিতা-মাতার সর্বাধিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বলেছেন। সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বলেছেন। পরম যত্ন সহকারে সেবা ও খেদমত করতে বলেছেন। যেখানেই মহান স্রষ্টা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে বলেছেন, সেখানেই পিতা-মাতারও কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাকীদ করেছেন। যে সন্তান বাবা-মাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারত না, পিতমাতাই ছিল যার সারা জীবনের আশ্রয়স্থল, সে কি-না আজ পিতামাতাকে নিজের কাছে রাখার প্রয়োজন বোধ করছে না। তাদেরকে ঝামেলা মনে করছে। তাঁদেরকে রেখে আসছে বৃদ্ধাশ্রমে। অথবা অবহেলা ও দুর্ব্যবহার করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করছে যেন তারা নিজেরাই ভিন্ন কোন ঠাঁই খুঁজে নেন। অনেকের ভাব এমন, টাকা-পয়সার অভাব না থাকলেও পিতামাতাকে দেওয়ার মত সময়ের প্রচুর অভাব। তাদের সঙ্গে কথা বলার মত পর্যাপ্ত সময় তাদের নেই। তাই পিতামাতা একা নির্জনে থাকার চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে অন্যদের সঙ্গে কাটানোই নাকি ভাল মনে হয়। এ ধরনের নানা অজুহাতে পিতামাতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ই বৃদ্ধাশ্রম থেকে সন্তানের কাছে লেখা বৃদ্ধ পিতা-মাতার চিঠি পত্রিকায় ছাপা হয়। যা পড়ে চোখের পানি সংবরণ করা যায় না। আমরা যারা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা করছি, তাদেরকে বোঝা মনে করছি, বৃদ্ধাশ্রমে তাদেরকে ফেলে রেখেছি, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছি- আজ তারা বৃদ্ধ। তারা তো বৃদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে আসেননি। তারা তো পরিবারের বোঝা ছিলেন না। বরং আমরা সন্তানরাই তো তাদের বোঝা ছিলাম। তারা তো কখনো আমাদেরকে বোঝা মনে করেননি। আমাদেরকে বড় করে তোলার জন্য তারা বিন্দু পরিমাণ কমতি করেননি। কত যত্ন করে বুকে আগলিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছেন। মা আমাদের জন্য কতই না কষ্ট করেছেন। গর্ভধারণের কষ্ট, প্রসবের কষ্ট, স্তন্যদানের কষ্ট। রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেয়ার কষ্ট। প্রস্রাব করে ডানে ভিজালে বামে আবার বামে ভিজালে ডানে শোয়ায়। আবার উভয় পাশে ভিজালে তুলে নেয় নিজের বুকের উপর। সেখানেও ভিজিয়ে দিলে সমস্ত কাপড় পারিবর্তন করে সম্পূর্ণ শুকনো জায়গায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এসব তো প্রাথমিক কষ্ট। এরপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত মা আমাদের জন্য কত যে কষ্ট করেছেন, এর কোন হিসাব নেই।

পৃথিবীতে এমন মা নেই, যার এ কষ্টগুলো হয় না। মায়েরা এ

৩. *www.rkhdtv.com ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৭।*

কষ্টগুলো সহ্য করেই থাকেন। একা মা দুই হাতে তাঁর ১০-১২ জন সন্তান স্নেহ-ভালবাসায় লালন করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, শেষ বয়সে সেই ১০-১২ জনের ওপর বৃদ্ধ পিতা-মাতার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পাহাড়ের চেয়েও ভারী বলে মনে হয়। এমনকি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট অভাবের কোন সংসারে যদি চারজনের খাবার থাকে তবে যে মানুষটি না খাওয়ার ভান করে বলে আমার ক্ষিধে নেই সে হ'ল আমাদের গর্ভারিনী মা। এজন্য ইসলাম পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ তারা সন্তানের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। সন্তানকে আদর-যত্নে মানুষ করেছেন। সমাজের একটি প্রচলিত প্রবাদবাক্য, 'যদি কিছু শিখতে চাও, তিন মাথার কাছে যাও'। আর তা হচ্ছে আমাদের প্রবীণরা, আমাদের শিকড়। দুঃখজনক হ'লেও সত্য, সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সে শিকড়টি যেন উপড়ে ফেলছি। প্রবীণরা এখন আমাদের অনেকের কাছে স্রেফ বুড়া-বুড়ি। হায় আমরা যদি মর্ম উপলব্ধি করতে পারতাম! আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

খ) কুরআন সুন্নাহ্র মাধ্যমে বুঝানো : ইসলাম বনু আদমকে বিশেষ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, করেছে সম্মানিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

এমন মর্যাদা দেওয়ার পরও আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী সমপর্যায়ের শুভ্র কেশ বিশিষ্ট মুসলিমের বিশেষ মর্যাদার কথা রাসূল (ছাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমর বিন শু'আইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ : هُوَ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ، وَقَالَ : مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلاَمِ شَيْبَةً، إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ-

'রাসূল (ছাঃ) সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা মুমিনের নূর। তিনি আরো বলেন, ইসলামে যদি কেউ সাদা চুল বিশিষ্ট হয় আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি নেকী লিখে দেন'।[৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে মুসলিম সাদা চুল বিশিষ্ট হবে, ক্বিয়ামতের দিন এটা তার জন্য জ্যোতি বা আলো হবে'।[৫]

এধরনের বিশেষ মর্যাদা কেবল সাদা চুলবিশিষ্ট আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য। আমাদের ভাগ্যে এই মর্যাদা নাও মিলতে পারে। আর এমন বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যাণ ও বরকতময়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ 'প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে'।[৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ابْغُوْنِي الضَّعِيْفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ، 'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ কর। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।[৭]

তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন'।[৮]

কারণ দুর্বলদের ইবাদতে ও দো'আয় একনিষ্ঠতা থাকে, থাকে দুনিয়ার সৌন্দর্য থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। তাদের আগ্রহ, মনোযোগ ও অভিপ্রায় একই দিকে হয়ে থাকে। সেকারণ তাদের দো'আ কবুল হয়ে থাকে। তাই বৃদ্ধ যেই হোক না কেন তাকে সর্বাবস্থায় সম্মানের চোখে দেখতে হবে। উপযুক্ত পানাহার, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, যথাযোগ্য পোষাক ও মানসম্মত আবাসনের ব্যবস্থা করে তাদের কাছ থেকে দো'আ নেওয়া প্রয়োজন।

অধিক বয়সীদের বিশেষ মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِكُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالاً، 'আমি কি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দিব না? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং সুন্দর আমল করে'।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ :

৪. *আহমাদ হা/৬৯৩৭; আবূদাউদ হা/৪২০২; ইবনু মাজাহ হা/৩৭২১, সনদ ছহীহ।*

৫. *তিরমিযী হা/১৬৩৪; ইবনে হিব্বান হা/২৯৮৩।*

৬. *ইবনু হিব্বান হা/৫৫৯; হাকেম হা/২১০ সনদ ছহীহ ।*

৭. *নাসাঈ হা/৩১৭৯; আবূদাউদ হা/২৫৯৪; আহমাদ হা/২১৭৩১, সনদ ছহীহ।*

৮. *নাসাঈ হা/৩১৭৮, সনদ ছহীহ।*

৯. *আহমাদ হা/৭২১২, ইবনু হিব্বান হা/৩০৪৩, সনদ ছহীহ।*

فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ : مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ، ‘হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে’।[১০]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، ‘নিশ্চয়ই শুভ্র চুল বিশিষ্ট মুসলিমকে সম্মান করাই আল্লাহকে সম্মান করার শামিল’।[১১]

যারবী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, جَاءَ شَيْخٌ يُرِيْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوْا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا، ‘একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসল। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করল। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়’।[১২]

বৃদ্ধদের এমন বিশেষ মর্যাদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) দেওয়ার পরও যারা তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিয়ে অবহেলা করবে তারা মূলতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কেই অবহেলা করে। অথচ যত কল্যাণ, বরকত, রিযিক সবই আসে এরূপ দুর্বল, অসহায় বৃদ্ধদের অসীলায়। এই দুর্বল বৃদ্ধদের অবহেলাকারীরা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ যতই উপার্জন করুক না কেন সবই বরকতহীন অকল্যাণে পরিণত হবে।

গ) বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি করণীয় : মহান আল্লাহ পিতা-মাতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দানের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’লে তুমি তাদের প্রতি ‘উহ’ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন’ *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)*।

অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করে থাকে। এমনকি মারধর পর্যন্ত করে। স্ত্রীকে খুশী করার জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অচেনা জায়গায় ফেলে আসা, দূরপাল্লার গাড়ীতে তুলে দিয়ে পালিয়ে আসা, ডাক্তার দেখানোর কথা বলে জমি দলীল করে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়া, হাসপাতালে ভর্তির কথা বলে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে বন্দী করে রাখার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা মাঝে-মধ্যে পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। অথচ মহান আল্লাহ তাদের সাথে এমন আচরণ তো দূরের কথা ‘উহ’ শব্দও করতে নিষেধ করেছেন। বরং শ্রদ্ধাভরে নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। সর্বক্ষণ তাদের জন্য আল্লাহ্র শেখানো দো‘আ করতে হবে; যেন তাদের উভয়ের প্রতি মহান আল্লাহ রহম করেন।

পিতা-মাতার হক বুঝাতে নিম্নোক্ত হাদীছটির প্রতিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ، ‘এক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার কাছে কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা’।[১৩]

এ পর্যন্তই শেষ নয়; পিতা-মাতা অমুসলিম হ’লেও তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। যেমন আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّيْ قَالَ نَعَمْ صِلِيْ أُمَّكِ- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফৎওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আসক্ত, আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর’।[১৪]

আমর বিন শু‘আইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

১০. *তিরমিযী হা/২৩৩০, সনদ ছহীহ।*
১১. *আবূদাঊদ হা/৪৮৪৩, সনদ হাসান।*
১২. *তিরমিযী হা/১৯১৯, সনদ ছহীহ।*
১৩. *বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮।*
১৪. *বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।*

إِنَّ لِيْ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِيْ يَحْتَاجُ مَالِيْ قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ، 'একজন লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন থেকে খাও'।[১৫] অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায়, যারা উপার্জন শিখে পিতা-মাতাকে গালি দেয় বা খোঁটা দেয়, ভরণপোষণ করতে চায় না তাদের জানা উচিৎ সে ও তার মাল সবই তার পিতা-মাতার। এখানে অহংকার করার কিছুই নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، 'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، 'পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'।[১৬]

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ، 'সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, আবার সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক! বলা হ'ল ইয়া রাসুলাল্লাহ! কার? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বার্ধক্যে পেল এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করল না'।[১৭]

প্রবীণদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সকলের কর্তব্য। বিশেষ করে নিকটাত্মীয়দের এটা মানবিক দায়িত্বও বটে। এমনকি কেউ যদি মনে করে যে, আমার উপার্জিত সম্পদ আমারই, পিতা-মাতাকে কেন দিব? এর জবাব রাসূল (ছাঃ) আগেই দিয়ে রেখেছেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার'।

১৫. *আবূদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২, সনদ ছহীহ।*
১৬. *তিরমিযী হা/১৮৯৯, ছহীহ।*
১৭. *মুসলিম হা/৪৬২৭, আহমাদ হা/৮৫৫৭, শু'আবুল ঈমান হা/৭৫০০।*

সুতরাং তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে সন্তান বাধ্য।

ঘ) সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন : বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করছি। আর তা হ'ল, প্রতিষ্ঠানগুলোতে বহুমুখী পাঠ দানের পাশাপাশি পরিবারের সকলের সাথে সমন্বয় করে বসবাস করার মত কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলে শিক্ষিতরা চাকুরীর সুবাদে সংসার ত্যাগ করে শহরমুখী হয়। অথবা উচ্চ বংশীয় নারীকে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর অনুগামী হয়। ভুলে যায় পরিবারের আদর-সোহাগমাখা লালন-পালনের কথা। তাই সন্তানদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এসব বিষয় শিক্ষা দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উদাহরণ তুলে ধরে বুঝাতে হবে যে, বৃদ্ধদের প্রতি অশুভ আচরণের কুপ্রভাব একদিন নিজ সন্তান দ্বারা তার নিজের উপরেই ফিরে আসবে। তাই এক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা সকলের জন্য অত্যন্ত যরূরী। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কখনো তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে পারে না।

ঙ) পরিবারের লোকদের বুঝানো : সরকারীভাবে অথবা বৃদ্ধাশ্রমের পক্ষ থেকে 'প্রবীণ নির্যাতনে'র বিষয়ে সচেতনতামূলক সভা, সেমিনারের আয়োজন করে বৃদ্ধ অবহেলিত পরিবারের লোকদের বুঝানো যেতে পারে। এর মাধ্যমে যারা মাতা-পিতাকে অবহেলা করেন তাদের মানবিক চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা। বৃদ্ধাশ্রমের একটি কার্যক্রম এরকমও হ'তে পারে যে, যারা তাদের পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে আসবে তাদেরকে পিতা-মাতার সেবা করার ছওয়াব ও সময় দেওয়ার ফযীলত বুঝিয়ে তাদের মানবতাবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলা, যেন তারা তাদের পিতা-মাতাকে নিজেদের কাছে রাখার প্রতি উৎসাহী হয়। কুরআন-সুন্নাহ্র বাণী তার নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। আশা করি এর মাধ্যমে প্রবীণ নির্যাতন কিছুটা হ'লেও হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ।

[চলবে]

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারী

ড. নূরুল ইসলাম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মজুদদারী হারাম হওয়ার শর্ত সমূহ :

মজুদদারী হারাম হওয়ার জন্য ফকীহগণ কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথাঃ-

১. মজুদকৃত বস্তু মজুদকারী ও তার পরিবারের এক বছরের প্রয়োজন পূরণের অতিরিক্ত হতে হবে। কারণ এক বছরের জন্য কোন ব্যক্তি তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে খাদ্যদ্রব্য মজুদ করতে পারে।

ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً فِى سَبِيلِ اللهِ-

‘বনু নাযীরের সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফায় হিসাবে দান করেছিলেন। যা অর্জনের জন্য মুসলমানরা ঘোড়া দৌড়ায়নি বা সওয়ারী পরিচালনা করেনি। তাই তা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তিনি এথেকে তাঁর পরিবারের এক বছরের খরচ নির্বাহ করতেন। বাকী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয়ে ব্যয় করতেন’।[১]

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ- ‘ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বনু নাযীরের খেজুর বিক্রি করতেন এবং তার পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য জোগাড় করে রাখতেন’।[২] ইবনু দাকীকুল ঈদ (রহঃ) বলেছেন, فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الِادِّخَارِ لِلْأَهْلِ قُوتَ سَنَةٍ- ‘হাদীছে পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ রয়েছে’।[৩]

উক্ত হাদীছ দু’টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পরিবারের প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করে রেখেছিলেন।

২. মজুদকৃত জিনিস শহর/নগরের বাজার থেকে ক্রয়কৃত হ’তে হবে। যদি দেশের বাইরে থেকে আমদানীকৃত হয় বা মজুদদারের নিজস্ব জমির উৎপাদিত ফসল হয়, তাহ’লে তা মজুদদারির আওতায় পড়বে না। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَحَبَسَهُ فَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ ‘যখন তার জমির উৎপাদিত ফসল থেকে খাদ্য আসবে এবং সে তা জমা করে রাখবে তখন সে মজুদদার হিসাবে গণ্য হবে না’।[৪] কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘পণ্য আমদানীকারক রিযিকপ্রাপ্ত আর মজুদদার অভিশপ্ত’।[৫]

হাম্বলী ফকীহ ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, وَلِأَنَّ الْجَالِبَ لَا يُضَيِّقُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَضُرُّ بِهِ، بَلْ يَنْفَعُ، فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَلِمُوْا عِنْدَهُ طَعَامًا مُعَدًّا لِلْبَيْعِ، كَانَ ذَلِكَ أَطْيَبَ لِقُلُوبِهِمْ مِنْ عَدَمِهِ- ‘কারণ আমদানীকারক কাউকে কষ্টে ফেলে না এবং কারো ক্ষতি করে না; বরং উপকার করে। সুতরাং মানুষ যখন জানবে যে তার কাছে বিক্রয়ের জন্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত আছে, তখন তা না থাকার চেয়ে সেটা তাদের জন্য অধিক হৃদয় শীতলকারী হবে’।[৬]

তবে সঠিক কথা হ’ল, এই শর্তটি আবশ্যিক নয়। কারণ হুকুম তার কারণ বিদ্যমান থাকা ও না থাকার সাথে আবর্তিত হয়। আর মজুদদারী হারাম করার কারণ হ’ল ক্ষতিসাধন। কাজেই দেশের বাইরে থেকে আমদানীকৃত জিনিসের ক্ষেত্রেও উক্ত কারণ (ক্ষতিসাধন) বিদ্যমান থাকলে তাতে মজুদদারির বিধান প্রযোজ্য হবে। মজুদকৃত জিনিস জমির উৎপাদিত ফসল হওয়া বা বাজার থেকে ক্রয়কৃত হওয়া বা দেশের বাইরে থেকে আমদানী করা এ ধরনের পার্থক্যকরণের কোন শারঈ দলীল নেই। কারণ এর সবই মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদেরকে কষ্টে ফেলে।[৭]

৩. মজুদকৃত বস্তু খাদ্যদ্রব্য হতে হবে। হানাফী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের মত এটি। তারা যেসব হাদীছে ‘আম বা সাধারণভাবে মজুদদারী থেকে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। যেমন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ‘যে পণ্য মজুদ করে রাখবে সে পাপী’।[৮] এছাড়া তাদের আরো কিছু দলীল রয়েছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, اَلْحُكْرَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي السُّوقِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَتَّانِ وَالزَّيْتِ وَجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَالصُّوفِ وَكُلِّ مَا يَضُرُّ بِالسُّوقِ... فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يَضُرُّ بِالسُّوقِ. ‘বাজারে প্রত্যেকটা জিনিসে মজুদদারী হয়। যেমন খাদ্যদ্রব্য, লিনেন বস্ত্র, তেল, পশম এবং অন্য সকল জিনিসে,

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. বুখারী হা/২৯০৪, ৪৮৮৫।
২. বুখারী হা/৫৩৫৭ ‘ভরণ-পোষণ’ অধ্যায়, ‘পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা এবং তাদের জন্য কিভাবে খরচ করতে হবে’ অনুচ্ছেদ।
৩. ফাতহুল বারী ৯/৬২৪, হা/৫৩৫৭-এর আলোচনা দ্র.।
৪. শারহুস সুন্নাহ ৮/১৭৯; মা‘আলিমুস সুনান ৩/১১৭।
৫. ইবনু মাজাহ হা/২১৫৩, হাদীছ যঈফ; মিশকাত হা/২৮৯৩।
৬. আল-মুগনী ৬/৩১৭।
৭. http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/645ea360- 5b5f-42ac-ae5c-261cc1dd2d63.
৮. মুসলিম হা/১৬০৫।

যার মজুদ বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ... তবে বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করলে এতে কোন সমস্যা নেই'।[৯]

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, كُلُّ مَا أَضَرَّ بِالْعَامَّةِ حَبْسُهُ فَهُوَ احْتِكَارٌ وَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ ثَوْبًا– 'যে কোন জিনিস মজুদ করলে যদি জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সেটাই মজুদদারী হিসাবে গণ্য হবে। যদিও মজুদকৃত বস্তু স্বর্ণ, রৌপ্য বা কাপড় হয়'।[১০]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,

وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالدَّوَابِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ– وَالتَّصْرِيحُ بِلَفْظِ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَصْلُحُ لِتَقْيِيدِ بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ، بَلْ هُوَ مِنْ التَّنْصِيصِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ–

'বাবের হাদীছগুলির প্রকাশ্য মর্ম অনুযায়ী মজুদদারী হারাম। এক্ষেত্রে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য ও অন্য জিনিসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কতিপয় বর্ণনায় الطَّعَام বা খাদ্য শব্দটি উল্লেখ থাকলেও সেটা বাকী মুতলাক (নিঃশর্ত) বর্ণনাগুলোকে শর্তযুক্ত করার উপযুক্ত নয়। বরং তা কোন একজন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যার উপর মুতলাক হুকুম প্রযোজ্য'।[১১]

তিনি আরো বলেন, وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْإِضْرَارَ بِالْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحْرُمِ الِاحْتِكَارُ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِمْ وَيَسْتَوِيْ فِي ذَلِكَ الْقُوتُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَضَرَّرُونَ بِالْجَمِيعِ– 'মোদ্দাকথা, মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ যেহেতু মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, সেহেতু তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে মজুদদারী হারাম হবে না। এক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য জিনিস সমপর্যায়ভুক্ত। কারণ জনগণ সকল দ্রব্য মজুদের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়'।[১২]

মদীনার তায়বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ড. মাহমূদ আবূ যায়েদ বলেন, إنَّ الاحتكار يحمل كل معاني الظلم والاستبداد والحبس المؤدي إلى الإضرار بالناس وهو عام يشمل القوت وغيره، متى وُجِدَ سببُهُ، ولهذا أجمع العلماء على أنَّ الاحتكار منهي عنه في التشريع الإسلامي لما فيه من الإضرار بالناس، والتضييق عليهم، واتفقوا على أنَّه محرم، 'মজুদদারী যুলুম, স্বেচ্ছাচারিতা এবং পণ্য মজুদ করে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বলতে যা বুঝায় তার সব অর্থকেই বহন করে। আর মজুদদারী 'আম, যা খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসকে শামিল করে। যখন এর কারণ পাওয়া যাবে। এজন্য আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইসলামী শরী'আতে মজুদদারী নিষিদ্ধ। কারণ এর ফলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং তাদেরকে সংকটে ফেলা হয়। তারা এ বিষয়েও ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মজুদদারী হারাম'।[১৩]

ইমাম ছান'আনী (রহঃ) বলেন,

ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما، بل يبقى المطلق على إطلاقه وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا–

'প্রকাশ থাকে যে, মজুদদারী নিষিদ্ধের হাদীছগুলি মুতলাক বা সাধারণভাবে এবং খাদ্যদ্রব্যের সাথে মুকাইয়াদ বা শর্তযুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। আর যেসব হাদীছ এভাবে বর্ণিত হয়েছে জমহুরের নিকট সেগুলিতে মুতলাককে মুকাইয়াদ করা যাবে না। কারণ এতদুভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব নেই। বরং মুতলাক তার ইতলাকের (সাধারণ হুকুম) উপর অবশিষ্ট থাকবে। আর এর দাবী হ'ল, সাধারণভাবে মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুতলাকের উপর আমল করতে হবে'।[১৪]

মোটকথা, মজুদকৃত বস্তু যাই হোক না কেন তার দ্বারা যদি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তা হারাম হবে। শুধু খাদ্যদ্রব্যের সাথে একে খাছ করার কোন দলীল নেই। এক্ষেত্রে ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখের মত প্রাধান্যযোগ্য।

৪. মজুদকৃত পণ্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির অপেক্ষায় থাকা এবং অধিক লাভ করার আকাঙ্ক্ষা।

৫. মজুদদারী এমন সময় হবে যখন মানুষ মজুদকৃত পণ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে।[১৫]

৬. এমন শহর/নগরে মজুদদারী হতে হবে যেখানে সে সময় পণ্য মজুদের ফলে শহরের অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৬]

মজুদদারী প্রতিরোধে করণীয় :

১. বাজারে পণ্য যখন ব্যাপক আমদানী হয় তখন অত্যধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় মুনাফাখোররা সস্তা দামে তা ক্রয় করে মজুদ করে রাখে এবং বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। সুতরাং মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের

৯. *আল-মুদাওয়ানাহ ৩/৩১৩।*
১০. *আল-হেদায়া ৪/৪৭০।*
১১. *নায়লুল আওতার ৩/৬০৪, 'মজুদদারী' অনুচ্ছেদ।*
১২. *ঐ ৩/৬০৫।*
১৩. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/83366ca9-8f8b-4c54-a483-1463f1ab137d.*
১৪. *সুবুলুস সালাম ৩/২৫।*
১৫. *ফিকহুস সুন্নাহ ৩/১৬৫; আল-মুগনী, ৬/৩১৬-১৭; উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃ: ২৮৭।*
১৬. *আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃঃ ২২৫।*

জন্য সর্বাগ্রে সরকারীভাবে মজুদদারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মজুদদারীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৭] ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে ব্যবসায়ীদেরকে বলেছিলেন, لاَ حُكْرَةَ فِى سُوقِنَا لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِى الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَذَلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. 'আমাদের বাজারে কেউ মজুদদারী করবে না। যাদের হাতে অতিরিক্ত মুদ্রা আছে, তারা যেন আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা সমূহ হ'তে কোন জীবিকা (খাদ্যশস্য) ক্রয় করে আমাদের উপর মজুদদারী করার ইচ্ছা না করে। তবে যে ব্যক্তি প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মকালে নিজের পিঠে বোঝা বহন করে (খাদ্যশস্য) আনবে সে ওমরের মেহমান। আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করুক এবং যেভাবে ইচ্ছা মজুদ করুক'।[১৮]

২. পণ্য মজুদের ফলে ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হ'লে সরকারকে বাজার ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। সাইয়িদ সাবিক এ সম্পর্কে বলেন, على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالسوق وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس، ومنعا للاحتكار، ودفعا للظلم الواقع عليهم من جشع التجار– 'তবে ব্যবসায়ীরা যখন যুলুম করবে এবং মূল্যের ব্যাপারে চরমভাবে বাড়াবাড়ি করবে, যা বাজার ব্যবস্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তখন মানুষের অধিকার রক্ষাকল্পে, মজুদদারী প্রতিরোধকল্পে এবং ব্যবসায়ীদের লোভ হেতু জনসাধারণের উপর চেপে বসা যুলুমের অবসানকল্পে শাসকের এতে হস্তক্ষেপ করা এবং দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়া আবশ্য কর্তব্য'।[১৯]

৩. মুজদদারী প্রতিরোধের এক কার্যকর ও বলিষ্ঠ উপায় হচ্ছে যাকাত। কারণ মজুদকৃত সম্পদের উপরেই যাকাত ধার্য করা হয়ে থাকে। সুতরাং সরকারীভাবে যাকাত আদায়কে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. বাজার তদারকির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে 'আল-হিসবাহ' ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। মুনাফাখোরী ও মজুদদারী সহ রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক দুর্নীতি রোধে এ বিভাগ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ড. শাওকী আব্দুহু আস-সামী এ বিভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, يقوم بمراقبة الدولة، كما أنه يراقب الحالة الاقتصادية، فمنع الاحتكار والغش والتعامل بالربا إلى غير ذلك من الأمور الاقتصادية للدولة، بجانب رد الحقوق إلى أصحابها– 'এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (মুহতাসিব) যেমন রাষ্ট্রের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন, তেমনি তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও তদারকি করবেন। মজুদদারী, ধোঁকাবাজি, পণ্যে ভেজাল প্রদান ও সূদী কারবার সহ রাষ্ট্রের যাবতীয় অনৈতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। পাশাপাশি হকদারদেরকে তাদের প্রাপ্য হক ফিরিয়ে দিবেন'।[২০]

উল্লেখ্য যে, 'আল-হিসবাহ' হচ্ছে هى و ظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو فرض على القائم بأمور المسلمين يُعَيِّنُ لذلك من يراه أهلا له– 'এটি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের আওতাভুক্ত একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। যেটি মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিয়োজিত প্রত্যেক শাসকের উপরে ফরয বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। উপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি এ পদে নিয়োগ দান করবেন'।[২১] আর যিনি এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় 'মুহতাসিব'।

৫. মজুদদারির ফলে বাজারে পণ্যের সংকট সৃষ্টি হ'লে সরকার নিজস্ব উদ্যোগে ন্যায্য মূল্যে খোলা বাজারে সরকারীভাবে পণ্য বিক্রি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যতক্ষণ না পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক ও সহনীয় হয় এবং মজুদদাররা তাদের মজুদদারী থেকে নিবৃত্ত হয়। এ লক্ষ্যে সরকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পূর্ব থেকেই মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করে বা দেশজ উৎস থেকে সংগ্রহ করে মজুদ করে রাখবেন। ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'যখন বাগদাদে মূল্য বৃদ্ধি পেত তখন খলীফা তার ভাণ্ডার খুলে দেয়ার এবং মানুষের বিক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য বিক্রির নির্দেশ দিতেন। যতক্ষণ না মানুষ প্রকৃত মূল্যের দিকে ফিরে আসে'।[২২]

৬. মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য ওমর (রাঃ) ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে মদীনায় পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ হয়। কারণ তখন মদীনায় খাদ্য কম পাওয়া যেত। ফলে সেখানে মজুদদারী বেশী হ'ত।[২৩] প্রয়োজনবোধে এ পন্থাও অবলম্বন করা যেতে পারে।

৭. মজুদদারির ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দেখা দিলে জনসাধারণের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকার মজুদদারদেরকে

---

১৭. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/১৩৪৮, ২৪০০।*
১৮. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/১৩৪৮।*
১৯. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২০২-৩।*
২০. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৫বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ: ২১২। গৃহীত: তারীখুল ইকতিছাদ লিল-মুসলিমীন, ১/৩৯।*
২১. *মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন, পৃ: ১৮৫।*
২২. *ড. ফুওয়াদ আব্দুল্লাহ আল-উমার, মুক্বাদ্দামা ফী তারীখিল ইকতিছাদ আল-ইসলামী ওয়া তাতাওউরিহী (জেদ্দা : আল-বান্ক আল-ইসলামী লিত-তানমিয়াহ, ১৪২৪/২০০৩), পৃঃ ২৯২।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ২৯০।*

তাদের মজুদকৃত পণ্য বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। জগদ্বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, كان لولى الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس فى مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل– 'মানুষের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার মানুষের কাছে মজুদকৃত পণ্য বাজারের প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন। যেমন কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য মজুদ আছে, যার প্রয়োজন তার নেই। অথচ মানুষ ক্ষুধার্ত আছে, তাহ'লে তাকে সেটা মানুষের নিকট প্রচলিত দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[২৪]

৮. যদি মুনাফাখোর ও মজুদদাররা সরকারের নির্দেশ অমান্য করে তাহ'লে সরকার তাদেরকে শাস্তি দিবেন, যাতে অন্য কেউ এ কাজে দুঃসাহস না দেখায়। ওমর ও আলী (রাঃ)-এর যুগে মজুদদারির প্রবণতা দেখা দিলে তারা প্রথমতঃ মজুদদারদেরকে নছীহত করতেন অতঃপর নছীহত না শুনলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতেন।[২৫]

ওমর ফারূক (রাঃ) সর্বপ্রথম খাদ্য মজুদকারীদের নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।[২৬] উমাইয়া বিন ইয়াযীদ আল-আসাদী ও মুযায়না গোত্রের জনৈক আযাদকৃত দাস মদীনায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করত। ওমর (রাঃ) তাদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন।[২৭]

ইমাম কাসানী (রহঃ) বলেন,

أَنْ يُؤْمَرَ الْمُحْتَكِرُ بِالْبَيْعِ إزَالَةً لِلظُّلْمِ لَكِنْ إنَّمَا يُؤْمَرُ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَأَصَرَّ عَلَى الِاحْتِكَارِ وَرُفِعَ إلَى الْإِمَامِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَعِظُهُ وَيُهَدِّدُهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَرُفِعَ إلَيْهِ مَرَّةً ثَالِثَةً يَحْبِسُهُ وَيُعَزِّرُهُ زَجْرًا لَهُ عَنْ سُوءِ صُنْعِهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُجْبَرُ عَلَيْهِ–

'যুলুম দূর করার জন্য মজুদদারকে মজুদকৃত পণ্য বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হবে। তবে তাকে তার নিজের ও তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করার নির্দেশ দেয়া হবে। যদি সে না করে এবং মজুদদারির উপর যিদ করে এবং দ্বিতীয়বার রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হয়। আর সে এ বিষয়ে যিদের উপরেই থাকে তাহ'লে রাষ্ট্র প্রধান তাকে নছীহত করবেন এবং ভীতি প্রদর্শন করবেন। যদি সে না করে এবং তৃতীয়বার রাষ্ট্র প্রধানের কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হয় তাহ'লে তিনি তাকে বন্দী করবেন এবং তার মন্দ কর্মের জন্য তাকে তিরস্কার করবেন। তবে তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে'।[২৮]

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আমীন মোস্তফা আব্দুল্লাহ বলেন, ويعتبر الاحتكار جريمة تعزيرية لولى الأمر أن يعرض عقوبتها حسب ما يراه بما يناسب ارتكاب الجريمة وظروف المخالفة، متروكة له حسب زمانه ومكانه وفاعليتها، فهى عقوبة تقديرية يقررها الحاكم حسبما يراه. 'মজুদদারীকে শাস্তি মূলক অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। অপরাধ বিবেচনা ও নির্দেশ লঙ্ঘনের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুপাতে শাসক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। তবে মজুদদারির সময়, স্থান ও কার্যকারিতা অনুযায়ী এর শাস্তিকে শাসক নিজের ইখতিয়ারে রাখবেন। এটি নির্ধারণমূলক শাস্তি। শাসক যেমনটা মনে করেন সে অনুযায়ী তিনি শাস্তি নির্ধারণ করবেন'।[২৯]

অপরাধের গুরুত্ব ও পরিবেশ বুঝে শাসক মজুদদারির জন্য লঘু ও গুরু দণ্ড দিতে পারেন। ইসলামী শরী'আতে একে 'তা'যীর' (تعزير) বলে। যেমন, মজুদকৃত পণ্য ক্রোক বা জব্দ করা, মজুদদারকে বন্দী করা, বাজার থেকে বের করে দেয়া, প্রহার করা, মজুদকৃত পণ্য ধ্বংস করা প্রভৃতি।[৩০]

৯. অর্থের প্রতি অতিরিক্ত মোহ মানুষকে মুনাফাখোরী ও মজুদদারির প্রতি ধাবিত করে। অবৈধ পথে উপার্জনের এ পন্থাকে তারা লাভজনক মনে করে। অথচ এভাবে উপার্জিত সম্পদ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন বলেন, ومما اشتهر عند ذوى البصر والتجربة فى الأمصار ان احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشئوم، وأنه يعود على فائدته بالتلف و الخسران– 'নগরীর দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এ বিষয়টি সুপরিচিত যে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময় ঘনিয়ে আসার অপেক্ষায় শস্য মজুদ করে রাখা অশুভ কাজ। কারণ এভাবে অর্জিত লাভ ক্ষতি ও সর্বনাশ ডেকে আনে'।[৩১] সুতরাং মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য- لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ،

---

২৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-হিসবাহ, পৃ: ১৯।*
২৫. *উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃ: ২৮৯।*
২৬. *গালিব আব্দুল কাফী আল-কুরাশী, আওয়ালিয়্যাতুল ফারূক আস-সিয়াসিয়্যাহ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ৩৯৬।*
২৭. *ফাতহুল বারী ১২/১৯৭, হা/৬৮৩৪-এর আলোচনা দ্র.।*
২৮. *বাদায়েউছ ছানায়ে ৫/১২৯।*
২৯. *উছূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী, পৃঃ ২৮৮।*
৩০. *হুদা লাউর, আল-ইহতিকার ওয়া উকূবাতুহু বায়নাশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল কানূন আল-ওয়াযঈ, এম.এ. থিসিস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-১৪, জামি'আতুল ওয়াদী, আলজেরিয়া, পৃঃ ৬৭-৬৮।*
৩১. *মুক্বাদ্দামা ইবনে খালদূন, পৃ: ৩৩০, 'মজুদদারী' অনুচ্ছেদ।*

وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ 'সম্পদের প্রাচুর্য ধনাঢ্যতা নয়; রবং প্রকৃত ধনাঢ্য ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর সম্পদশালী'।[৩২]

১০. আমাদের দেশে পণ্য আমদানী করার পর আমদানীকারকরা এই পণ্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। তারা এই ঋণ পরিশোধের সময় পায় চার থেকে ছয় মাস। এ অতিরিক্ত সময় পাওয়ার কারণে আমদানীকারকরা পণ্য মজুদ করে থাকে এবং বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেই সরবরাহ করে। এই ঋণ পরিশোধের সময়সীমা কমিয়ে এক মাসের মধ্যে নিয়ে এলে আমদানীকারকরা মজুদের সময় পাবে না।

১১. মুনাফাখোরী ও মজুদদারী প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হ'তে হবে, যাতে তা মুনাফাখোর ও মজুদদারদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী নির্ভয়ে রায় প্রদান করতে পারে। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে মাখযূম গোত্রের জনৈক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে আসে। উসামা (রাঃ) এ ব্যাপারে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান। অতঃপর হামদ ও ছানার পর বলেন,

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا-

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তারা তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। যেই সত্ত্বার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে তার হাতও আমি অবশ্যই কেটে দিতাম'।[৩৩]

১২. ব্যবসায়ীদেরকে হালাল উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। প্রফেসর Tausig মজুদদারী প্রতিরোধের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩৪]

রাসূল (ছাঃ) হালাল উপার্জনের প্রতি জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র ভিন্ন তিনি গ্রহণ করেন না'।[৩৫] তিনি বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ 'হারাম দ্বারা পরিপুষ্টিসাধিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩৬] তিনি আরো বলেন, كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ 'হারাম দ্বারা গঠিত প্রত্যেক দেহ জাহান্নামে যাওয়ার অধিক উপযুক্ত'।[৩৭]

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ جُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ جَمِيْعًا فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ- 'যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করল। অতঃপর এর দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল বা ছাদাক্বা করল বা আল্লাহর পথে তা ব্যয় করল, এর সবগুলিকে একত্রিত করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[৩৮]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وكما يتعلَّق الثَّوَابُ وَالْعِقَاب والمدح والذم بِإِخْرَاج الدِّرْهَم فَكَذَلِك يتعلَّق باكتسابه، وَكَذَلِكَ يسْأَل عَنهُ مستخرجه ومصروفه، من أَيْن اكْتسبهُ وَفِيمَا أنفقهُ- 'পুণ্য, শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দা যেমন টাকা-পয়সা খরচের সাথে সম্পৃক্ত, তেমনি তা উপার্জনের সাথেও সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে এর আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে'।[৩৯]

মজুদদারির ভয়াল থাবা : ইতিহাসের সাক্ষী

মজুদদারির ভয়াল থাবা সম্পর্কে ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফসলের পরিবর্তে মুদ্রা রাজস্ব আদায়ের একমাত্র মাধ্যমে পরিণত হয়। ফলে খাজনার টাকা সংগ্রহের জন্য কৃষককে তার সারা বছরের খাদ্য ফসল বিক্রি করতে হ'ত। এই সুযোগে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলা-বিহারের বিভিন্ন স্থানে ধান-চাল ক্রয়ের জন্য ক্রয়কেন্দ্র খুলে বসে। শুধু তাই নয়, বেশী মুনাফা লাভের আশায় এসব ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা শুরু করে। পরে সুযোগ-সুবিধামতো এসব খাদ্যই চড়ামূল্যে সেই চাষীদের নিকটই আবার বিক্রি করত। ফলে খাদ্য গুদামজাতকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির কারণেই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দুর্ভিক্ষ ঘনিয়ে এল। ১৭৬৯ সালে ক্রয়কৃত সমস্ত ফসল কোম্পানীর লোকেরা ১৭৭০ সালেই বেশী দামে হতভাগ্য চাষীদের নিকট বিক্রি করতে লাগল। বাংলার চাষী তা ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়ে নযীরবিহীন দুর্ভিক্ষের শিকার হ'ল। মারা গেল কয়েক লক্ষ বনু আদম।

---

৩২. *বুখারী হা/৬৪৪৬।*
৩৩. *বুখারী হা/৩৪৭৫, ৪৩০৪।*
৩৪. *ড. এম. এ মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ঢাকা: ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩), পৃ: ১২৯।*
৩৫. *মুসলিম হা/১০১৫।*
৩৬. *মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছহীহা হা/২৬০৯।*
৩৭. *ছহীহুল জামে হা/৪৫১৯, হাদীছ ছহীহ।*
৩৮. *ছহীহ তারগীব হা/১৭২১।*
৩৯. *ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, আল-ফাওয়াইদ (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৬/২০০৫), পৃঃ ২০৭, 'টাকা-পয়সা উপার্জনের প্রকারভেদ' অনুচ্ছেদ।*

বাংলা ১১৭৬ (১৭৬৯-৭০খৃ.) সালের এই দুর্ভিক্ষই ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত।

প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ ঐতিহাসিক ইয়ং হাসব্যান্ড (Young Husband)-এর ভাষায়, 'তাদের (ইংরেজ বণিকদের) মুনাফার পরবর্তী উপায় ছিল চাল কিনে গুদামজাত করে রাখা। তারা নিশ্চিত ছিল যে, জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এ দ্রব্যটির জন্য তারা যে মূল্যই চাইবে, তা পাবে। ...চাষীরা তাদের প্রাণপাত করা পরিশ্রমের ফল অপরের গুদামে মজুদ থাকতে দেখে চাষ-বাস সম্পর্কে এক রকম উদাসীন হয়ে পড়ল। ফলে দেখা দিল ভয়ানক খাদ্যাভাব। দেশে যেসব খাদ্য ছিল, তা ইংরেজ বণিকদের দখলে। খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে থাকল, ততই দাম বাড়তে লাগল। শ্রমজীবী দরিদ্র জনগণের চির দুঃখময় জীবনের ওপর পতিত হ'ল এই পুঞ্জীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু এটা এক অশ্রুতপূর্ব বিপর্যয়ের আরম্ভ মাত্র'।

তিনি আরো বলেন, 'এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নয়। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তা ভারতবাসীরাও আর কোনদিন চোখে দেখেনি বা কানে শোনেনি। চরম খাদ্যাভাবের এক ভয়াবহ ইঙ্গিত নিয়ে দেখা দিল ১৭৬৯ সাল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক তাদের সকল আমলা, গোমস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত ছিল সেখানেই দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান-চাল কিনতে লাগল। এই জঘন্যতম ব্যবসায়ে মুনাফা এত শীঘ্র ও এত বিপুল পরিমাণ ছিল যে, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে নিযুক্ত একজন কপর্দকশূন্য ভদ্রলোক এ ব্যবসা করে দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রায় ৬০ হাযার পাউণ্ড (দেড় লক্ষাধিক টাকা) দেশে পাঠিয়েছিল *(Young Husband : Transaction in India, 1786)*।[৪০]

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার বলেন, All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle; they sold their implements of agriculture; they devoured their seed-grain; they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found; they eat the leaves of trees and the grass of the field; and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead. Day and night a torrent of famished and disease-stricken wretches poured into the great cities. At an early period of the year pestilence had broken out. In March we find smallpox at Moorshedabad, where it glided through the Viceregal mutes, and cut off the Prince Syfut in his palace. The streets were blocked up with promiscuous heaps of the dying and dead. Interment could not do its work quick enough; even the dogs and jackals, the public scavengers of the East, became unable to accomplish their revolting work, and the multitude of mangled and festering corpses at length threatened the existence of the citizens.

'১৭৭০ সালের শ্বাসরুদ্ধকর গ্রীষ্মকালব্যাপী মানুষ মারা যাচ্ছিল। কৃষকেরা তাদের গবাদিপশু, লাঙল-জোয়াল বেচে ফেলেছে এবং খাদ্যশস্য গোগ্রাসে খেয়ে ফেলেছে। অবশেষে তারা তাদের ছেলেমেয়ে বিক্রি করেছে। অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, ছেলেমেয়ের ক্রেতাও আর পাওয়া গেল না। তারপর তারা গাছের পাতা ও মাঠের ঘাস খেতে শুরু করে। ১৭৭০ সালের জুন মাসে দরবারের রেসিডেন্ট নিশ্চিত করলেন যে, জীবিত মানুষ মরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করতে শুরু করেছে। রোগাক্লিষ্ট, প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর মৃতপ্রায় হতভাগ্য মানুষগুলো দিনরাত স্রোতের বেগে বড় বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। বছরের শুরুতেই মহামারির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। মার্চ মাসে আমরা মুর্শিদাবাদে গুটিবসন্ত দেখতে পেলাম। যা সেখানে প্রশাসনের কোন সাড়া-শব্দ ছাড়া নীরবে সংক্রমিত হচ্ছিল। শাহজাদা সাইফুতও এই রোগে তার প্রাসাদে মারা যান। মৃত ও মরণাপন্ন লোক স্তূপাকারে পড়ে থাকায় রাস্তাঘাট ছিল অবরুদ্ধ। লাশের সংখ্যা এতো বেশী ছিল যে, তা পুঁতে ফেলার কাজও দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। প্রাচ্যের মেথর, কুকুর ও শৃগালের পক্ষেও এত বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত বিপুল সংখ্যক গলিত লাশ মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল'।[৪১]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষও মজুদদারির অশুভ প্রভাবের জ্বলন্ত সাক্ষী। এ দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, '১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে'। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মণের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। ...ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল

৪০. *মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, মে ১৯৮৭), পৃঃ ১১-১৩।*

৪১. *W.W. Hunter, The Annals of Rural Bengal (London : Smith, Elder and Co, 1868), P. 26-27.*

যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও'। এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে। আমরা কি করব? হোস্টেলে যা বাঁচে দুপুরে ও রাতে বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দেই, কিন্তু কি হবে এতে'?[৪২]

তিনি আরো লিখেছেন, 'এই সময় রিলিফের কাজ করার জন্য গোপালগঞ্জ ফিরে আসে। ...বাড়িতে এসে দেখি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ সবই প্রায় না খেতে পেয়ে কঙ্কাল হতে চলেছে'।[৪৩]

অন্য আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'শহীদ সাহেব দেখলেন যুদ্ধের সময় অধিক লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা কালো বাজারে কাপড় বিক্রি করার জন্য গুদামজাত করতে শুরু করছে। একদিকে খাদ্য সমস্যা ভয়াবহ, শহীদ সাহেব রাতদিন পরিশ্রম করছেন, আর একদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। শহীদ সাহেব সমস্ত কর্মচারীদের হুকুম দিলেন, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের আড্ডাখানা বড়বাজার ঘেরাও করতে। সমস্ত বড়বাজার ঘেরাও করা হল। হাজার হাজার গজ কাপড় ধরা পড়ল, এমনকি দালানগুলির নিচেও এক একটা গুদাম করে রেখেছিল তাও বাদ গেল না। এমনি করে সমস্ত শহরে চাউল গুদামজাতকারীদের ধরবার জন্য একইভাবে তল্লাশি শুরু করলেন। মাড়োয়ারিরাও কম পাত্র ছিল না। কয়েক লক্ষ টাকা তুলে লীগ মন্ত্রিসভাকে খতম করার জন্য কয়েকজন এমএলএকে কিনে ফেলল। ফলে এক ভোটে লীগ মন্ত্রিত্বকে পরাজয়বরণ করতে হল'।[৪৪]

মজুদদার সিণ্ডিকেটের কারসাজি ও পেঁয়াজের ঝাঁঝ :

মজুদদারির কুফল কি তা বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত হঠাৎ করে পেঁয়াজ রফতানী বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের মুনাফাখোর মজুদদার সিণ্ডিকেট পেঁয়াজের মূল্য অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে দেয়। ফলে পেঁয়াজ কিনতে সাধারণ মানুষকে নাকানি-চুবানি খেতে হয়। বর্তমানে গ্রাহককে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১৫০ টাকা দরে কিনতে হচ্ছে। এমনকি হালি দরে বাজারে পেঁয়াজ বিক্রির খবরও পত্রিকায় এসেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, পেঁয়াজের বাজারে কারসাজির মাধ্যমে এই সিণ্ডিকেট প্রতিদিন ৫০ কোটি টাকা করে গত চার মাসে ভোক্তাদের ৩ হাযার ১৭৯ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাযার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।[৪৫]

অন্যদিকে জানা গেছে যে, মিয়ানমার থেকে আমদানী করা পেঁয়াজ কেনা দামের চেয়ে প্রায় তিন গুণ দামে বিক্রির পেছনে জড়িত আছে কক্সবাজারের টেকনাফ ও চট্টগ্রামের ১৫ জনের একটি সিণ্ডিকেট। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালতের যৌথ অনুসন্ধানে তাঁদের নাম উঠে এসেছে। এই সিণ্ডিকেটটি ৪২ টাকায় মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আমদানী করে ৯০ থেকে ১১০ টাকায় পাইকারি বাজারে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ ওঠে। গত ৩রা নভেম্বর'১৯ খাতুনগঞ্জে অভিযান চালিয়ে এই অভিযোগের প্রমাণ পান ভ্রাম্যমাণ আদালত।[৪৬] মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আমদানীকারী শুধু এই সিণ্ডিকেট গত কয়েকদিনে ২১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।[৪৭]

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মজুদদারির ফলে মানুষকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়। মানুষের রক্ত চুষে মজুদদাররা তাদের স্বার্থপরতা, অবৈধ লাভ ও লোভের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর ফলে জনগণ দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এজন্য ইসলামে মজুদদারী হারাম। এটি তাদের উপর কৃত এক প্রকার যুলুম।[৪৮] এতে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ এর সাথে বান্দার হক জড়িত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ، فَظُلْمٌ لاَ يَتْرُكُهُ اللهُ وَظُلْمٌ يُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لاَ يُغْفَرُ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ لاَ يُغْفَرُ، فَالشِّرْكُ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ يُغْفَرُ، فَظُلْمُ الْعَبْدِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِيْ لاَ يُتْرَكُ، فَظُلْمُ الْعِبَادِ، فَيَقْتَصُّ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ-

'যুলুম তিন প্রকার। ১. এমন যুলুম যা আল্লাহ উপেক্ষা করবেন না। ২. এমন যুলুম যা মাফ করে দেয়া হবে এবং ৩. এমন যুলুম যা ক্ষমা করা হবে না। যে যুলুম ক্ষমা করা হবে না তা হ'ল শিরক। আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। আর যে যুলুম ক্ষমা করে দেয়া হবে তা হ'ল বান্দা ও আল্লাহ্‌র মাঝে কৃত যুলুম। আর যে যুলুমকে উপেক্ষা করা হবে না তা হ'ল বান্দাদের একের প্রতি কৃত অন্যের যুলুম। আল্লাহ তাদের একজনের কাছ থেকে অন্যজনের ক্বিছাছ গ্রহণ করবেন'।[৪৯]

---

৪২. *শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃঃ ১৭-১৮।*
৪৩. *ঐ, পৃঃ ১৯।*
৪৪. *ঐ, পৃঃ ৩৩।*
৪৫. *সিন্ডিকেট হাতিয়ে নিয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকা, দৈনিক ইনকিলাব, ৪ঠা নভেম্বর'১৯, পৃঃ ১।*
৪৬. *সিন্ডিকেট বাড়াচ্ছে পেঁয়াজের দাম, দৈনিক প্রথম আলো, ৫ই নভেম্বর'১৯, পৃঃ ২০।*
৪৭. *ইনকিলাব, ৬ই নভেম্বর'১৯, পৃঃ ১২।*
৪৮. *বাদায়েউছ ছানায়ে ৫/১২৯।*
৪৯. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯২৭, হাদীছ হাসান।*

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে যুগে যুগে ষড়যন্ত্র

*মুহাম্মাদ আব্দুল গফুর**

গত ২৮ শে অক্টোবর সোমবার দৈনিক ইনকিলাবের একটি সংবাদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বাংলা বলা নিষেধ'। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের কলকাতা কফি হাউসে বাংলায় কথা বলা যাবে না। হিন্দিতে কথা বলতে হবে। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের একজন কর্মী এই কথা জানিয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা এক তরুণীর পোস্টে বিতর্ক শুরু হয়েছে। খবর ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারের।

গত ২৪ শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কফি হাউসটির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন কয়েকজন। এতে যোগ দেয় বাংলা ভাষার প্রচার নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠনও। কফি হাউস কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ দিন এই তরুণীর বিরুদ্ধে আমহা স্ট্রিট থানায় অভিযোগ করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা এই তরুণীর নাম ইন্দ্রানী চক্রবর্তী। তার দাবী, বুধবার বিকেলে তারা তিন বন্ধু কফি হাউসটিতে যান। মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়া নিয়ে কফি হাউসের এক কর্মীর সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। ইন্দ্রানী বলেন, সপ্তাহে অন্তত একদিন কফি হাউসে যাই। আগেও কয়েকবার মোবাইলে চার্জ দিয়েছি, সমস্যা হয়নি। কিন্তু বুধবার আমাদের বলা হয় চার্জ দেওয়া যাবে না। কারণ জানতে চাইলে আমাদেরকে বলা হয়, মালিকের সাথে কথা বলুন। তিনি বলেন, আমরা জানি যে, কফি হাউসের মালিক বলে কেউ নেই। একটি সমবায় এই কফি হাউস চালায়। পরে কথিত মালিকের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি বলে দেন, হিন্দিতে কথা বলতে হবে। কারণ তিনি বাংলা বোঝেন না।

ইন্দ্রানী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, আবার হিন্দিতে চার্জ দেওয়ার অনুরোধ জানালে এই ব্যক্তি বলেন, হামনে একবার বোল দিয়া নেহি হোগা। আব নিকলো রুমছে। ইয়ে তো বঙ্গালি হায়। ইয়ে রুমমে বাংলা নেহি চলেগা'।

যে কলকাতা এক সময় অবিভক্ত বাংলার রাজধানী হিসাবে বাংলা ভাষার রাজধানী বলে বিবেচিত হ'ত সেই কলকাতায় বাংলা ভাষার এ দুর্দশা, এটা কল্পনা করতেও খারাপ লাগে। অথচ এটাই করুণ বাস্তবতা! তবে এরও কারণ আছে।

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিকে একবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা মি. গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা এক পত্রে জানতে চেয়েছিলেন, ভারত স্বরাজ (স্বাধীনতা) লাভ করলে স্বাধীন ভারতের সাধারণ ভাষা হবে কোন ভাষা? অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথ জবাবে লিখেছিলেন, হিন্দী। তবে বহু ভাষাবিদ ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সে সময়ে বলেছিলেন, বাংলা, হিন্দী ও উর্দূ এই তিন ভাষারই যোগ্যতা রয়েছে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবার। ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌র এই বক্তব্যের বাস্তবতা ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে। এখন উপমহাদেশে যে তিনটি দেশ ইতিহাসের নিরিখে স্বাধীন দেশ হিসাবে বিরাজমান, সেই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যথাক্রমে বাংলা, হিন্দী ও উর্দূ। তবে বাংলাভাষার এই অনন্য মর্যাদা লাভের পিছনে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে, যা বিবেচনায় না আনলে বাংলা ভাষার এই মর্যাদা লাভের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে না।

সকলেই জানেন, অবিভক্ত ভারতবর্ষ দীর্ঘ পৌনে দু'শ বছর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের শাসনাধীন ছিল। তখন ইংরেজীই ছিল শাসক শক্তির ভাষা হিসাবে এদেশের রাষ্ট্রভাষা। বাংলা, হিন্দী, উর্দূ ছিল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জনগণের ভাষা। এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে কোন ভাষারই জন্ম হঠাৎ করে বা রাতারাতি হয় না। আর কোন ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার ঘটনা তো একান্তভাবে রাজনৈতিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল। সে নিরিখে দেখা যায়, যদি ব্রিটেনের পরাধীনতা থেকে সেকালের ভারতবর্ষ অবিভক্ত হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করত, তাহ'লে অবিভক্ত ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলাই সম্ভবপর হ'ত না। কিন্তু ব্রিটেনের পরাধীনতা থেকে তদানীন্ত ন পূর্ববঙ্গ। (আজকের বাংলাদেশ) প্রথম স্বাধীনতা লাভ করে উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসাবে। এতে পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি হিসাবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকে বিবেচনা করা হয়, সেই প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে নিয়ে একাধিক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী গৃহীত হয়।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে দু'টি দলের অবস্থান ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রভাগে। এর একটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। অন্যটি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ। এর প্রথমটি দাবী করত তারা বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। পক্ষান্তরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দাবী ছিল, কংগ্রেস হিন্দু-প্রধান সংগঠন হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। আর মুসলিম লীগ প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম জনগণের। দুই প্রধান দলের এই পরস্পর-বিরোধী দাবীর কারণে ১৯৪৬ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলিম লীগের দাবীই জয়যুক্ত হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৪০ সালের ২৩শে জুন লাহোরে যে সম্মেলনে সাবেক ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে নিয়ে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাশ হয় তাতে 'পাকিস্তান' নামের কোন উল্লেখ ছিল না। তবে পরদিন কোন কোন হিন্দু পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত' এই শিরোনামে। মুসলিম লীগও পরে পরিকল্পিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে পাকিস্তান আন্দোলন হিসাবে মেনে নেয়।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের এই দাবী জয়যুক্ত হওয়ায় ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের ১৪ তারিখে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এভাবে

বিশ্ব মানচিত্রে একটি নতুন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু নতুন এই রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাসমূহে এবং এর মধ্যের অবস্থানে ছিল হিন্দু-প্রধান বৈরী রাষ্ট্র ভারতের।

এসময়ে বাংলার দুই মুসলিম লীগের দুই নেতা হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী ও আবুল হাশেম এবং কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মেজ ভাই) মিলে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে সার্বভৌম বাংলা হিসাবে বিশেষ একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব দেন, তাতে মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর সম্মতি থাকলেও গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ অবাঙ্গালী হিন্দু নেতা এবং বাঙ্গালী হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রবল বিরোধিতার কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সে সময় বাঙ্গালী হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এমন বক্তব্যও দেন যে, ভারত ভাগ না হ'লেও বাংলা ভাগ হ'তেই হবে। নইলে বাঙ্গালী হিন্দুদের চিরকালের জন্য মুসলমানদের গোলামী করতে হবে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তার পূর্বসূরীরা ১৯০৫ সালে প্রশাসনের সুবিধার জন্য এককালের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বিশাল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকা রাজধানীসহ পূর্ববঙ্গ-আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হ'লে এর দ্বারা বাংলা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের মতো পাপ হবে বলে কতই না মায়াকান্না করেছিলেন।

ইতিহাস গবেষকগণ মনে করেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতাদের এ মায়াকান্নার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন কলকাতা-প্রবাসী হিন্দু জমিদারগণ। কারণ তাদের আশংকা ছিল বঙ্গভঙ্গের পরিণতিতে পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারীর উপর তাদের প্রভাব হ্রাস পাবে। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হওয়ায় বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের পশ্চাদপদতাও কেটে যেতে থাকবে। অর্থাৎ মুসলিম বিরোধী সম্প্রদায়িক মনোভাবই তাদের একাজে প্ররোচিত করে। যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ পলাশী বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা হারানোর সকল ব্যাপারে শাসক ইংরেজদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের এ আকস্মিক রুদ্রমূর্তি দেখে তারা ভয় পায়। মাত্র কয়েক বছরের মাথায়ই বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে ইংরেজরা তাদের পুরাতন মিত্রদের শান্ত করার ব্যবস্থা করে।

এবার বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিয়ে কিছু কথা। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশেম ও শরৎচন্দ্র বসুর উদ্যোগে যে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়, তা যদি সফল হ'ত তাহ'লে ভাষা আন্দোলন করার কোন প্রয়োজনই হ'ত না। কারণ সেক্ষেত্রে বাংলাই হ'ত সার্বভৌম বাংলার একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পিছনে ছিল গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ অবাঙ্গালী হিন্দু নেতার সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বিরোধিতা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই বিরোধিতার কারণ হিসাবে বলেন, সার্বভৌম বাংলা বাস্তবায়িত হ'লে বাঙ্গালী হিন্দুদের চিরকালের জন্য বাঙ্গালী মুসলমানের গোলাম হয়ে যেতে হবে। একই বক্তব্যের মূলেও ছিল তাঁর উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব।

আজকের এ লেখার ইতি টানার আগে আমরা আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যা অতীতে বাংলা ভাষার অগ্রগতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পণ্ডিতদের ধারণা, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল এদেশে পাল রাজবংশের রাজত্বকালে। সে নিরিখে পাল আমলে বাংলা ভাষার দিন কাটছিল ভালভাবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যে দাক্ষিণাত্য থেকে আসা সেন বংশের কাছে পরাজিত হন পাল শাসকরা।

বিজয়ী সেন বংশের আমলে বাংলা ভাষার চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে। তারা ছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী। তারা সংস্কৃতকে দেবতার ভাষা বলে বিশ্বাস করতেন। সংস্কৃতকে তারা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেন। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলেন যে, যারা দেবতার ভাষা সংস্কৃতকে অগ্রাহ্য করে মনুষ্য কোন ভাষা (যেমন বাংলাভাষা) ব্যবহার করবে, তাদের রৌরব নরকে সারা জীবন শাস্তি ভোগ করতে হবে'।

ভারতের যে কলকাতা মহানগরীর কফি হাউসে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ হওয়ায় মনে হচ্ছে, সেন শাসনামলের বাংলা বিরোধী ভূমিকাই যেন তারা পালন করতে চলেছে। বাংলা ভাষার সৌভাগ্য যে, সেন শাসনামলেই বখতিয়ার খিলজী সেনদের পরাজিত করে বাংলা জয় করেন। এরপর শুরু হয় সুদীর্ঘ মুসলমান শাসন আমল। মুসলিম শাসকরা নিজেরা বাংলাভাষী না হ'লেও বাংলাসহ সকল ভাষাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার ও উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ তথ্য আমরা জানতে পারি বিশিষ্ট গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকেও। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার উন্নয়নে মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রবন্ধ রচনা করেন। এরপর বাংলা ভাষার উন্নয়নের আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে যায় ১৯৪৭-এর পার্টিশনের প্রাক্কালে সার্বভৌম বাংলা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে। মুসলিম লীগের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম এবং কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন যদি সফল হ'ত, তা হ'লে কলকাতার কফি হাউসে এখন বাংলায় কথা বলা নিষিদ্ধ হ'ত না।

১৯৪৭ সালের পার্টিশন এবং পরবর্তীতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। সুতরাং বাস্তবে আজ যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা এই যে, এককালের বাংলাভাষার রাজধানী বলে বিবেচিত কলকাতায় এখন এমন সব লোকদের সীমাহীন আধিপত্য, যারা কফি হাউসে বাঙ্গালীদেরকেও হিন্দীতে কথা বলতে বাধ্য করে। পক্ষান্তরে বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবীতে সফল সংগ্রাম করে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হয়ে উঠেছে বাংলা ভাষার নতুন রাজধানী।

॥ সংকলিত ॥

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

১. উত্তম মৃত্যু

আরবের এক গ্রামে ছিলেন একজন হজ্জের মুনাযযিম বা ব্যবস্থাপক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার। যিনি গ্রামবাসীকে হজ্জ ও ওমরাহর ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। তার একজন প্রতিবেশী ছিল। সে ছিল দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন। ছালাত-ছিয়াম কিছুই সে আদায় করত না। এক রাতে হজ্জের ঐ মুনাযযিম স্বপ্নে দেখলেন, কে যেন তাকে বলছে, 'তোমার ঐ প্রতিবেশীকে তুমি ওমরাহ করাও'। ঘুম ভাঙ্গার পর এই আশ্চর্যজনক স্বপ্নের কারণে তিনি একটু বিচলিত হ'লেন বটে। তবে পরক্ষণেই বিষয়টি তার কাছে গুরুত্বহীন মনে হ'ল।

দ্বিতীয় রাতে লোকটি একই স্বপ্ন পুনরায় দেখলেন। এতে তিনি আরো বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি স্বপ্নের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তাই তিনি একজন বিজ্ঞ আলেমের নিকটে গেলেন, যিনি স্বপ্নের তা'বীর করার ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন। আলেম তাকে বললেন, 'আপনি যদি আজ রাতেও একই স্বপ্ন দেখেন, তাহ'লে তাকে নিয়ে ওমরাহ সম্পাদন করবেন'।

অতঃপর তৃতীয় রাতেও তিনি একই স্বপ্ন দেখলেন। ফলে পরদিন সকালে তিনি সেই প্রতিবেশীকে খুঁজতে বের হ'লেন এবং অবশেষে তার সন্ধান পেলেন। পরিচয় পর্ব সেরে তিনি তাকে ওমরাহ করতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। এতে প্রতিবেশী লোকটি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি কিভাবে ওমরাহ করতে যাব? আমি তো ছালাতই আদায় করতে জানি না। তখন মুনাযযিম বললেন, 'সমস্যা নেই, আপনি যদি চান আমি আপনাকে ছালাত তাহ'লে শিখিয়ে দিব'। প্রতিবেশী রাযী হয়ে গেলেন। তারপর তিনি তাকে কিভাবে ওযূ করতে হয়, কিভাবে ছালাত আদায় করতে হয়, সব হাতে-কলমে শিখিয়ে দিলেন। লোকটি নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় শুরু করলেন। এবার মুনাযযিম বললেন, 'চলুন! এখন আমরা ওমরাহ করতে যাই!'

দু'জনে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রতিবেশী লোকটি খুব ভালভাবেই ওমরাহ সম্পাদন করলেন। বাড়িতে ফেরার পূর্বে হজ্জের মুনাযযিম তার প্রতিবেশীকে বললেন, 'আপনি কি আর কিছু করতে চান?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! আমি মাক্বামে মাহমূদের পাশে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে চাই। অতঃপর তিনি মাক্বামে মাহমূদের নিকটে গেলেন। কিন্তু ছালাত আদায়কালে সিজদারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এতে মুনাযযিম ভীষণভাবে বিস্মিত হ'লেন। তার ভিতরে যেন দারুন ভাবাবেগ সৃষ্টি হ'ল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'এটা কিভাবে সম্ভব? আমি তাকে স্বপ্নে দেখে সাথে নিয়ে ওমরাহ করতে আসলাম। আর সে কিনা মাক্বামে মাহমূদের মত সম্মানিত স্থানে সিজদারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল? অথচ সে এর আগে ছালাতও আদায় করত না, ছিয়ামও পালন করত না? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন রহস্য আছে অথবা এই লোকের অন্য কোন গোপন আমল আছে'।

অতঃপর তিনি গ্রামে ফিরে সরাসরি তার মৃত প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলেন এবং তার পরিবারের নিকটে তার বিশেষ কোন আমল ছিল কি-না জানতে চাইলেন। তখন তার স্ত্রী বলল, 'আমার স্বামী ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিল না, এ কথা সত্য, তবে একটা কাজ তিনি নিয়মিত করতেন। আর তা হ'ল, আমাদের একজন গরীব বৃদ্ধা প্রতিবেশী ছিল। তার কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আমার স্বামী তার দেখাশুনা করতেন এবং প্রতিদিন সকাল-দুপুর-রাতে নিজে গিয়ে সেই বৃদ্ধাকে খাবার দিয়ে আসতেন। আর সেই বৃদ্ধাটি আমার স্বামীর জন্য সবসময় উত্তম মৃত্যুর দো'আ করতেন। হয়ত এই অসহায় মহিলার দো'আই আল্লাহ কবুল করেছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا 'নিশ্চয়ই তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করে দেন। অবশ্যই তিনি বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা' *(ইসরা ১৭/৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'যারা আল্লাহ্র পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করেছে, তার পিছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকটে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬২)*।

শিক্ষা :

(১) সৎ আমলের সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করা উচিৎ নয়।
(২) সর্বদা মানুষের দো'আ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
(৩) অসহায়কে সাহায্য করলে আল্লাহ অত্যন্ত খুশী হন, তাই মানবসেবায় সাধ্যমত এগিয়ে আসতে হবে।
(৪) দো'আ কবুলের স্থানে খালেছ অন্তরে দো'আ করতে হবে।
(৫) কোন মানুষের বাহ্যিক আমলের কারণে তাকে জাহান্নামী ভেবে দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না, বরং তাকে দাওয়াত দিতে হবে এবং তার হেদায়েতের জন্য দো'আ করতে হবে।

২. প্রবৃত্তি দমনের পুরস্কার

একবার এক মহিলা কলেজ থেকে আকর্ষণীয় এক স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। বাস যোগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের স্পটে পৌঁছে যায়। ছাত্রীরা স্পটের আশপাশেই ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু একজন ছাত্রী সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন দিকে চলে গেল। এদিকে দিন শেষে বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেল এবং ড্রাইভার যথারীতি গাড়ী স্টার্ট করে দিল। মেয়েটি যখন বাসের আওয়াজ শুনতে পেল তখন হাতের ইশারায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল এবং বাসের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। কিন্তু না। কেউ তার দিকে খেয়াল করল না।

বাসটিও চলতে চলতে অনেক দূর চলে গেল।

মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল এবং একাকী হাঁটা শুরু করে দিল। এদিকে সন্ধ্যা নেমে আসলো। যখন সে একপাশ থেকে শিয়ালের ডাক শুনতে পেল, তখন তার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। চলতে চলতে সে ছোট্ট একটি কুটিরের সন্ধান পেল। কুটিরটিতে থাকত এক দরিদ্র যুবক। মেয়েটি সেই যুবকের কাছে তার কাহিনী খুলে বলল। যুবকটি বলল, ঠিক আছে। আপনি আমার এখানে নিরাপদে থাকতে পারেন। সকাল বেলা আমি আপনাকে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনি আমার খাটে ঘুমান। আর আমি মেঝেতে ঘুমাব। মেয়েটি ছিল পরমা সুন্দরী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের। আচরণেও সে অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা ছিল। বাহ্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি চারিত্রিক সৌন্দর্য তাকে মর্যাদার এক ঈর্ষণীয় চূড়ায় উপনীত করেছিল। কিন্তু রাতের বেলা ভয় ও উৎকণ্ঠার কারণে তার চোখে আর ঘুম এলো না। তবে সে একাধিকবার খেয়াল করল, যুবকটি একবার কুরআন তেলাওয়াত করছে, আরেকবার তার পাশে জ্বালিয়ে রাখা প্রদীপের আগুনে তার আঙুলগুলো ছেঁকা দিচ্ছে। ফলে তার পাঁচটি আঙুলই দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি মনে মনে ভাবল, হয়ত লোকটি পাগল না হয় জিন হবে। যাইহোক রাত পেরিয়ে সকাল হলে যুবকটি তাকে বাসে তুলে দিয়ে আসল। মেয়েটি বাড়ি ফিরে পিতাকে সব কাহিনী খুলে বলল। মেয়ের অনুরোধে পিতা সেই যুবকের কুটিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এটা জানার জন্য যে, সে কেন তার আঙুলগুলো আগুনে পুড়িয়েছিল।

অতঃপর তিনি সেই যুবকের কাছে আসলেন। দেখলেন তার হাতে ব্যান্ডেজ লাগানো। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আঙুলে কী হয়েছে? যুবক বলল, গতরাতে আমার কাছে এক অপরিচিত বিপদগ্রস্থ মেয়ে এসেছিল এবং আমার গৃহেই আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু শয়তান আমাকে বার বার কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। তাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য আমি কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকি। তাতেও আমার অন্তর থেকে কুমন্ত্রণা দূর হচ্ছিল না। ফলে জাহান্নামের আগুনকে স্মরণ করার জন্য প্রদীপের আগুনে আমার আঙুল দগ্ধ করি। তারপর যখন ঘুমাতে গেলাম শয়তান আবার আমাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল। ফলে আবার আমি প্রদীপের আগুনে আঙুল ছেঁকা দেই। এভাবে আমার পাঁচটি আঙুলই পুড়ে যায়।

ঘটনা শ্রবণে মেয়ের বাবা অভিভূত হলেন। বললেন, তুমি কি দয়া করে আমার বাড়িতে আসবে? যুবক রাযী হ'ল। যখন সে লোকটির বাড়িতে গেল, তখন মেয়েটি তাদের সামনে হাযির হ'ল। মেয়ের পিতা যুবককে বললেন, এই মেয়েকে চেন? যুবক বলল, অবশ্যই চিনি। এইতো সেই রমণী, যে গতরাতে আমার কুটিরে রাত্রি যাপন করেছিল। মেয়ের পিতা বললেন, আমি একে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তুমি আমার মেয়েকে তোমার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নাও।

যুবকটি সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। কেননা যে হারামকে বর্জন করার জন্য সে এত কষ্ট স্বীকার করেছে, আল্লাহ সেই জিনিসটাই হালাল করে তার কাছে পেশ করেছেন। সুবহা-নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লাহিল আযীম।

মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ، 'আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল' *(বাক্বারাহ ২/২০৭)*। তিনি বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 'যে পুরুষ বা নারী ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, নিশ্চয়ই আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ، 'যদি তুমি আল্লাহ্র ভয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ কর, তাহ'লে মহান আল্লাহ বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাকে প্রদান করবেন' *(মুসনাদে আহমাদ হা/২৩০৭৪)*।

শিক্ষা :

(১) গোনাহ বর্জনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে
(২) আল্লাহভীরুতা মানুষকে এমনভাবে পুরস্কৃত করে, যা কখনো সে কল্পনাও করেনি।
(৩) তাক্বওয়ার পুরস্কার আল্লাহ এভাবেই দিয়ে থাকেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং আত-তাহরীক টিভির বক্তব্যসমূহের অডিও-ভিডিও সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
অফিসিয়াল Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek
HFB bangla Islamic lectures (Mobile app)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hfb.audio&hl=en

সার্বিক যোগাযোগ
আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

ডেঙ্গু রোগীর জন্য করণীয় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষের কল্যাণেই আল্লাহ পৃথিবীতে যাবতীয় নে'মত সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের উপর আপতিত বিপদ-আপদ মানুষেরই দু'হাতের কামাই। আল্লাহ তা'আলা যেমন দুরারোগ্য রোগ দিয়েছেন, তদ্রূপ তার প্রতিষেধক হিসাবে বিষাক্ত উদ্ভিদ, সাপ, মাকড়সা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদিও সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তার ধৈর্য শক্তি, চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা নে'মতগুলো খুঁজে বের করতে হবে। বর্তমানে দেশ-বিদেশে ডেঙ্গু রোগ মহামারী আকার ধারণ করায় যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি ও করণীয় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।-

ডেঙ্গু কি : ডেঙ্গু হচ্ছে একটা ভাইরাসের নাম। এডিস ইজিপটি নামক স্ত্রী মশা দ্বারা মানব শরীরে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ায়। এই মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের জীবাণু বহন করে। এরা সাধারণত স্বচ্ছ বদ্ধ পানিতে ডিম পেড়ে বংশ বিস্তার করে। এটি ভাইরাস জনিত রোগ হ'লেও কোন ছোয়াচে রোগ নয়। তবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে কামড়ানো মশা সুস্থ শরীরে কামড় দিলে এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়।

ডেঙ্গু ভাইরাসের সেরোটাইপ : ডেঙ্গু বিষয়ে মানুষের মাঝে জানা-শোনা থাকলেও এর গতি প্রকৃতি ও ধরন নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনকি, অনেক স্বাস্থ্যকর্মীর বিশদ ধারণা নেই। ডেঙ্গু ভাইরাসের মোট চারটি সেরোটাইপ রয়েছে। যথা- (ক) ডেন-১ (খ) ডেন-২ (গ) ডেন-৩ ও (ঘ) ডেন-৪। সাধারণত কেউ যদি একবার ডেন-১ ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে পরবর্তীতে তার অন্য সেরোটাইপ ভাইরাস দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হবার পর সাধারণ ডেঙ্গু নির্ণয়ের পাশাপাশি টাইপিং বের করাটাও যরূরী। নচেৎ সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা কঠিন হয়ে পড়বে।

প্যাথলজিক্যাল ডায়াগনোসিস : প্রাথমিক অবস্থায় নিম্নোক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগ সনাক্ত করা যায়। যথা- (ক) সিবিসি (খ) সিরাম আইজিজি (গ) সিরাম আইজিএম (ঘ) ডেঙ্গু এনএস ওয়ান এন্টিজেন।

ডেঙ্গু ভাইরাসের রোগাক্রান্তের স্তর : ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. ডেঙ্গু ক্ল্যাসিক্যাল, ২. ডেঙ্গু হেমোরেজিক, ৩. ডেঙ্গু শক-সিনড্রোম।

১. ডেঙ্গু ক্ল্যাসিক্যাল : ডেঙ্গু ক্ল্যাসিক্যালে প্রথমে প্রচণ্ড জ্বর হয়, যা ১০৪°-১০৬° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। জ্বর দুই হ'তে সাতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হ'তে পারে। জ্বরের সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, বমি বমি ভাব, চোখের পেছনের অংশে ব্যথা, পেশীতে ব্যথা, হাঁড়ের জয়েন্টগুলোতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব এবং সাথে শরীরে হাল্কা র‍্যাশ ও চুলকানী হতে পারে।

করণীয় : ডেঙ্গু ক্ল্যাসিক্যাল খুব বেশী মারাত্মক নয়। এতে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব কম। জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে এবং বেশী করে তরল খাদ্য খেতে দিতে হবে। শরবত, ওরাল স্যালাইন, ফ্রেস ফ্রুট জুস ও পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। ডেঙ্গু যেহেতু ভাইরাস জনিত রোগ, তাই এলোপ্যাথিক এন্টিবায়োটিক ঔষধের কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই। আর ডেঙ্গু ভাইরাসের এন্টিভাইরাস এখনও আবিস্কৃত হয়নি।

চিকিৎসা : অতিরিক্ত জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে (যদি ডেঙ্গু পরীক্ষায় রিপোর্ট পজিটিভ হয়) তাহ'লে রোগের লক্ষণ অনুযায়ী একোনাইট ন্যাপ, এ্যানথ্রাক্সিনাম, আর্সেনিক এলবাম, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া এলবাম, আর্নিকা মন্ট, জেলসিমিয়াম, ওসিমামক্যান, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ইত্যাদি ঔষধ দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঔষধের শক্তি ও মাত্রা রোগীর জীবনীশক্তির ওপর নির্ভর করে সূক্ষ্ম মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

২. ডেঙ্গু হেমোরেজিক : ডেঙ্গু হেমোরেজিক স্তরে জ্বর কমে যাওয়ার দুই-তিন দিন পরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাল লাল র‍্যাশ বা রক্তের বিন্দুর ছাপ দেখা দেয়। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে মুখের মাড়ি, নাক দিয়ে আপনা আপনি রক্তক্ষরণ হয়, কাশি বা বমির সাথে রক্ত আসে, ইনটেস্টাইনাল হেমোরেজের কারণে কালো রঙের পায়খানা হয়, মুখমণ্ডল ফুলে যায়, ফুসফুসের মধ্যে পানি জমে, পেটে পানি জমে ইত্যাদি। রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায়, পাটিলেট কাউন্ট অনেক কমে এসেছে। শরীরের বিভিন্ন দ্বার দিয়ে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হয়।

করণীয় : ডেঙ্গু হেমোরেজিক স্তরে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণে রক্ত শূন্যতা এবং পাটিলেট দ্রুত কমে যাওয়ার ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশী থাকে। এমতাবস্থায় রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে রোগীকে রক্ত দিতে হবে এবং নরমাল স্যালাইন (ডিএ ০.৫%) বা পাজমা শিরাপথে পুশ করাতে হবে। এ সময়ে রোগী মুখে কোন তরল খাদ্য দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হ'লে ফ্রেস ফ্রুট জুস, তরল খাদ্য স্যুপ ও বিশুদ্ধ পানি দেয়া যাবে।

চিকিৎসা : ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে বা ক্লিনিকে কোন অভিজ্ঞ রেজিষ্ট্রার্ড চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রেখে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, আল্ট্রাসনোগ্রাম (হোল এবডোমেন), সিরাম ইলেকট্রোলাইট পরীক্ষা করে প্রয়োজন হ'লে রক্ত বা পাটিলেট দিতে হবে। আর রোগের লক্ষণ অনুযায়ী এসিড নাইট্রিক, এপিস মেল, চিনিমাম আর্স, চায়না, ক্রোটেলাস হর, হ্যামামেলিস, ল্যাকেসিস ঔষধ দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ঔষধের শক্তি ও মাত্রা রোগীর জীবনী শক্তির উপর নির্ভর করে সূক্ষ্ম মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

৩. ডেঙ্গু শক সিনড্রোম : ডেঙ্গু শক-সিনড্রোম স্তরে ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর, রক্তক্ষরণ ও অন্যান্য উপসর্গের সাথে রোগীর হঠাৎ রক্তচাপ কমে যায়, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়,

হাত-পা শীতল হয়ে আসে, রোগী একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়। এমতাবস্থায় রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে রক্তস্বল্পতা এবং দ্রুত পাটিলেট কমে যাবার কারণে মস্তিষ্কে অক্সিজেন-এর ঘাটতি হওয়ায় অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

করণীয় ও চিকিৎসা : এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, রক্ত বা প-াটিলেট, স্যালাইন (ডিএ ০.৫% বা ০.১০%) বা পাজমা শিরাপথে দিতে হবে। আর রোগ লক্ষণ অনুযায়ী আর্নিকা মন্ট, এসিড নাইট, ক্যাম্ফর, কার্বোভেজ, চায়না, জেলসিমিয়াম, ডিজিটেলিস ঔষধ দেয়া যেতে পারে। রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ঔষধের শক্তি ও মাত্রা রোগীর জীবনী শক্তির উপর নির্ভর করে সূক্ষ্ম মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে।

ডেঙ্গুর প্রকোপজণিত জটিলতা : ডেঙ্গু ভাইরাস দ্বারা রোগীর শরীরের বিভিন্ন ভাইটাল অঙ্গ যেমন- হৃৎপিণ্ড, যকৃত, কিডনী ইত্যাদি আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হ'ল মায়োকার্ডিটিস বা হৃদযন্ত্রের প্রদাহ। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগী যদি সময়মত যথাযথ চিকিৎসা না নেয়, তাহ'লে এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী। বিশেষত যাদের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা আছে তাদের (শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বুকে ব্যথা, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা) ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেওয়া মাত্রই রক্ত পরীক্ষা, বুকের এক্স-রে, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, কার্ডিয়াক এনজাইম টেষ্ট, ট্রাপোনিন ওয়ান ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হ'তে হবে যে, মায়োকার্ডিটিসে আক্রান্ত হয়েছে কি-না।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় : ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ করতে হ'লে সর্বপ্রথম মশার কামড়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। 'এডিস মশা' সাধারণত স্বচ্ছ অল্প পানিতে যেমন- বাসার ভেতরে জমে থাকা পানি, টবের পানি, ফ্রিজের পেছনে জমে থাকা পানি ইত্যাদিতে ডিম পাড়ে। তাই ফুলের টব সহ বাসার ভেতরে বা বাইরে বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পানি দুই-চার দিন পরপর পরিস্কার করতে হবে। এডিস মশা সাধারণত সকালে ও সন্ধ্যাতে বেশী কামড়ায়। অন্যান্য সময়ও কামড়াতে পারে। তাই দিনে বা রাতে ঘুমানোর সময় মশারী টানাতে হবে। প্রয়োজনে মশার কয়েল, এরোসল স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। শিশুদের মশা কামড়ানোর সময় ওরা মশা মারতে পারে না তাই সব সময় ফুলহাতা শার্ট, পায়জামা, হাত পায়ে মোযা পরিধান করাতে হবে।

ডেঙ্গু আতঙ্কগ্রস্ত দেশবাসীকে আশ্বস্থ করা যায় যে, ডেঙ্গুতে বেশী আতঙ্কিত না হয়ে রেজিষ্ট্রার্ড অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ধৈর্য সহকারে হোমিও ঔষধ সেবন করলে বা নিয়মিত সেবা নিলে সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

-ডাঃ মুহাম্মাদ মনছূর আলী
হোমিও গবেষক ও কনসালটেন্ট
তাহিরপুর, রাজশাহী।

হেল্‌থ টিপ্‌স

১. জণ্ডিসের চিকিৎসা : (ক) চেলিডোনিয়াম (হোমিও) ২০০ দৈনিক রাতে শোওয়ার সময় ১ ডোজ। (খ) কেলিমিউর (বায়ো) ৬x দু'টি করে বড়ি সকালে এক কাপ গরম পানিসহ। (গ) ন্যাট্রাম সাল্‌ফ (বায়ো) ৬x দু'টি করে বড়ি বিকালে এক কাপ গরম পানিসহ। এক সপ্তাহ খেলেই ইনশাআল্লাহ উপকার বুঝতে পারবেন।

২. গ্যাস্ট্রিকের জন্য : সকালে খালি পেটে নিয়মিত চাউল-পানি খান। অতঃপর নাশতা বা দুপুরে ও রাতে খাওয়ার আগে পূর্ণ এক গ্লাস পানি পেট ভরে পান করুন। ইনশাআল্লাহ গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবেন।

৩. হাঁপানী ও শ্বাসকষ্টের জন্য : দিনে ও রাতে প্রতিদিন ৩০ গ্লাস পানি পান করুন। পেট পানি থেকে খালি হ'তে দিবেন না। চা, কফি বা গরম পানি এবং ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি নিষিদ্ধ। অন্ততঃ দু'সপ্তাহ অভ্যাস করুন। ইনশাআল্লাহ ফল পাবেন।

৪. ডায়রিয়ার জন্য : (ক) কাঁচ কলা কুচি করে কেটে থেতো করে রস বের করে পানি সহ সামান্য চিনি ও লবণ দিয়ে এক গ্লাস খেয়ে নিন। অতঃপর প্রতিবার টয়লেট থেকে ফিরে আধা গ্লাস করে খান। ইনশাআল্লাহ ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

(খ) ফাইভ ফস অর্থাৎ কেলিফস, ক্যালকেরিয়া, ফেরাম, ম্যাগ ও ন্যাট্রাম ফস ৬x দু'টি করে বড়ি একসাথে এক কাপ গরম পানিসহ এক ঘণ্টা পরপর খান। ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে ফল পাবেন।

৫. আমাশয়-এর জন্য : কেলিমিউর ৬x দু'টি করে বড়ি একসাথে এক কাপ গরম পানিসহ এক ঘণ্টা পরপর খান। শেষে ক্যালকেরিয়া ফস ৬x দু'টি বড়ি এক কাপ গরম পানি সহ এক বা দু'বার খান।

৬. প্রদাহ বা এলার্জির জন্যও কেলিমিউর ৬x কার্যকর।

৭. সুখপ্রসব ও স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্য গর্ভের ৭ম মাস থেকে প্রতি রাতে শোওয়ার সময় ১ ডোজ পালসেটিলা (হোমিও) ২০০ শক্তি খান। সেই সাথে সকালে কেলিফস ৬x দু'টি করে বড়ি এক কাপ গরম পানিসহ এবং বিকালে ক্যালকেরিয়া ফস ৬x দু'টি বড়ি এক কাপ গরম পানি সহ খান। ৪ দিন পরপর দু'দিন করে বিরতি দিন। ইনশাআল্লাহ সিজারের প্রয়োজন হবে না।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন এবং বিসমিল্লাহ ও দো'আ পাঠের মাধ্যমে ঔষধ খান। আল্লাহ মূল আরোগ্যদাতা (স.স.)।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

কবিতা

নারী

নাছীর ফরহাদ,
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

আমরা নারী লোকসমাজে ধর্ষিতা হই,
পাই না বিচার মনের অনলে ভস্মিতা হই।
অপবাদে লাঞ্ছিতার কি
এই সমাজে জায়গা আছে?
ধর্ষক চলে বুক ফুলিয়ে
লোকালয়ে সমাজ মাঝে।
ইভটিজিংয়ে পথের কুকুর
ছোঁ মেরে ধায়,
কোমল শরীর হায়েনার মতই
খুবলিয়ে খায়!
এদের সাথে লড়ার মতো
কোন শাসকের শক্তি আছে?
অপমানে মা-বাবারা এক দড়িতে গাছে ঝুলে,
পায় না তবু মেয়ের বিচার
হয়তোবা যায় ট্রেনের তলে।
কোন দেশেতে এমন ইতিহাস
কলঙ্কিত পাতার ভাজে?
আরব দেশের ওমর ফারূক শাসক ছিল,
নারীরা সব মর্যাদাশীল স্বাধীন ছিল।
জীবন দিয়েও এমন শাসক আনতে খুঁজে
চেষ্টা চালাও ঐক্য হয়ে দেশের মাঝে।
সেই শাসকই করবে দেশটা আসল স্বাধীন
থাকবে না কেউ মাযলূম হয়ে বাকহীন।
নির্যাতিতের পাশে থেকে যালেমকে করবে শাসন
সকলের অধিকার দানে কায়েম করবে অহি-র বিধান।

***

অলক্ষ্যের ডাক

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

কে গো মম বারে বারে অলক্ষ্যে অদূরে
নাম ধরে শুধু ডাকে?
চকিতে চমকি কত ছবি আঁকি
মরণ নদীর বাঁকে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে আসিছে স্মরণে
অতীতের দিনগুলি।
ফেলে আসা পথে ফিরিব সে রথে
ভাবিনি যাবো যে চলি।
এত দিন ভবে কোথা যেবা কবে
বিস্মৃতির বেলাভূমে,
করি আমি খেলা যেন দ্বীন ভোলা
ধরণীর পদ চুমে।
কেটে গেল দিন বিদায়ের চিন
এখন নয়নে দেখি,
স্মরণেতে মন শুধু অনুক্ষণ
কাতরে আল্লাহকে ডাকি।

***

আধুনিকতা

আব্দুল হাসীব
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আধুনিকতা! ওহে আধুনিকতা!
কোথা থেকে হাযির হ'লে
নিয়ে এমন বর্বরতা!
ওহে আধুনিকতা!

ভেবেছিলাম তোমার আলোক আভায়
মোরা খুঁজে পাবো জীবনের পূর্ণতা,
কলুষিত জীবন বদলে মোরা
ফিরে পাবো সোনালী সভ্যতা।
কিন্তু তুমি নিয়ে আসলে তিমির রাত্রি
জাগালে মানবের বিবেক শূন্যতা,
তাইতো বিশ্ব আজ হয়েছে ঘৃণ্য
দিনে দিনে বাড়ছে অশ্লীলতা।

আধুনিকতা! ওহে আধুনিকতা!
ভেবেছিলাম তুমি সততার মশাল হয়ে
আনবে বিশ্বে নতুন এক ভিন্নতা,
যেখানে সকলে রইবো একত্রে
থাকবে না কোনরূপ বিচ্ছিন্নতা।
কিন্তু আসিলে তুমি নিয়ে ভ্রান্তি ভরা
আজকের এই পর্ণ প্রবণতা,
মানবের মাঝে জাগিয়ে তুললে
ভয়ংকর হীনমন্যতা।

আধুনিকতা! ওহে আধুনিকতা!
ভেবেছিলাম তোমার স্পর্শ পেয়ে ধরাতে
আসবে ফিরে আবার সরলতা,
দূর হয়ে যাবে মানবের মাঝে লুকিয়ে থাকা
সব ধরনের কুটিলতা।
কিন্তু তুমি নিয়ে আসলে নির্যাতনের বর্বরতা
বিশ্ব থেকে হারিয়ে দিলে মানবতা,
ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদযাপনেও আজ
নেই তো কোন লাজুকতা।

আধুনিকতা! ওহে আধুনিকতা!
হারিয়েছো তুমি নৈতিকতা,
নেই তো তোমার কোন ধার্মিকতা
তুমিই যুবসমাজের পথভ্রষ্টতা।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. নবুঅতের ১১তম বছরে।
২. মদীনার আওস ও খাজরায গোত্রের ১২ জন লোক।
৩. নবুঅতের ১২তম বছরে মিনার আক্বাবা নামক পাহাড়ী সুড়ঙ্গে দ্বিতীয় বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।
৪. মদীনার আওস ও খাজরায গোত্রের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী অংশ নিয়েছিলেন।
৫. ১৩ বছর। ৬. ১০ বছর।
৭. মক্কার কুরায়শ নেতারা দারুন নদওয়ায় বসে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা একযোগে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যা করবে তখন আল্লাহ তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেন।
৮. ১ম হিজরীর ছফর মাসে। ৬২২ খৃষ্টাব্দ।
৯. আলী (রাঃ)-কে। ১০. আবুবকর (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ২৩,০৪০ বার। ২. ৬,০০০-৭,৫০০ লিটার।
৩. ১-১.৫ মিনিট। ৪. ১,৩০,৬৮০ বার।
৫. ৭০ লক্ষ। ৬. ০.০১৭১৪ ইঞ্চি।
৭. ১ সেন্টিমিটার। ৮. ৭০% পানি ও ১৮% কার্বন।
৯. ১ কোটি। ১০. প্রায় ১০,০০০।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. হিজরতকালে রাসূল (ছাঃ) কোন গুহায় কত দিন আত্মগোপন করেছিলেন?
২. হিজরতকালে নবী করীম (ছাঃ) রাস্তা দেখানোর জন্য যে কাফেরকে পথপ্রদর্শক হিসাবে ভাড়া করেছিলেন তার নাম কি?
৩. রাসূল (ছাঃ)-কে ধরিয়ে দেয়ার জন্য কাফেররা কি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল?
৪. রাসূল (ছাঃ)-এর উটনীর নাম কি ছিল?
৫. রাসূল (ছাঃ) কখন মদীনায় পৌঁছেন?
৬. রাসূল (ছাঃ) কখন মদীনায় প্রবেশ করেন?
৭. নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে কার বাড়িতে অবস্থান করেন?
৮. রাসূল (ছাঃ) সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করেন?
৯. নবী করীম (ছাঃ) মদীনার ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেন। ইসলামের ইতিহাসে তা কি নামে খ্যাত?
১০. নবী করীম (ছাঃ) কতবার ওমরাহ করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. একজন মানুষের রক্তের পরিমাণ শরীরের ওযনের কত ভাগ?
২. দেহের সব শিরাকে পাশাপাশি সাজালে কতটুকু জমির প্রয়োজন?
৩. মানুষ চোখ খুলে কি করতে পারে না?
৪. মানুষের দেহের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশী কোনটি?
৫. মানবদেহের সবচেয় বড় হাড় কোনটি?
৬. মানবদেহের সবচেয় ক্ষুদ্রতম হাড় কোনটি?
৭. আমরা কয়টি হাড় নিয়ে জন্মগ্রহণ করি?
৮. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আমাদের দেহে কয়টি হাড় থাকে?
৯. আমাদের চোখের একটি পাপড়ি কত দিন বেঁচে থাকে?
১০. আমাদের মাথার খুলি কত ধরনের ভিন্ন ভিন্ন হাড় দিয়ে তৈরি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৮ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা শিক্ষা অফিসার মোহাঃ নাসির উদ্দীন। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের উপ-প্রধান চিকিৎসক (অব.) ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা মোকাদ্দাসুল ইসলাম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তুলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পৃথিবীতে মানুষ গড়ে উঠে স্ব স্ব বিশ্বাসের আলোকে। মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। অতএব তার সমস্ত কাজ হবে আল্লাহর দাসত্বের অধীনে তাঁকে রাযী-খুশী করার জন্য। ছোট্ট সোনামণিদেরকে শিশুকাল থেকে উক্ত লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের 'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের আক্বীদা সংশোধন করে তাদেরকে প্রকৃত মানুষ বানানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠন শিশু-কিশোরদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করছে। এর বিপরীতে বস্তুবাদী, পীরবাদী ও ছূফীবাদীরা তাদের আক্বীদা নষ্ট করছে এবং তাদেরকে মানুষের গোলাম বানাচ্ছে। ফলে ঐসব নষ্ট আক্বীদায় গড়ে উঠা শিশু-কিশোররা পরীক্ষায় ফেল করলে আত্মহত্যা করলেও আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী কোন সোনামণি আত্মহত্যা করবে না বা আত্মগ্লানিতে ভুগবে না। কারণ তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে সে নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি নিবে। এভাবে আমরা সোনামণিদেরকে আগামী দিনের আদর্শ মানুষ বানাতে চাই। যাতে তারা দুনিয়ায় তাক্বদীরে বিশ্বাসী সুখী মানুষ ও জান্নাতে স্বর্ণ-কঙ্কণের অধিকারী হ'তে পারে। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর তিনি ২০১৯-২০২১ সেশনের জন্য 'সোনামণি' ৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নাম ঘোষণা করেন ও তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। একইসাথে তিনি ৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের নামও ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয়

সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা পরিচালক ফিরোয আহমাদ প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৩টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রিফাত ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। সম্মেলনে 'আদব বা শিষ্টাচার' বিষয়ে মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করা হয়। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৩০ জন বালক ও ১১০জন বালিকা সহ মোট ২৪০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ

বালক গ্রুপ : ১ম : ফখরুল ইসলাম (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), **২য় :** আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **৩য় :** কাওছার (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আয়েশা ছিদ্দীকা (পাবনা), **২য় :** সা'দিয়া ছিদ্দীক্বা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **৩য় :** সোনিয়া আখতার (বগুড়া)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ছফফাত ১০০-১১১ আয়াত এবং ১০টি হাদীছ)

বালক গ্রুপ : ১ম : আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (বগুড়া), **২য় :** মুহাম্মাদ রিফাত (কুমিল্লা), **৩য় :** মুহাম্মাদ সুমন (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মুনীরা খাতূন (বগুড়া), **২য় :** সাঈদা খাতূন (বগুড়া), **৩য় :** সুমাইয়া (কুমিল্লা)।

৩. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

বালক গ্রুপ : ১ম : নূরুয্যামান (বগুড়া), **২য় :** আরীফুয্যামান (সাতক্ষীরা), **৩য় :** শরীফুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আয়েশা ছিদ্দীক্বা (দিনাজপুর), **২য় :** আফরীতা সুলতানা (সাতক্ষীরা), **৩য় :** যহূরা খাতূন (নওগাঁ)।

৪. সাধারণ জ্ঞান

বালক গ্রুপ : ১ম : মোছাদ্দেক হোসাইন (দিনাজপুর), **২য় :** নিয়ায মাহমূদ (নাটোর), **৩য় :** রেযাউল হক (দিনাজপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মারিয়া খাতূন (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** উম্মে যাকিয়া (বগুড়া), **৩য় :** মেঘলা খাতূন (সিরাজগঞ্জ)

৫. জাগরণী

বালক গ্রুপ : ১ম : রূহুল আমীন (রাজশাহী), **২য় :** আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা), **৩য় :** আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আসমা (বগুড়া), **২য় :** খাদীজা (কুষ্টিয়া), **৩য় :** ইসরাত জাহান (বগুড়া)।

৬. আযান

বালক গ্রুপ : ১ম : নো'মান (কুমিল্লা), **২য় :** আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা), **৩য় :** রূহুল আমীন (রাজশাহী)।

৬. হস্তাক্ষর (আরবী, বাংলা ও ইংরেজী)

বালক গ্রুপ : ১ম : নিয়ায মাহমূদ (নাটোর), **২য় :** মা'রূফ (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুল মুন'ঈম (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাবরিনা আফরীন (বাগেরহাট), **২য় :** তাসনীম খাতূন (সাতক্ষীরা), **৩য় :** আফীফা খাতূন (সাতক্ষীরা)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) : বিষয়- 'আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি'।

১ম : আব্দুল হাসীব (সহ-পরিচালক, মারকায এলাকা, রাজশাহী), **২য় :** মুহাম্মাদ নো'মান (স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, হাসনাহেনা শাখা, মারকায, রাজশাহী), **৩য় :** মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক (পরিচালক, সূর্যমুখী শাখা, মারকায, রাজাশাহী)।

২০১৯-২০২১ সেশনের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের তালিকা

ক্রম	নাম	দায়িত্ব	যেলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	পরিচালক	রাজশাহী	এম.এ
২	রবীউল ইসলাম	সহ-পরিচালক-১	নওগাঁ	এম.এ (অধ্যয়নরত)
৩	আবু হানীফ	সহ-পরিচালক-২	নওগাঁ	বি.এ (অনার্স) ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত
৪	মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম	সহ-পরিচালক-৩	রাজশাহী	বি.এ (অনার্স) ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত
৫	মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন	সহ-পরিচালক-৪	সিরাজগঞ্জ	কামিল ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত
৬	মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন	সহ-পরিচালক-৫	রংপুর	বি.এ (অনার্স) ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত
৭	মুহাম্মাদ আবু তাহের	সহ-পরিচালক-৬	সাতক্ষীরা	আলিম ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত

টাকার জীবন

মুবাশ্বিরুল ইসলাম
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জীবনের পাতা রইল ফাঁকা
এজন্য দায়ী কেবলই টাকা॥
টাকার লোভে আদায় করিনি ছালাত
দেইনি মোরা সম্পদের যাকাত॥
টাকার লোভেই ব্যর্থ ছিয়াম পালনে
ওশর দেইনি বহু কাজের অযুহাতে॥
টাকাই মোদের জীবনকে করলো ধুলিস্যাৎ
টাকার লোভে পড়ে সবাই হচ্ছে কুপোকাত॥
টাকার জন্যে মানুষ ছুটছে এদিক-সেদিক
ভাবছে তারা এটাই তাদের কাজ সঠিক॥
সকাল-সন্ধ্যা চাই তাদের শুধু টাকা
তাই জীবনের আমলের পাতা ফাঁকা॥
টাকার লোভে পাপপূর্ণ তার জীবন
আমল বিহিন জীবন তার কেড়ে মরণ॥
আমার যদি থাকত টাকার ঘর বিশাল
আমি হয়ে যেতাম পুরোপুরি ডিজিটাল॥
অর্থপ্রিয় ভাইদের প্রতি রইবে আমার আহ্বান
টাকার লোভ ছেড়ে দিয়ে হক্বের পথে পা বাড়ান॥

স্বদেশ

দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তোলপাড় চলছে দেশের রাজনীতিতে

১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান থেকে দেশে জুয়া ও দুর্নীতি বিরোধী শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে সরকার। সরকারের এ উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপকর্মের মাধ্যমে যারা রাজনীতির নামে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, দেশে-বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এ অভিযানকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্টজনেরা।

দেশে চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে সরকারী দলে এবং প্রশাসনে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত ক্যাসিনোকাণ্ডে ধরা পড়ছে রাতারাতি কোটিপতি বনে যাওয়া শত শত জুয়াড়ী। জুয়ার বোর্ড থেকে বেরিয়ে আসছে মদ, নারী, অর্থপাচার সহ হাযারো অনৈতিকতার গল্প। অভিযানে পাকড়াও হচ্ছেন আওয়ামী লীগ-যুবলীগের ডাকসাইটে নেতারা।

বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত অন্তত ৩৩ জন বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীর তথ্য-প্রমাণ এখন প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে। এছাড়া আরো অন্তত ৫৭ জন এমপির তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে যারা বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করেছেন। শীর্ষ সমালোচনায় আছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও ঢাকা-৮ (রমনা-মতিঝিল-পল্টন) আসনের এমপি রাশেদ খান মেনন (৭৬)। যিনি ঢাকার ফকিরাপুলের ক্যাসিনো চালানো ইয়ংমেন্স ক্লাবের সভাপতি।

ইতিমধ্যে ৫ এমপিসহ মোট ৭১ জনের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ক্রোকের প্রক্রিয়া শুরু করেছে দুদক। এরই মধ্যে তাদের ব্যাংক লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। দুদকের মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে যে তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে তার প্রথম ধাপে আছে- গুলশানের স্পা সেন্টারের মালিক অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাট সেলিম প্রধান, ঢাকা মহানগর যুবলীগের সভাপতি ইসমাঈল হোসেন চৌধুরী সম্রাট, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমূদ ভূঁইয়া, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক পরিচয় দানকারী জি কে শামীম, দফতর সম্পাদক কাযী আনীসুর রহমান আনীস, কলাবাগান ক্রীড়াচক্রের সভাপতি ও কৃষক লীগের নেতা ইয়াবা সম্রাট শফীকুল আলম ফিরোয, বিগত ২৫ বছর যাবত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালক লোকমান হোসাইন ভূঁইয়া ও গুলশানের বিতর্কিত ব্যবসায়ী আযীয মোহাম্মদ ভাই সহ ২৩ জন। জানা গেছে, এদের হিসাবে আমানতের স্থিতির পরিমাণ ১ হাযার ২৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে জি কে শামীমের ১৯ ব্যাংকের ১৩২ হিসাবে ৪৫৯ কোটি টাকা।

ইসমাঈল হোসাইন সম্রাটের দেশীয় একাউন্টে উল্লেখযোগ্য অর্থ পাওয়া না গেলেও সিঙ্গাপুর তার ৭০০ কোটি টাকা মূল্যে সম্পদ রয়েছে। যার ভিত্তিতে গোয়েন্দাদের একটি দল বর্তমানে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছে। এছাড়া ক্যাসিনো জুয়া বিরোধী অভিযানের সমালোচক চট্টগ্রামের এমপি ও জাতীয় সংসদের হুইপ শামসুল হক চৌধুরী গত পাঁচ বছরে চট্টগ্রামের আবাহনী ক্লাবের জুয়া থেকে ১৮০ কোটি টাকা আয় করেন বলে প্রকাশ। এছাড়াও রয়েছে যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ভোলা-৩ আসনের এমপি নূরুন্নবী চৌধুরী শাওন এবং সুনামগঞ্জ-১ আসনের এমপি মোয়াজ্জেম হোসাইন রতন সহ কাউন্সিলর, প্রকৌশলী ও ব্যাংকার সহ বিভিন্ন পেশার অর্ধশতাধিক ব্যক্তির প্রতি দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের ডিজি শামীম মোহাম্মাদ আফযাল ধরা খেয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বারে ৭৩ কোটি টাকা স্বেচ্ছায় ফেরৎ দিয়েছেন। এখনও সম্ভবতঃ ৫০০ কোটি টাকা দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়তে যাচ্ছেন।

দুদক কমিশনার ড. মোযাম্মেল হক খান বলেছেন, অন্তত ১শ' জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান প্রক্রিয়াধীন। কাজ শেষে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা হবে। এছাড়া তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

নামাযী ও দাড়ি রাখা লোকদের আমি পসন্দ করি

-প্রধানমন্ত্রী

প্রশাসনের বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা দাড়ি রাখেন এবং ছালাত আদায় করেন তাদের বিএনপি-জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত না করতে সতর্ক করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, যারা নামায পড়েন ও দাড়ি রাখেন, তাঁদের আমি পসন্দ করি। অথচ এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বার্থেই এ ধরনের কর্মকর্তাদের বিএনপি-জামায়াতের লোক হিসাবে চিহ্নিত করে বসেন।

গত ২৮শে অক্টোবর মন্ত্রীপরিষদ সচিব মুহাম্মাদ শফিউল আলমের অবসর উপলক্ষে এ কথা বলেন। বৈঠকের শুরুতে তাঁর প্রতি বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। আগামী ১লা নভেম্বর তিনি তাঁর নতুন কর্মস্থল ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে যোগ দেবেন।

বিদায়ী মন্ত্রীপরিষদ সচিব হিসাবে তাঁর কর্মদক্ষতার বিবরণ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের সবপর্যায়ের দায়িত্ব পালনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন শফিউল আলম। তিনি মেধাবী, সৎ, দক্ষ এবং একজন সফল কর্মকর্তা। তিনি কখনোই কাজ ফেলে রাখেননি। দিনের কাজ দিনেই শেষ করে তিনি সবার জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর নিয়োগের সময় একদল কর্মকর্তা বিরোধিতা করে তাঁকে জামায়াতের অনুসারী কর্মকর্তা হিসাবে চিহ্নিত করে অভিযোগ করেছিলেন এবং প্রমাণ হিসাবে তাঁর নিয়মিত নামায পড়া ও দাড়ি রাখাকে পেশ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন রেখে বলেন, এটা কোন ধরনের কথা? একজন দাড়ি রেখেছেন। নিয়মিত নামায পড়েন। এ কারণেই তিনি জামায়াতের অনুসারী হয়ে যাবেন? তিনি বলেন, মূলতঃ কোন কর্মকর্তার নিয়োগ বা পদোন্নতি ঠেকাতে প্রথমেই বলা হয় ঐ কর্মকর্তা বিএনপি। তারপর বলা হয়, সে তো জামায়াত। একজন কর্মকর্তার রাজনৈতিক বিশ্বাস যেকোন দলের প্রতি থাকতেই পারে, তা দোষের নয়। সবাই একই আদর্শে বিশ্বাসী হবেন, এটা তো কাম্য হ'তে পারে না।

প্রসঙ্গত, মুহাম্মাদ শফিউল আলমের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন সেতু বিভাগের সিনিয়র সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। তিনিও অল্প বয়সেই দাড়ি রেখেছেন এবং নিয়মিত ছালাত আদায় করেন। প্রশাসনে তিনিও সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসাবে সুপরিচিত।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই। আল্লাহ তাঁকে ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধান সমূহ পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের তাওফীক দিন (স.স.)]

বিদেশ

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ তরুণ ধনীর তালিকায় বাংলাদেশের আশিক আহমাদ

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ তরুণ ধনীদের তালিকা। বিস্ময়কর হ'ল, এই তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশের আশিক আহমাদ। ৩৮ বছর বয়সী এই যুবক ২৫তম অবস্থানে রয়েছেন। তিনি 'ডেপুটি' নামক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণকারী একটি সফটওয়্যারের প্রধান নির্বাহী ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তার সম্পদের পরিমাণ এক হাযার ২৫০ কোটি টাকার কিছু বেশী।

১৭ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমানো আশিক প্রথমে ঘণ্টাভিত্তিক বেতনে কাজ করতেন। পরে তিনি অনুধাবন করেন রোস্টারের ক্ষেত্রে হিসাব রাখা বেশ সমস্যার। এই সমস্যা সমাধানেরই একটি সহজ উপায় খুঁজতে থাকেন আশিক। অতঃপর ২০০৮ সালে গণিত, বিজ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তৈরী করেন 'ডেপুটি' নামের একটি সফটওয়্যার। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সফটওয়্যারটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কাজের সূচী (রোস্টার) তৈরী, বেতনের হিসাব রাখা এবং সার্বিকভাবে কর্মী ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সহজ করে দেয়। বর্তমানে ১ লাখ ৮৪ হাযার প্রতিষ্ঠান 'ডেপুটি' সফটওয়্যার ব্যবহার করছে। এদের মধ্যে নাসা এবং অস্ট্রেলিয়ার সর্ববৃহৎ এয়ারলাইনস কান্টাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

আশিক বলেন, আমি কখনোই শুধু অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করিনি। কখনো করবোও না। বরং শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল সমস্যার সমাধান করা।

ক্যাসিনো-শহর লাসভেগাসের হৃৎপিণ্ডে গড়ে উঠেছে মুসলিম ভিলেজ

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের বিখ্যাত শহর লাসভেগাস। অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সবুজাবৃত পর্বতমালায় ঘেরা এই শহরটি ক্যাসিনো, মদ, জুয়া আর পতিতাবৃত্তির অবাধ বিচরণক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। এখানে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক সব আবাসিক হোটেল ও বিনোদনকেন্দ্র।

তবে অন্ধকার এ নগরীটিকে ধীরে ধীরে আলোকময় করে তুলছে শহরের ওয়াশিংটন এভিনিউ ও এইচ স্ট্রিটের পাশে অবস্থিত অন্যতম প্রাচীন মসজিদ আছ-ছবর মসজিদ। গত শতাব্দীর সত্তুরের দশকে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদটি লাসভেগাসের মুসলমানদের মিলনক্ষেত্র। বিত্তবান মুসলিম পরিবার এবং বিখ্যাত দুই বক্সার মাইক টাইসন ও মুহাম্মদ আলী এবং তাঁর কন্যা লায়লা আলীর সার্বিক সহযোগিতায় মসজিদটি স্থাপিত হয়। মসজিদটিকে ঘিরে প্রায় ২০ বছর পরিশ্রমের পর বর্তমান ইমাম ফাতীন সাইফুল্লাহ পাপে ভরপুর এই এলাকাটিকে অনেকটাই আলোকিত নগরীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মসজিদের আশপাশ জুড়ে পুরো এলাকা এখন নতুন রূপ ধারণ করেছে। মদ-জুয়া বা অনৈতিক কার্যাবলী থেকে এখন তা সম্পূর্ণ মুক্ত। পশ্চিম লাসভেগাস স্ট্রিটের এক মাইল দূরে অবস্থিত এই নগরীকে অভিহিত করা হয় 'মুসলিম ভিলেজ' নামে। মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য এলাকাটিকে নিরাপদ এলাকা হিসাবে গড়ে তুলতে মসজিদের আশপাশের অনেক ঘর-বাড়ি ক্রয় করছে মসজিদ কমিউনিটি। মুসলমানদের এখানে বসবাসে আগ্রহী করে তুলতে নগর উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের জন্য তৈরী করা হয়েছে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার। শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য আছে ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার। অভাবীদের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে নিয়মিত খাবারের। আশ্রয়হীন বা নিপীড়িত নারীদের জন্য করা হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র। আরো আছে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির জন্য মাদক নিরাময়কেন্দ্র। মোটকথা মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে মুসলিম ভিলেজে। বর্তমানে মসজিদের আশপাশে মুসলমানদের সঙ্গে অনেক অমুসলিমও বসবাস করছে।

অপরাধের মাত্রা অনেক কমে যাওয়ায় লাসভেগাসের এই এলাকাটিতে শহরের মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরাপদ এলাকা হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে। সবার মধ্যে মুসলিম ভিলেজ এতই পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে যে, কেউ কোন ধরনের সমস্যায় পড়লে তাকে সবাই মুসলিম ভিলেজের মসজিদে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। আফ্রিকান, আমেরিকান, অভিবাসী ও নওমুসলিম, অমুসলিমসহ সব শ্রেণীর কাছে এটা প্রশান্তি পল্লী হিসাবে পরিচিত ও অত্যন্ত প্রিয় একটি স্থান।

আফ্রিকান বংশোদ্ভূত সম্মানিত ইমাম ফাতীন সাইফুল্লাহর জন্ম আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল লুইজিয়ানায়। লুইজিয়ানার এক ব্যাপ্টিস্ট চার্চে বেড়ে ওঠেন তিনি। ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি উক্ত মসজিদের ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

[অপরাধ ও পাপাচারের স্বর্গ হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত এমন একটি শহরে নিরাপদ ও পাপমুক্ত এলাকা গড়ে তোলার উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। এথেকে বুঝা যায়, সামাজিক অবস্থা যতই বিপর্যয়কর হৌক না কেন আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখে একনিষ্ঠভাবে সমাজ সংশোধনে ব্রতী হ'লে ইলাহী মদদ নেমে আসে (স.স.)]।

ভারতে মহামারী রূপ নিচ্ছে ক্যান্সার : বেড়েছে ৩০০ শতাংশ!

ভারত জুড়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রতিবছর ৩০০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মুখের ক্যান্সার, সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সারের মত জালে ক্যান্সার। ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল ২০১৯-এর পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে জানা যায় যে, ভারতে ২০১৭ থেকে ২০১৮-এর মধ্যে প্রায় ৩২৪ শতাংশ ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে দিল্লীর রাজ্য সরকার চালিত ক্লিনিকে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী এসেছে ৬ কোটি ৫০ লাখ। অথচ ২০১৭ সালে মোট ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি।

চিকিৎসকদের অভিমত, প্রতিদিনের অনিয়ন্ত্রিত জীবন, খাদ্যাভ্যাস এবং প্রচুর পরিমাণে তামাকজাত পদার্থ সেবন ও মদ্যপান ক্যান্সার বেড়ে যাওয়ার কারণ।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv

Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

মুসলিম জাহান

সরকারী চাকরির প্রয়োজন নেই, আমরা চাই সন্তান নিতে

দরকার নেই সরকারী চাকরির। কেবলমাত্র চাকরির জন্য সন্তান জন্ম দেওয়া বন্ধ করার পথে আমরা হাঁটবো না বলে জানিয়েছেন ভারতের আসাম রাজ্যের মুসলিম এমপি বদরুদ্দীন আজমাল। তিনি বলেন, 'সরকারী চাকরী চাই না, আমরা বাচ্চা নিতে চাই'।

সম্প্রতি দু'টির বেশী সন্তান থাকলে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে আসাম রাজ্য সরকার। সেই নিয়মে বলা হয়েছে যে, দুইয়ের বেশী সন্তান হ'লে সেই সন্তানের পিতামাতা কোন সরকারী চাকরী পাবেন না। বদরুদ্দীন আজমাল সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলিমরা বাচ্চা নেওয়া বন্ধ করবে না। আমার ধর্ম বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে যার আসার কথা সে আসবেই। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। তিনি বলেন, এই আইন পরিবেশের স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে। ফলে তা পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতিই ডেকে আনবে।

[ধন্যবাদ ভাই এমপি আজমালকে তার সাহসী উচ্চারণের জন্য। এভাবে মুসলমানরা যদি সোচ্চার হয়, তাহ'লে ভারতের কথিত গণতন্ত্রী হিন্দুত্ববাদী হঠকারী সরকার পিছে হটতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ (স.স.)]

মহাকাশে যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন বিভিন্ন দেশের ১১ মুসলিম নভোচারী!

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রথম মহাকাশচারী হাজ্জা মানছূরী অতি সম্প্রতি ১ সপ্তাহের মহাকাশ ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন। তিনি ছাড়া এর আগে আরো দশজন মুসলিম নভোচারী মহাকাশ ভ্রমণে গিয়েছেন। আরব নভোচারী হিসাবে তার অবস্থান তৃতীয়। তবে তাদের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, তারা যখন মহাকাশ ভ্রমণে ছিলেন, তখন তারা কিভাবে ছালাত-ছিয়াম পালন করেছেন; অথচ ঐ সময় তারা পৃথিবী থেকে হাযার হাযার কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে অবস্থান করছিলেন!

সংযুক্ত আরব আমিরাত নিউজ এজেন্সির বরাতে জানা যায়, নভোচারীরা সেখানে আমাদের ২৪ দিনের সময়ে ১৬ ঘন্টা সূর্যোদয় ১৬ বার সূর্যাস্ত দেখতে পাবেন। মুসলিম নভোচারীদের সে হিসাবে প্রতি ৯০ মিনিটে ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে। কারণ পৃথিবী থেকে মহাকাশের গতি ২৪,০০০ হাযার কিলোমিটার বেশী। সে হিসাবে তারা এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবেন ত্রিশ মিনিট অন্তর অন্তর। আমাদের ২৪ ঘন্টার সমান মহাকাশের সময়ে ৮০ ওয়াক্ত ছালাতের সময় অতিবাহিত হয়। ছিয়াম রাখার ক্ষেত্রে প্রতি ৪৫ মিনিটের একটি ছিয়াম রাখার কথা বলা হয়।

অন্যদিকে মহাকাশে কিবলা নির্ধারণ কিভাবে হবে সে ব্যাপারে মিসরের দারুল ইফতা প্রদত্ত ফৎওয়ায় বলা হয়েছে, এটা নিশ্চিত যে, নভোচারী যখন মহাকাশ গমন করে, তখন সে কিবলার দিক হারিয়ে ফেলে। এরপরেও সম্ভবপর কিবলামুখী হয়েই ছালাত শুরু করতে হবে। কেননা এটা ছালাত শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত।

তবে ২০০৬ সালে বিজ্ঞানী ও আলেমদের নিয়ে সমন্বয়ে আয়োজিত এক কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয় যে, মহাকাশচারী তার ক্ষমতা অনুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করবে। এই ব্যাপারে আরো একটা মত আছে, সেটা হ'ল মহাকাশচারী পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকলেই যথেষ্ট হবে।

[নভোচারীদের জন্য ক্বিবলার নিয়ত করাই যথেষ্ট। ক্বিবলা নির্ধারণ শর্ত নয়। আল্লাহ বলেন, যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে, সেদিকেই রয়েছে আল্লাহ্র চেহারা (বাক্বারাহ ১১৫)। তবে তারা সেখানে গিয়ে যদি ছালাত-ছিয়াম আদায় করে থাকেন, তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ। আমরা তাদের জন্য দো'আ করি (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মানুষের চোখে ৫৭৬ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা

বর্তমানে বিশ্বময় চলছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা উদ্ভাবনের প্রতিযোগিতা। কিন্তু অনেকেই জানেন না আল্লাহ তা'আলা মানুষের চোখে কত বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যামেরা দিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান বাজারে ৮ থেকে ৪১ মেগাপিক্সেল ক্যামেরার ফোন পাওয়া যায়। কিন্তু বিস্ময়কর হ'ল মানুষের চোখে রয়েছে ৫৭৬ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। সেজন্যই আমরা প্রায় ১ কোটি রঙ আলাদাভাবে দেখতে পাই।

পিক্সেল হচ্ছে ছবির প্রাণ, ছবির ক্ষুদ্রতম অংশ যা খালি চোখে দেখা যায় না। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী ১০ লাখ পিক্সেল সমান ১ মেগাপিক্সেল। এই মেগাপিক্সেলই হচ্ছে ক্যামেরার লেন্সে তোলা ছবির আয়তনের একক। এছাড়া ৫৭৬ মেগা পিক্সেলের হিসাবটা স্থিরচিত্রের ক্ষেত্রে। আর চলমান ছবি বা ভিডিও মানুষের চোখ ৭৭৭.৬ গিগাপিক্সেল পর্যন্ত চিত্রগ্রহণ করতে সক্ষম।

[জ্ঞানীদের জন্য এসবের মধ্যে আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ লুকিয়ে রয়েছে (স.স.)]

স্বাভাবিক প্রসবের শিশুরা বেশি স্মার্ট!

শিশু জন্মের সময় কোন জটিলতায় মা ও নবজাতকের জীবন হুমকির মুখে পড়লে সিজারিয়ান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এতে মা ও শিশুর কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তাই একেবারে অপরিহার্য না হলে যেন সিজার না করা হয়, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, স্বাভাবিক প্রসবে জন্ম নেওয়া শিশুরা অনেক বেশী স্মার্ট এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের অনেক বেশী। যার কারণ হল, জন্মের পরপরই ওরা সহজে ও দ্রুত মায়ের বুকের দুধ পায় ও খেতে পারে। জন্মের পরপরই মায়ের ত্বকের স্পর্শে এসে নবজাতক প্রয়োজনীয় উষ্ণতা পায়। এছাড়া জন্মনালী অতিক্রমের সময় নবজাতকেরা কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়া পায়। এগুলো তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। স্বাভাবিক জন্মের শিশুরা যে শুধু স্মার্ট হয়, তা-ই নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, ওই শিশুরা পরবর্তী জীবনে অনেক বেশি মেধার পরিচয় দেয়। পড়াশোনায় তারা ভালো করে।

অথচ বর্তমানে দেশে সিজারিয়ানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এই হার মোট শিশুজন্মের ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে থাকা দরকার। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে ৩১ শতাংশ শিশু জন্ম নেয় অপারেশনের মাধ্যমে।

অভিযোগ আছে যে কিছু বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক বেশী লাভের জন্য অপ্রয়োজনীয় অপারেশন করে। অন্যদিকে এটাও সত্য যে, অনেক মা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা চান না যে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রসূতি মায়ের ব্যথা-বেদনায় খুব বেশি কষ্ট হোক। তাই সমস্যার আশংকা থেকে তারাও অপারেশনের ব্যাপারে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। কিন্তু অধিকাংশই ক্ষতিকর দিকটা ভেবে দেখেন না।

এ ব্যাপারে সেভ দ্য চিলড্রেনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর ইশতিয়াক মান্নান বলেন, অপ্রয়োজনীয় অপারেশনের মাধ্যমে শিশু জন্মের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। এর ফলে মা ও শিশু দুজনেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। তাই অপারেশনের মাধ্যমে শিশু জন্মের হার কমিয়ে আনতে হবে।

[সুখপ্রসব ও স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্য গর্ভের ৭ম মাস থেকে প্রতি রাতে শোওয়ার সময় ১ ডোজ পালসেটিলা (হোমিও) ২০০ খান। সেই সাথে সকালে কেলি ফস ৬x দু'টি করে বড়ি এক কাপ গরম পানিসহ এবং বিকেলে ক্যালকেরিয়া ফস ৬x দু'টি বড়ি এক কাপ গরম পানি সহ খান। ৪ দিন পরপর দু'দিন করে বিরতি দিন। ইনশাআল্লাহ সিজারের প্রয়োজন হবে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখুন এবং বিসমিল্লাহ ও দো'আ পাঠের মাধ্যমে ঔষধ খান। আল্লাহ মূল আরোগ্যদাতা (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : রাজশাহী-পূর্ব
হিংসা-অহংকার পরিত্যাগ করে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করুন!

-আমীরে জামা'আত

২৩শে অক্টোবর বুধবার তাহিরপুর হাইস্কুল মাঠ, বাগমারা, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন তাহিরপুর হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বোয়াহার ৫৫ আয়াত পাঠ করে বলেন, আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছি। মৃত্যুর পর পুনরায় মাটিতে ফিরে যাব। অতঃপর ক্বিয়ামতের দিন সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হব। অতএব মৃত্যু আসার আগেই যাবতীয় গর্ব-অহংকার পরিত্যাগ করে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হৌন!

তিনি বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া ভাষণ শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমরা সবাই এক আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী। তাই আমাদের কারু উপরে কারু কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। তিনি বলেন, সৎ মানুষ গড়ার ভিত্তি হ'ল তিনটি: তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস। তিনি বলেন, বর্তমানে দু'টি বড় ফিৎনা হ'ল চরমপন্থা ও শৈথিল্যবাদ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যাবতীয় চরমপন্থা ও শৈথিল্যবাদ হ'তে দূরে থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানায়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি যিল্লুর রহমান, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয খুরশেদ আলম এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন নওগাঁ যেলা আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র সদস্য এনামুল হক ও তাহিরপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি আব্দুল বারী। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ আইয়ূব আলী সরকার। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আবুল কালাম শেখ ও তাহিরপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক ডা. মনছূর আলী।

অভিজ্ঞদের মতে '৭১-এর পর এটাই ছিল স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশ। সম্মেলনের সাথে সাথে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং চলে। যেখানে ২১ জনের ব্লাড গ্রুপিং হয় এবং ২০ জন ডোনর হন।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে সংগঠনের প্রচারপত্র 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন', 'মদ-জুয়া হ'তে বিরত থাকুন' এবং 'ঈদে মীলাদুন্নবী' ব্যাপকহারে বিতরণ করা হয়।

যেলা সম্মেলন : বগুড়া
ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকুন!

-আমীরে জামা'আত

২রা নভেম্বর শনিবার আলতাফুন নেসা খেলার মাঠ, বগুড়া : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ঐতিহাসিক আলতাফুন নেসা খেলার মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা হূদের ১১২ আয়াত পাঠ করে বলেন, মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল লক্ষ্য নির্ধারণ করা ও সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা। মুমিন জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হ'ল জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে কোন মূল্যে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপরে অবিচল থাকা। প্রখ্যাত ছাহাবী সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাক্বাফী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, 'তুমি বল আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ্র উপরে। অতঃপর এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাক'। ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর টিকে থাকতে আমরা দৈনন্দিন ছালাতে আল্লাহ্র নিকটে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকি। সেখানে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইহূদী-নাছারাদের পথে না যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য কামনা করে থাকি। অথচ আমরা তাদেরই মতবাদে পড়ে রাজনৈতিক জীবনে নানা দলে বিভক্ত এবং পরস্পরে হিংসা ও প্রতিহিংসায় জর্জরিত। বলতে গেলে তারাই বেনামীতে সারা পৃথিবী শাসন করছে। তাদের চক্রান্তেই ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব ৫৭টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। এছাড়া ধর্মীয়ভাবে মুসলমানরা আজ শতধা বিভক্ত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী সবাই জাহান্নামী হবে। কেবল একটি দল ব্যতীত। যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একনিষ্ঠ অনুসারী। কেবলমাত্র তারাই জান্নাতী হবেন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশীউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, প্রচার সম্পাদক মুফীযুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক।

সম্মেলনের সাথে সাথে সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর ক্যাম্পিং' চলে। যেখানে ১৪১ জনের ব্লাড গ্রুপিং হয় এবং ১৮১ জন ডোনর হন।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে 'যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন' 'মদ-জুয়া হ'তে বিরত থাকুন' এবং 'ঈদে মীলাদুন্নবী' প্রভৃতি সংগঠনের প্রচারপত্র সমূহ ব্যাপকহারে বিতরণ করা হয়।

যেলা সম্মেলন : রাজশাহী-পশ্চিম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মধ্যেই মানবজাতির মুক্তি নিহিত

-আমীরে জামা'আত

১০ই নভেম্বর রবিবার, কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর যেলার তানোর থানাধীন কালীগঞ্জহাট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য তিনি সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। অতএব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে তাঁর আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার মধ্যেই মানব জাতির মুক্তি নিহিত রয়েছে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী (নওগাঁ) প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় সদস্য মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট)। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দুররুল হুদা।

সম্মেলনে সংগঠনের প্রচারপত্র 'মদ ও জুয়া থেকে বিরত থাকুন', 'যাবতীয় চরমপন্থা থেকে বিরত থাকুন' এবং 'ঈদে মীলাদুন্নবী' ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়। সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওন-এর পক্ষ থেকে ব্লাড গ্রুপিং ও ডোনার সংগ্রহ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ৪৭ জনের ব্লাড গ্রুপিং করা হয় এবং ৩৬ জন ডোনার হন। সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

মাদ্রাসা প্রতিনিধি সম্মেলন ২০১৯

৮ই নভেম্বর ২০১৯, নওদাপাড়া মারকায : অদ্য সকাল ৭-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিক্ষা বিভাগের অধীনে পরিচালিত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধিভুক্ত মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষা বোর্ডে'র চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির, আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সচিব শামসুল আলম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, প্রধান পরিদর্শক ড. কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে মোট ৩২টি মাদ্রাসার ৩৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা বোর্ডের অগ্রগতি সম্পর্কে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

২৮. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ, ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাজারস্থ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, 'আল-আওন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। সভা শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মাওলানা ছফিউল্লাহ খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৯. বিরল, দিনাজপুর-পশ্চিম, ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বিরল থানাধীন তারা মার্কেটের ২য় তলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রাশেদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩০. পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ, ২রা অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। সভা শেষে মাওলানা আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শহীদুল আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩১. টাঙ্গাইল, ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ভবানীপুর পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল-মামূনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩২. বড়াইগ্রাম, নাটোর, ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বড়াইগ্রাম থানাধীন বনপাড়া পৌরসভার ৫নং

ওয়ার্ডের পশ্চিম মালিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। সভা শেষে ড. মুহাম্মাদ আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৩. মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল-পূর্ব, ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বশীরুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৪. নওদাপাড়া, রাজশাহী-পূর্ব, ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর নগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের নীচতলায় সংগঠনের যেলা কার্যালয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে ডা. ইদরীস আলীকে সভাপতি ও মাওলানা এস. এম. সুলতান মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৫. কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ৩রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুর্তাযাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মতীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৬. পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় নগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার। সভা শেষে ডা. মুহাম্মাদ শামীম আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শেখ সা'দীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৭. জয়পুরহাট, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। সভা শেষে মাওলানা আব্দুছ ছবূরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মুন'ঈমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৮. জামালপুর-দক্ষিণ, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন সেঙ্গুয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে অধ্যাপক বযলুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. জামালপুর-উত্তর, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেংগারগড় শুরেরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা মাসঊদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. ছোট বেলাইল, বগুড়া, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে মশিউর রহমান বেলালকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১. উযীরপুর, বরিশাল-পশ্চিম, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর

রহমান। সভা শেষে মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম নাছিরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪২. পীরগাছা, রংপুর-পূর্ব, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার, : অদ্য বাদ আছর যেলার পীরগাছা থানাধীন দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুযযামান। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুফীযুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

৪৩. রংপুর-পশ্চিম, ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মুসলিম পাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। সভা শেষে প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ লাল মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

শিক্ষা সফর ২০১৯

তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, ১৭-১৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২০১৯ : গত ১৭-১৮ই অক্টোবর বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল সহ দেশের ১১টি যেলা থেকে মোট ৭০ জন কর্মী ও সুধী। ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক রবীউল ইসলাম এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাসেল মিয়া।

১৭ই অক্টোবর রাত ১২-টায় দু'টি রিজার্ভ কোচ নিয়ে সফরকারী দলটি নারায়ণগঞ্জ যেলা অফিস কাঞ্চন বাজার থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং পরদিন দুপুর ১২-টা নাগাদ সুনামগঞ্জ যেলার তাহিরপুর উপযেলার 'টাংগুয়ার হাওরে' পৌঁছে। এ সময় তাহিরপুরে তাদেরকে স্বাগত জানান স্থানীয় দ্বীনী ভাই মুহাম্মাদ হানীফ, আশিকুর রহমান ওরফে আশরাফুল প্রমুখ। সেখান থেকে তারা ৩টি ট্রলারে যাত্রা শুরু করেন প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম জলাভূমি 'টাংগুয়ার হাওরে'র মধ্য দিয়ে। অতঃপর ওয়াচ টাওয়ার ও সোয়াম্প ফরেস্ট হয়ে টেকেরহাট বাযারে এসে নৌকাতেই রাত্রিযাপন করেন। এসময় সফরকারীগণ টেকেরহাট বাজার এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদ ও মাদ্রাসাসমূহে দাওয়াতী কাজ করেন এবং বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করেন। স্থানীয়রা তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

রাতের খাবারের পর দীর্ঘক্ষণ সাংগঠনিক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সুনামগঞ্জ যেলার নতুন আহলেহাদীছ ৯ জন ভাই তাদের জীবনের কাহিনী শোনান এবং আহলেহাদীছ হওয়ার আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করেন। সাথে সাথে তারা স্ব স্ব পরিবার ও সমাজ থেকে নানা বাধা-বিপত্তির কথা বর্ণনা করেন। তারা সাংগঠনিকভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ব্যক্ত করেন। অতঃপর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব তার দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং মুহাম্মাদ হানীফকে সভাপতি এবং নিযামুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাহিরপুর উপযেলা কমিটি গঠন করেন। হাফেয নযরুল ইসলামকে প্রধান উপদেষ্টা করা হয়। এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জ যেলায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর প্রথম সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হ'ল। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হ'লেন সহ-সভাপতি আযীযুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক রফীকুল বারী, প্রচার সম্পাদক আশিকুর রহমান ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাজীব আহমাদ। এছাড়াও সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার থানা থেকে আগত হিন্দু থেকে মুসলমান, অতঃপর আহলেহাদীছ আক্বীদা গ্রহণ করা যুবক মুহাম্মাদ এবং অপর নবাগত আহলেহাদীছ ছালেহ আহমাদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন সকালে সফরকারী দল ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে নীলাদ্রী লেক, রাজার ঝর্ণা, লাকমা ছড়া প্রভৃতি স্পট পরিদর্শন করে বারেক টিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অতঃপর বারেক টিলা, শিমুল বাগান হয়ে যাদুকাটা নদীপথে তাহিরপুরের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করে। বাদ মাগরিব সুনামগঞ্জ থেকে রওয়ানা হয়ে তারা রাত ২-টায় নরসিংদী শহরে পৌঁছেন। অতঃপর সফরকারীগণ স্ব স্ব গন্তব্যের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট থেকে দো'আ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাংস্কৃতিক বিভাগের অধীনে পরিচালিত 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব ও রাজশাহী যেলার মোহনপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজের আরবী প্রভাষক ড. মুহাম্মাদ ছাদরুল ইসলাম (৪০) গত ২০শে অক্টোবর সকাল সাতটায় প্রায় ১০ মাস ক্যান্সার ভোগের পর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ভাই ৪ বোন, পিতা-মাতা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐ দিন দুপুর ১২-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ মাঠে তার ১ম জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** মারকায ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ঐদিন বাদ আছর তার গ্রামের বাড়ী মোহনপুর উপযেলার আতা নারায়ণপুর গ্রামে ২য় জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। এখানে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক ও তার মামা অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। রাজশাহী থেকে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম প্রমুখ দায়িত্বশীল তার ২য় জানাযা ও দাফন কার্যে শরীক হন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ এনামুল হক (৪৪) গত ২৩শে অক্টোবর বুধবার

সকাল ১০-টায় দীর্ঘ রোগভোগের পর রংপুর ডক্টরস ক্লিনিক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ কন্যা, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐ দিন বাদ আছর কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে তার ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার অছিয়ত মোতাবেক কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুর রহীম জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব তার নিজ গ্রামে ২য় জানাযায় ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ও উত্তর এবং লালমণিরহাট যেলার দায়িত্বশীলগণ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদেরকে মোবাইলের মাধ্যমে সমবেদনা জানান ও তার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন।

সালমান ফারেসী (রাঃ) মাদরাসা

(হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান)

(আবাসিক ও অনাবাসিক)

হিফযসহ শিশু শ্রেণী হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত।

ফরম বিতরণ : ১০ হ'তে ২৮শে ডিসেম্বর'১৯।

ভর্তি পরীক্ষা : ২৯শে ডিসেম্বর'১৯ রবিবার।

ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী'২০ বুধবার।

বৈশিষ্ট্যসমূহ : (১) আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা। **(২)** নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। **(৩)** কম্পিউটার শিক্ষা।

বি.দ্র. ইয়াতীম ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

যোগাযোগ : সালমান ফারেসী (রাঃ) মাদরাসা।
খড়খড়ি বাইপাস, পবা, রাজশাহী। ০১৯২০-৪৩৮২৯৪।

দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আহ্বান

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অধীনে পরিচালিত জামালপুর সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত মাদারগঞ্জ থানার নলকা গ্রামে অবস্থিত উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের নির্মাণকাজ চলছে। দ্বীনদার ভাই-বোনদের নিকটে উক্ত মসজিদ নির্মাণে আন্তরিক দো'আ ও আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা :

নলকা উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং ১০৬১৩৪০০২২৬৬৩, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক, কয়রা শাখা। বিকাশ নং ০১৬৮৪-১৪১৩১৫।

নিবেদক, মুহাম্মাদ তমছের আলী ফকীর
সভাপতি, মসজিদ পরিচালনা কমিটি
০১৭৩৮-১৩৩৩৩৯।

বাবরী মসজিদ নিয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রায় অগ্রহণযোগ্য

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারতের ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের সুপ্রীম কোর্টের রায়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি বলেন, আদালত একদিকে বলছে উক্ত স্থানে মসজিদ ভেঙ্গে কোন মন্দির নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি, আবার সে আদালতই মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিচ্ছে। ফলে এ রায় নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একইসাথে অন্যত্র মসজিদের জন্য ভূমি বরাদ্দ করা রীতিমত অপমানকর। এতে মুসলমানরা পরাজিত হয়নি, পরাজিত হয়েছে ন্যায়বিচার। আমরা এ রায়ের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধৈর্যধারণের ও আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছি *(দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ই নভেম্বর, ৮ম পৃঃ ৩য় কলামে প্রকাশিত)*।

ডা. মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম (মিলন)

বি.ডি.এস (ঢাকা ডেন্টাল কলেজ)
পি.জি.টি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফিসাল সার্জারী)
বিএমডিসি রেজিঃ নং ৩১৭০।
মোবাইল : ০১৭৩৫-৭৭৮১৬০, ০১৭৮৫-০০৩৩৬৬।

চেম্বার	চেম্বার
দীনা ডেন্ট-১ মেডিকেল মোড় দূর্গাপুর, রাজশাহী।	**দীনা ডেন্ট-২** রয়েল হাসপাতাল, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
সাক্ষাতের সময় বৃহস্পতি ও শুক্রবার	**সাক্ষাতের সময়** বিকাল ৪-টা থেকে রাত্রি ৮-টা পর্যন্ত (বৃহস্পতি ও শুক্রবার বন্ধ)

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

আল-হেরা মডেল মাদরাসা

(হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে পরিচালিত)

প্লে থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক/বালিকা পৃথক শাখা, আবাসিক/অনাবাসিক

অবস্থান : ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের মাধাইয়া বাজার থেকে ৩ কিঃমিঃ উত্তরে খিরাইকান্দি গ্রাম।

সার্বিক যোগাযোগ

মাওলানা মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান সরকার
মুহতামিম, আল-হেরা মডেল মাদরাসা
খিরাইকান্দি, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
মোবাইল : ০১৭৮৯-৬৪৬৫১৭।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : ফেসবুকে বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ইমোজি ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত কি?

-মুকাররম হোসাইন, বাসাইল, নরসিংদী।

উত্তর : ইমোজি শব্দটির উৎপত্তি জাপানী শব্দ ইমোডজি থেকে, যার অর্থ স্মাইলি অর্থাৎ হাসিমুখ। এটি এক ধরনের আইকন, যা মানুষের বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি প্রকাশার্থে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমসমূহে ব্যবহৃত হয়। ইমোজি বা ইমোকটিন প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে ২০১২ সালে। যদিও ১৯৯৯ সাল থেকে ইমোজির অস্তিত্ব ছিল। এই ইমোজি যদি পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট প্রাণীর অনুরূপ হয়, তবে তা ব্যবহার জায়েয নয়। কেননা তা হাদীছে নিষিদ্ধ ছবি অংকনের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে *(বুখারী হা/২২২৫, ৫৯৬৩; মুসলিম হা/২১১০)*। আর যদি চোখ-মুখ বা শারীরিক অবয়ব স্পষ্ট বুঝা না যায়, তবে তা ব্যবহারে দোষ নেই। কেননা তা প্রাণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় *(আল-মুগনী ৭/২৮২; উছায়মীন, মাজমূ ফাতাওয়া ২/২৭৯)*। তবে অকারণ এগুলোর ব্যবহার পরিত্যাগ করাই তাক্বওয়ার পরিচয়। আর নিঃসন্দেহে তাক্বওয়াই হ'ল মানুষের সর্বোত্তম সম্বল *(বাক্বারাহ ২/১৯৭)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : গরম ভাত ফুঁক দিয়ে ঠাণ্ডা করা বা না করার ব্যাপারে শারঈ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণভাবে খাবারে ফুঁক দেওয়া নিষিদ্ধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/৪২৭৭, সনদ ছহীহ)*। খাবারে ফুঁক দিলে তাতে নিঃশ্বাস থেকে নিঃসৃত জীবাণু মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্যই সম্ভবতঃ রাসূল (ছাঃ) এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন *(উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন, ৪/২৪৪)*। মুহাল্লাব বলেন, যেমন পানিতে ফুঁক দেওয়া নিষেধ তেমনি শক্ত খাবার বা অন্যান্য তরল পদার্থেও ফুঁক দেওয়া নিষেধ *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৯৪)*। আল্লামা শাওকানী, আযীমাবাদী, মুবারকপুরীসহ অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেন, হাদীছে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা খাবার ও পানীয়র জন্য ব্যবহৃত সকল পাত্রকে শামিল করে *(নায়লুল আওতার ৮/২২১; আওনুল মা'বূদ ১০/১৩৯; তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/১০)*। অতএব গরম ভাত বা যেকোন খাবার ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে হ'লেও তাতে ফুঁক দেয়া সমীচীন নয়। উছায়মীন বলেন, পানীয় ঠাণ্ডা করার জন্য ফুঁক দেওয়া প্রয়োজন সাপেক্ষে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় বিদ্বান মত দিয়েছেন। তবে উত্তম হ'ল পরিহার করা। খাদ্য গরম হ'লে অন্য পন্থায় ঠাণ্ডা করা যেতে পারে *(শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৪/২৪৪-৪৫)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : বিয়ের পূর্ব থেকেই আমার স্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরী করে। সেখানে শার্ট-প্যান্ট পরিধান এবং পর্দাবিহীন থাকা আবশ্যক। সে চাকুরী ছেড়ে দিতেও নারায। এমতাবস্থায় তার উপার্জন আমার জন্য হালাল হবে কি? তার ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

-ইলিয়াস খলীল, তেজগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমতঃ সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরী নারীদের জন্য নয়। কারণ নারীদের উপর জিহাদ ফরয নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে কোন যুদ্ধ নেই। বরং তা হচ্ছে হজ্জ ও ওমরাহ *(ইবনু মাজাহ হা/২৯০১; মিশকাত হা/২৫৩৪; ছহীহুত তারগীব হা/১০৯৯)*। দ্বিতীয়তঃ প্যান্ট ও শার্ট পরিধান হ'ল পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন, যা হারাম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারিণী নারীদেরকে' *(বুখারী হা/৫১৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯)*। যেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানে শারঈ বিধান মানার সুযোগ নেই। অতএব স্বামীর দায়িত্ব হ'ল যেকোন উপায়ে তাকে উক্ত চাকুরী থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তার আয় গ্রহণ না করা। নতুবা সে 'দাইয়ূছ' হিসাবে গণ্য হবে। আর দাইয়ূছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(নাসাঈ হা/২৫৬২; ছহীহাহ হা/৬৭৪)*। উল্লেখ্য যে, বাধ্যগত প্রয়োজন, নিরাপত্তা ও পূর্ণ পর্দার পরিবেশ থাকার শর্তেই কেবল নারীরা বাইরে চাকুরী করতে পারে।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : একটি মসজিদ নির্মাণকালে মিস্ত্রির ভুলে মসজিদের কিবলা মূল কিবলা থেকে কয়েক ডিগ্রী সরে যায়। বর্তমানে কিবলা সঠিক করতে গেলে মসজিদ ভাঙ্গতে হবে। এমতবস্থায় করণীয় কি?

-আহমাদুল্লাহ, শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত মসজিদেই ছালাত আদায় করবে। খুব অল্প হ'লে উক্ত কাতারেই ছালাত আদায় করবে। আর একটু বেশী হ'লে কাতার করার সময় যত ডিগ্রী বাঁকা হয়েছে বলে মনে হয় তত ডিগ্রী এঙ্গেলে কাতার হয়ে জামা'আত শুরু করবে। ইনশাআল্লাহ নিয়তের বিশুদ্ধতার কারণে এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/২১৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৩১৩)*।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। কিন্তু নিষ্পাপ বহু শিশু বিকলাঙ্গ বা শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্মায় এবং নিদারুন কষ্টে নিপতিত হয়। এর পিছনে আল্লাহর হিকমত কী?

-জাহিদ আলী, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : আল্লাহ যা করেন তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন

(মুসলিম হা/৭৭১)। তিনি কারও উপর বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না *(নিসা ৪/৪০)*। এক্ষণে বহু শিশু বিকলাঙ্গ বা শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্মায়। এরা স্বাস্থ্যবান লোকদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তারা নিজেদের সুস্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে কি-না এবং তারা দুর্বলদের প্রতি তাদের মানবিক দায়িত্ব পালন করে কি-না। এই পরীক্ষা তার পরিবার, সমাজ ও সরকার সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই পরীক্ষার বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ তার জন্য হেদায়াত ও জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি যদি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু (অর্থাৎ সে ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়) সম্পর্কে পরীক্ষায় ফেলি, আর তাতে সে ধৈর্য ধরে, তাহ'লে আমি তাকে সে দু'টির বিনিময়ে জান্নাত দান করব' *(বুখারী হা/৫৬৫৩)*।

সর্বোপরি প্রকৃত ঈমানদারের জন্য ভাল ও মন্দ উভয়টিই কল্যাণকর হয়ে থাকে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুমিনের ব্যাপারটি কতই না বিস্ময়কর! তার সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর। যদি তাকে কোন মঙ্গল স্পর্শ করে, সে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তাকে কোন মন্দ স্পর্শ করে, সে ছবর করে। আর এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : একই পাপ বারবার করে বহুবার তওবা করেছি। এভাবে বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করলে তওবা কবুলযোগ্য হবে কি?

-শহীদুয্যামান, কাথুলী রোড, মেহেরপুর।

উত্তর : কবুলযোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ্। একই পাপ একাধিক বার করা বড় অন্যায়। তবে তা তওবা কবুলের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এক বান্দা গুনাহ করল। তারপর সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো গুনাহ করে ফেলেছি। তাই আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা কি একথা জেনেছে যে, তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি গুনাহ মাফ করেন এবং এর কারণে শাস্তিও দেন? (সে যদি জেনে-বুঝে ক্ষমা প্রার্থনা করে থকে) তাহলে আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী কিছুকাল বিরত থাকার পর আবার গুনাহে লিপ্ত হ'ল এবং একইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ একই জবাব দিয়ে আবারো তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তার কিছুদিন পর তৃতীয়বারের মত গুনাহ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেবারও তার জন্য ক্ষমা ঘোষণা করলেন' *(বুখারী হা/৭৫০৭; মুসলিম হা/২৭৫৭; মিশকাত হা/২৩৩৩)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, বান্দা যদি একশ'বার বা হাযারবার বা তার চেয়ে বেশীবারও পাপ করে আর প্রত্যেকবার তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। এমনকি সকল পাপের জন্য একবার তওবা করলেও তার তওবা শুদ্ধ হবে *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২৭৫৭, ১৭/৭৫; ফাৎহুল বারী ১৩/৪৭২)*। অতএব নিরাশ না হয়ে পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় ইচ্ছার সাথে তওবা করতে হবে। সাথে সাথে ভালো মানুষদের সাথে উঠা-বসা করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাঁর দীদার লাভের কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : হযরত ওমর (রাঃ) তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবে গণ্য করেছেন। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর ফয়ছালার খেলাফ নয় কি? তার এরূপ ফয়ছালা যদি সেসময় গ্রহণযোগ্য হয়, তাহ'লে বর্তমানে আমাদের জন্য বৈধ না হওয়ার কারণ কি?

-আহসান হাবীব, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : তালাকের ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর ফয়ছালা প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে গৃহীত তাঁর সাময়িক সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এতে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সেকারণ মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান, ১/২৭৬)*। কেবল তিনিই নন, বরং এ ধরনের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অন্য খলীফাগণও নিয়েছিলেন। যেমন মদ্য পানকারীকে রাসূল (ছাঃ) চড়-থাপ্পড়, খেজুরের ডাল দিয়ে পিটানো, জুতাপেটা ইত্যাদি করতেন। আবুবকর (রাঃ) খেলাফতকালে ৪০ বেত এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষদিকে ফাসেক্বী বেড়ে গেলে তিনি ৮০ বেত্রাঘাত করেন *(মুসলিম হা/১৭০৬; বুখারী হা/৬৭৭৯; মিশকাত হা/৩৬১৬)*। আবুবকর (রাঃ) জনৈক পায়ুকামীকে এবং আলী (রাঃ) তাঁকে 'আল্লাহ্র অবতার' দাবীকারী একদল যিন্দীককে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম গর্ভাবস্থা দেখেই যেনার শাস্তি এবং মদের গন্ধ পেয়েই মদ্যপানের শাস্তি দিয়েছিলেন সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি। ওমর (রাঃ) মদের দোকান ও মদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ) কুরায়শী ক্বিরাআতের বিপরীতে কুরআনের অন্য সকল মুছহাফ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩) ৪/৩৭২-৭৪ পৃ.)*। মদীনার বাযারে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি জুম'আর খুৎবার মূল আযানের পূর্বে 'যাওরা' বাযারে আরেকটি আযানের প্রচলন করেন *(বুখারী হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪০৪)*। এমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সময় ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইজতিহাদের ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রশাসনিক নির্দেশ সাময়িকভাবে জারী করা হয়েছিল, যা চিরস্থায়ীভাবে জারী রাখার দলীল নয়। কেননা এলাহী বিধানই একমাত্র চিরন্তন ও চিরস্থায়ী *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৩/৯৭-৯৮; দ্র. তালাক ও তাহলীল বই, পৃ. ৪৬-৪৭)*।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : কারো উপর ছিয়ামের কাফফারা থাকলে কাফফারার ছিয়াম পালনকালে স্ত্রী মিলন করতে পারবে কি?

-নূরে আলম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ। অন্যান্য ফরয ও নফল ছিয়ামের মত কাফফারার ছিয়াম পালনকারীও রাতের বেলা স্ত্রী মিলন করতে পারবে। তবে যিহারের কাফফারা প্রদানের পূর্বে স্ত্রী মিলন করতে

পারবে না *(মুজাদালাহ ৫৮/২-৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৬৫)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : খতমে ইউনুস, খতমে খাজেগান, খতমে শিফা, খতমে আম্বিয়া ইত্যাদির প্রচলন কবে থেকে হয়? এগুলো কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল হালীম, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এগুলো সবই ভ্রষ্টতার যুগে সৃষ্ট। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যমানায় এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আর এটাই বাস্তব কথা, যেমন ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যমানায় যা দ্বীন হিসাবে গণ্য ছিল না, আজকের দিনেও তা দ্বীন হিসাবে গণ্য হবে না *(আল-ইনছাফ ৩২ পৃ.)*। অতএব দলীলবিহীনভাবে 'এই দো'আ এতবার পাঠ করলে এই ফযীলত হবে' মনে করে কোন আমলের সুযোগ নেই। বরং বিপদের সময় এক বা একাধিকবার দো'আ ইউনুস পাঠ করতে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় এই দো'আটি পাঠ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন' *(তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২)*। অনুরূপ কেউ শারীরিক বা মানসিক সুস্থতার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। কারণ আল্লাহ বলেন, তুমি বলে দাও যে, এটি বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও আরোগ্য *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৪)*।

ধারণা করা যায়, খতমে খাজেগান, খতমে আম্বিয়া ইত্যাদি অযীফাসমূহ উপমহাদেশের কোন পীর-বুযুর্গের মাধ্যমে চালু হয়েছে। তবে ঠিক কবে থেকে এর প্রচলন শুরু হয়েছে তা জানা যায় না।

প্রশ্ন (১০/৯০) : শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সহ অনেক সালাফী বিদ্বানের কবর পাকা দেখা যায়। এগুলো কারা করেছে?

-শিহাবুদ্দীন, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : তাঁদের যুগে এগুলি পাকা করার প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তীকালে কোন বিদ'আতী বা কবর ব্যবসায়ীরা এগুলি করে থাকতে পারে। কেননা ইমাম ইবনু তায়মিয়াসহ কোন সালাফী বিদ্বানই নিজের কবর পাকা করার ব্যাপারে কোনরূপ অছিয়ত করে যাননি। বরং এসবের বিরুদ্ধে তাঁরা সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। কেননা কবর পাকা করতে, তার উপর সৌধ নির্মাণ করতে এবং তার উপর বসতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭০)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে একদা আব্দুল কাদের জীলানীর কবরে শিরকী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'নিঃসন্দেহে শায়খ আব্দুল কাদের এসব কর্মকাণ্ড করতে বলেননি এবং তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেননি। তার ব্যাপারে যারা এসব কথা বলবে তারা মিথ্যাবাদী। বরং চরমপন্থী ও শিরককারী একদল লোক এসব বিদ'আত চালু করেছে' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৭/১২৭)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : জনৈক লেখক ইমাম সুয়ূতীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর পিতা কবর থেকে উঠে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর সত্যতা কতটুকু?

-রবীউল ইসলাম, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : কেবল পিতা নন, বরং পিতা-মাতা উভয়কেই আল্লাহ কবর থেকে জীবিত উঠান এবং তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ইসলাম কবুল করেন, মর্মে সুয়ূতীর আল-হাভী গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছটি জাল। উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে এটি জাল। এই জালকারীরা স্বল্প বিদ্যাধারী মূর্খ। কেননা তারা জানে না যে, কাফের অবস্থায় মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন পেয়ে ঈমান আনলেও তা কোন কাজে আসে না' *(আল-মাওযূ'আত ১/২৮৩)*।

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে মুশরিক অবস্থায় মৃত তার পিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামে' *(মুসলিম হা/২০৩)*। রাসূল (ছাঃ) মুশরিক অবস্থায় মৃত তার মায়ের জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে আল্লাহ তাকে অনুমতি দেননি। কেবল কবর যেয়ারতের অনুমতি দেন' *(মুসলিম হা/৯৭৬)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : যে মসজিদের জমি ওয়াকফকৃত নয়, সে মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-প্রফেসর এম. মনযূর আলম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : জমির মালিকের কোন আপত্তি না থাকলে ছালাত জায়েয হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য মসজিদ এবং মাটিকে পবিত্র করা হয়েছে, যখন পানি না পাওয়া যায়' *(মুসলিম হা/৫২২; মিশকাত হা/৫২৬)*। তবে মসজিদের নামে স্থানটি ওয়াকফ করা যরূরী *(বুখারী হা/২৭৭৪; মুসলিম হা/৫২৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : আযান চলাকালীন সময়ে আযানের জওয়াব দিতে হবে, নাকি সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে?

-রেযাউল করীম, রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : আযান চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হ'লে প্রথমে আযানের জওয়াব দিতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়ায্যিন যা বলে তদ্রূপ বল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। অন্যত্র তিনি এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়ায্যিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে এবং *'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ'* ও *'ফালা-হ' শেষে 'লা-হাওলা অলা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* (নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত) বলে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*। অতঃপর আযানের দো'আ পড়বে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দো'আ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)*। অনুরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে শায়েখ বিন বায বলেন, এমতাবস্থায় আযানের জওয়াব দেওয়া অতঃপর সুন্নাত ছালাত আদায় করা উত্তম হবে। কেননা তাতে আযান ও সুন্নাত ছালাত দু'টিরই ফযীলত অর্জিত হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/১৪৪-১৪৫)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : এম.বি.বি.এস. পাস জনৈকা শিক্ষার্থী সম্প্রতি দ্বীনের পথে ফিরে এসেছে এবং সে একজন দ্বীনদার

ছেলেকে বিবাহ করতে আগ্রহী। কিন্তু তার পরিবার দ্বীনদার না হওয়ায় কোনক্রমেই তাতে রাযী নয়। এমতাবস্থায় মেয়েটির করণীয় কি? সে কি পিতার পরিবর্তে অন্যকে অলী হিসাবে গ্রহণ করে বিবাহ সম্পন্ন করতে পারবে?

-শায়লা রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : পিতার বর্তমানে অন্য কাউকে অলী হিসাবে গ্রহণ করে বিবাহ জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) এরূপ বিবাহকে বাতিল (৩ বার) বলেছেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০-৩১)*। তিনি বলেন, 'কোন মহিলা নিজে অপর কোন মহিলাকে বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ দিতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ইরওয়া হা/৮৪১)*।

তবে সাবালিকা মেয়েকে তার অসম্মতিতে পিতা অন্যায়ভাবে বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না। করলে তা বাতিল গণ্য হবে *(বুখারী হা/৬৯৪৫; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৩; মিশকাত হা/৩১২৮)*। এক্ষণে মেয়ে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার সৎ নিয়তে পরবর্তী অভিভাবক তথা দাদা, ভাই বা চাচার অভিভাবকত্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু কোনভাবেই নিজের অসৎ মনস্কামনা পূরণার্থে পিতাকে পাশ কাটিয়ে অন্যকে অলী বানিয়ে বিবাহ করা যাবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৭-৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/১৪৭)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : আমরা পাঁচজন পার্টনার একটি ভবনের মালিক। আমি রাযী না থাকলেও চারজনের সম্মতিক্রমে ভবনের কিছু অংশ লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে ভাড়া থেকে আসা অর্থ আমি ভোগ করতে পারব কি?

-যহীরুল ইসলাম, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর : ভোগ করা বৈধ নয়। কারণ এতে সূদী কারবারে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। শায়খ বিন বায বলেন, আয়াত এবং হাদীছসমূহ প্রমাণ করে যে, কোন ধরনের পাপের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। অনুরূপ সূদী ব্যাংকের জন্যও বাসা ভাড়া দেওয়া যাবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং ৪৩২৭, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ২/৮৬০)*।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : আমি একটি ইট ভাটায় কাজ করি। কাজের সূত্রে আমি দু'টি ভাটা থেকে টাকা নিয়ে বর্ষা মৌসুমে শ্রমিকদের অগ্রিম ১০-২০ হাযার টাকা দিয়ে থাকি, যা পরবর্তীতে মজুরী থেকে কর্তন করা হয়। আর আমাকে পরিচালনাকারী হিসাবে কিছু টাকা দিয়ে থাকে। কেউ যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তাহ'লে আমার প্রাপ্য টাকা থেকে দণ্ড দিতে হয়। এক্ষণে উক্ত কাজ আমার জন্য বৈধ হচ্ছে কি?

-এম আহাদ আলী, ঝিনা-ঝালপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর : বৈধ হবে। কেননা এটা কাজের বিনিময়ে প্রাপ্ত পারিশ্রমিক। তাছাড়া শ্রমিকদের অগ্রিম মজুরী দিতেও কোন বাধা নেই *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৫/৩২৯; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩৩৫)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : রাসূল (ছাঃ) মি'রাজে যাওয়ার সময় জিব্রীলের আদেশে তূরে সীনা ও বায়তুল লাহমে ছালাত আদায় করেছেন। এতে কি প্রমাণ হয় যে, সালাফে ছালেহীনদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে বরকত হাছিলের জন্য বিশেষ ছালাত আদায় করা যায়? বিস্তারিত জানতে চাই।

-আলী আছগর, ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৭/০৯, ২৭/১৬০-৬১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৬/২৭৮-৭৯)*। আলবানী বলেন, এটি মুনকার *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭১৪২; নাসাঈ হা/৪৫০; আল-ইসরা ওয়াল মে'রাজ ৬৯ পৃ.)*। সুতরাং বরকত হাছিলের জন্য বা মনস্কামনা পূরণের জন্য কোন কবরস্থানে যাওয়া সবচেয়ে বড় শিরক। কারণ কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই সবকিছু প্রার্থনা করতে হবে' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/১৫২)*।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : সাংগঠনিক নিয়মে আমাকে ইহতিসাব রাখতে হয় এবং উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে দেখাতে হয়। এটি কি রিয়া তথা লোক দেখানো আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-মুজাহিদুল ইসলাম, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : 'ইহতিসাব' (اَلْإِحْتِسَابُ) অর্থ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব কামনা করা। মুমিনগণ তাদের সকল সৎকর্মে স্রেফ আল্লাহ্র নিকটে ছওয়াব ও পুরস্কার আশা করে। আর ছওয়াব কামনা ব্যতীত আল্লাহ্র নিকটে বান্দার কোন আমলই কবুল হয় না। সংগঠনে 'ইহতিসাব' রাখার উদ্দেশ্য হ'ল অধিক সৎকর্মের মাধ্যমে অধিক ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করা এবং দুনিয়াবী জবাবদিহিতার মাধ্যমে আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর করা। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাকে বলবেন, 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবের জন্য যথেষ্ট' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৪ আয়াত)*। ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর' *(তিরমিযী হা/২৪৫৯, মওকূফ)*। নিজের আমলের হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজেই নিজের আমলগত উন্নতি-অবনতির হিসাব গ্রহণ করা যায়, তেমনি উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে তা দেখানোর মাধ্যমে অন্য মুমিনের আয়নায় নিজেকে সংশোধন ও সুপরামর্শ লাভের সুযোগ পাওয়া যায়।

অধিক নেক আমলের জন্য কেউ যদি প্রশংসারও পাত্র হন তাতেও কোন দোষ নেই। কেননা একদা আবূ যর গিফারী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে তার বিষয়ে আপনার মতামত কি? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটি হ'ল মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ *(মুসলিম হা/২৬৪২, মিশকাত হা/৫৩১৭)*। তবে যদি কেউ এর মাধ্যমে রিয়া ও শ্রুতি কামনা করেন, তবে তিনি নেকী থেকে মাহরূম হবেন এবং গুনাহগার হবেন।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে মসজিদে গেলে হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায় মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-মুরাদ হোসাইন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে উত্তমরূপে ওযূ করে ফরয ছালাতে আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করে, সে ইহরাম বেঁধে হজ্জে গমনকারীর ন্যায় ছওয়াব লাভ করে' *(আবূদাঊদ হা/৫৫৮; মিশকাত হা/৭২৮; ছহীহুত তারগীব হা/৩২০, ৬৭৫)*।

প্রশ্ন (২০/১০০) : মৃত ব্যাক্তির জন্য কবর খননের সঠিক নিয়ম কি?

-সাইফুল ইসলাম, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছে দু'প্রকারের কবরের বর্ণনা এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'লাহাদ' (পাশখুলি কবর) আমাদের জন্য এবং 'শাক্ব' (বাক্স কবর) আমাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য' *(আবূদাঊদ হা/৩২০৮; মিশকাত হা/১৭০১; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৮৯)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং কবরকে প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর কর *(নাসাঈ হা/২০১০; মিশকাত হা/১৭০৩, সনদ ছহীহ)*। কবর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, গভীর, প্রশস্ত, সুন্দর ও মধ্যস্থলে বিঘত খানেক উঁচু করে দু'দিকে ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিক উঁচু করা নাজায়েয। 'লাহদ' ও 'শাক্ব' দু'ধরনের কবর জায়েয আছে। যাকে এদেশে যথাক্রমে 'পাশখুলি' ও 'বাক্স কবর' বলা হয়। তবে 'লাহদ' উত্তম *(নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৮৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১৮৮; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩১ পৃ.)*। কারণ নবী (ছাঃ)-কে লাহদ কবরে দাফন করা হয় এবং বহু ছাহাবী এই ধরনের কবরে দাফন করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন *(মুসলিম হা/৯৬৬; মিশকাত হা/১৬৯৩)*। তবে মাটি নরম হ'লে শাক্ব বা সিন্দুক কবর উত্তম ও নিরাপদ।

প্রশ্ন (২১/১০১) : ছাদাক্বা বয়স বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যু প্রতিরোধ করে -মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আল-আমীন, ভুগরইল পশ্চিমপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : হাদীছটি 'খুবই যঈফ' *(যঈফুল জামে' হা/৩৪৭১)*। তবে কাছাকাছি অর্থের বেশ কিছু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'গোপন ছাদাক্বা রবের ক্রোধকে মিটিয়ে দেয়' *(ছহীহাহ হা/১৯০৮)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় ছাদাক্বা কবরের উত্তাপ নিভিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার ছাদাক্বার ছায়াতলে আশ্রয় পাবে' *(তাবারাণী কাবীর হা/৭৮৮; ছহীহাহ হা/৩৪৮৪)*। তিনি আরও বলেন, 'ছাদাক্বা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় *(তিরমিযী হা/৬১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; মিশকাত হা/২৯)*। এছাড়া উক্ত হাদীছে বয়স বৃদ্ধি করার অর্থ হ'ল জীবন ও জীবিকায় বরকত দান করা। অর্থাৎ নির্ধারিত বয়সে সুস্থ থাকা, অধিক সৎকর্ম করতে পারা ও প্রশান্তির সাথে জীবন পরিচালনায় সক্ষম হওয়া *(নববী, শরহ মুসলিম ১৬/১১৪ হা/২৫৫৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অতএব সামগ্রিকভাবে প্রশ্নে উল্লেখিত যঈফ হাদীছটির মর্ম সঠিক।

প্রশ্ন (২২/১০২) : ক্বিয়ামতের দিন মানবজাতির বিচার কি একদিনেই সম্পন্ন হবে না একাধিক দিনে?

-মুনীরুল ইসলাম, দারুশা, রাজশাহী।

উত্তর : হিসাবের দিন এক দিনই হবে। তবে সেই দিনটি পৃথিবীর হিসাবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান হবে *(মা'আরেজ ৭০/৩-৪; মুসলিম হা/৯৮৭; মিশকাত হা/১৭৭৩)*। উল্লেখ্য যে, আরবীতে ৭০, ৭০০, ১০০০, ৫০০০০ সংখ্যাগুলি সাধারণতঃ আধিক্য বুঝানোর অর্থে বলা হয়। সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহের বর্ণিত সময়টি আযাব বা শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত। কাফেরদের উপর এই দিনটি ৫০ হাযার বছরের সমান ভারী হবে। অর্থাৎ দিনটি তাদের জন্য খুবই কষ্টকর হবে। কষ্ট ও শাস্তির আধিক্যের কমবেশীর কারণে ক্বিয়ামতের দিনের স্থায়িত্ব তাদের কাছে হাযার হাযার বছরের সমান মনে হবে। আরবরা খুশীর দিনকে 'সংক্ষিপ্ত' এবং কষ্টের দিনকে 'দীর্ঘ' বলে বুঝাতো *(কুরতুবী)*। অন্যদিকে মুমিনদের জন্য এই দিনটি হবে খুব সংক্ষিপ্ত। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনদের জন্য কিয়ামতের দিনটি যোহর থেকে আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে *(হাকেম হা/২৮৪; ছহীহাহ হা/২৪৫৬; ছহীহুল জামে হা/৮১৯৩)*। অপর হাদীছে এসেছে, এই দিনটি মুমিনের জন্য এক ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করার থেকেও সংক্ষিপ্ত মনে হবে *(আহমাদ হা/১১৭৩৫, ইবনু হিব্বান হা/৭৩৩৪, সনদ দুর্বল; তবে হায়ছামী এবং ইবনু হাজার একে 'হাসান' বলেছেন)*। সুতরাং এই দিনের দীর্ঘতা কিংবা সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তার আমলের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ অনুভূত হবে।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম' অংশটুকু যোগ করা কি বিদ'আত?

-দূর্রুল হুদা, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : এটা বিদ'আত নয়। উক্ত বাক্যটি ফজরের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি বেলাল (রাঃ)-এর মাধ্যমে হ'লেও পরবর্তীতে তা রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত হিসাবে গৃহীত হয়। যেমন বেলাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা তিনি ফজরের আযান দেওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসলেন। তাকে বলা হ'ল যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে ছালাত উত্তম)। অতঃপর এই শব্দাবলী ফজরের আযানের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হ'ল এবং বিষয়টি এভাবেই সাব্যস্ত হয়ে গেল' *(ইবনু মাজাহ হা/৭১৬, সনদ ছহীহ)*। আবু মাহযূরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) তাকে আযানের বাক্যসমূহ শিক্ষাদানের সময় বলেন, 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে, আছছালাতু খায়রুম মিনান নাওম'...। *(আবূদাঊদ হা/৫০০, মিশকাত হা/৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; সনদ ছহীহ)*। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ছালাতের আযানের সাথে এটি যুক্ত এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত হিসাবে গৃহীত।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : স্ত্রী স্বামীর নিকটে বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই তালাক চাইতে পারে কি?

-ছালেহা ইয়াসমীন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : যথাযোগ্য শারঈ কারণ ব্যতীত স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাক চাওয়া হারাম। কোন স্ত্রী এরূপ করলে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে *(আবূদাঊদ হা/২২২৬ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২৭৯)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, যারা স্বামী থেকে পৃথক হ'তে চায় এবং যারা খোলা করতে চায়, তারা

মুনাফিক' *(নাসাঈ হা/২৪৬১, মিশকাত হা/৩২৯০)*। তবে চারিত্রিক ত্রুটি, শারীরিক সমস্যা, সাংসারিক ব্যয়ভার বহনে অক্ষমতা ও শারঈ ব্যাপারে অবহেলা বা অবজ্ঞা ইত্যাদি যৌক্তিক ওযরের ক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে স্বামীর নিকট থেকে 'খোলা' তালাক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২২৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : আমি একজন ব্যবসায়ী। শারঈ বিধান অনুযায়ী আমি প্রতিটি পণ্যে কতভাগ লাভ করতে পারি?

-আহসানুল্লাহ, ফুলতলা, বগুড়া।

উত্তর : ক্রেতা-বিক্রেতা কাউকে ধোঁকায় ফেলার উদ্দেশ্য না রেখে উভয়ের সন্তুষ্টিতে বাযার দর অনুযায়ী যেকোন মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এটা শরী'আত সম্মত। উরওয়া আল-বারেকী হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল কেনার জন্য তাকে একটা দীনার দিয়েছিলেন। উক্ত ছাহাবী তা দিয়ে দু'টি ছাগল খরিদ করেন। তারপর এক দীনারের বিনিময়ে একটি ছাগল বিক্রয় করে দিয়ে একটি ছাগল ও একটি দীনার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ব্যবসায়ে বরকতের দো'আ করেন। এরপর থেকে সে মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হ'ত *(বুখারী হা/৩৬৪২; মিশকাত হা/২৯৩২)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ' *(নিসা ৪/২৯)*।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : মামা মারা যাওয়ায় তিন বৎসর পরে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মামীকে বিবাহ করেছে। উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে কি?

-গোলাম রব্বানী, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : মামার মৃত্যুর পরে মামীকে বিবাহ করা শরী'আত সম্মত। কারণ আল্লাহ যে চৌদ্দজন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করেছেন, মামী তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। বরং তিনি যদি সত্যিকার অর্থে সহমর্মী হয়ে এরূপ বিধবা নারীকে বিবাহ করে থাকেন, তবে তিনি বরং প্রভূত নেকীর কাজ সম্পাদন করেছেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার জন্য সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায়। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি একথাও বলেছেন যে, সে ঐ নফল ছালাত আদায়কারীর ন্যায়, যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ ছিয়ামপালনকারীর ন্যায় যে ছিয়াম ছাড়ে না' *(বুখারী হা/৬০০৭, মিশকাত হা/৪৯৫১)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : আমার এক নাস্তিক বন্ধু প্রশ্ন করেছে যে, কুরআনে যদি সব কিছুর বর্ণনা থেকে থাকে, তবে আমাদের নিত্যদিনে ভক্ষণকৃত সবজি ও ফলসমূহের নাম নেই কেন?

-উম্মে হাসীবাহ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : কুরআনে আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা যরূরী নয় যে, প্রতিটি জিনিসের নাম কুরআনে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হবে। যদিও এর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রচলিত অনেক ফলমূল ও সবজির কথা এতে উল্লেখ করা হয়েছে *(ত্বীন ১-২)*। যেমন আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর ভূমিকে ভালভাবে বিদীর্ণ করি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করি খাদ্য-শস্য, আঙ্গুর ও শাক-সবজি, যয়তূন ও খর্জুর, ঘন পল্লবিত উদ্যানরাজি এবং ফল-মূল ও ঘাস-পাতা, তোমাদের ও তোমাদের গবাদিপশুর ভোগ্যবস্তু হিসাবে' *('আবাসা ২৬-৩২)*। তিনি আরও বলেন, 'ঐ পানি দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্ববিধ ফল। এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে' *(নাহল ১৬/১১)*। তিনি আরও বলেন, 'আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা! একই ধরনের খাদ্যে আমরা কখনোই ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। অতএব তুমি তোমার প্রভুর নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের এমন সব খাদ্য দান করেন যা মাটিতে উৎপন্ন হয়। যেমন সবজি, কাকুড়, গম, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি *(বাক্বারাহ ২/৬১)*।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : পর্দার ক্ষেত্রে নারীদের পোষাকে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক?

-এরশাদুল বারী, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা আবশ্যক। যথা- (১) তাকওয়াপূর্ণ পোষাক পরিধান করা *(আ'রাফ ৭/২৬)*। (২) এমন পোষাক পরা, যা পুরো দেহ আবৃত করে *(নূর ২৪/৩১, আহযাব ৩৩/৫৯, আবুদাঊদ হা/৪১০৪; মিশকাত হা/৪৩৭২)*। (৩) পাতলা কাপড় না পরা, যাতে গোপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৮৩; মিশকাত হা/৪৩৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই শ্রেণীর মানুষকে জাহান্নামী বলেছেন, তাদের একজন হ'ল পোষাক পরিধানকারী উলঙ্গ নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে *(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪)*। (৪) ঢিলা-ঢালা ও বড় পোশাক পরিধান করা, যাতে শরীরের আকৃতি অস্পষ্ট থাকে *(আহমাদ হা/২১৮৩৪; ত্বাবারাণী কাবীর হা/৩৭৬, সনদ হাসান)*। (৫) ঘরের বাইরে সুগন্ধি ব্যবহার না করা *(তিরমিযী, নাসাঈ হা/৫১২৬; মিশকাত হা/১০৬৫)*। ৬. পুরুষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া *(বুখারী হা/৫৪৮৫; মিশকাত হা/৪৪২৯)*। (৬) কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হওয়া *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। (৭) নযরকাড়া পোষাক পরিধান না করা *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৬; আবুদাঊদ হা/৪০২৯; মিশকাত হা/৪৩৪৬)*।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : নিয়ামুল কুরআন ও মকছূদুল মুমিনীন বই দু'টিতে কি নির্ভরযোগ্য? এগুলি পড়ে আমল করা যাবে কি?

-ইউসুফ, কামারপাড়া, মাগুরা।

উত্তর : উক্ত বইদ্বয় মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। এ সমস্ত বই ক্রয় করা যাবে না, পড়াও যাবে না। নিয়ামুল কুরআনে এমন কিছু কল্পিত দরূদ আছে যেগুলো পড়লে শিরক হবে। অনুরূপভাবে মকছূদুল মুমিনীন বইটি জাল, যঈফ, মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : ছহীহ বুখারীর বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি ঈসা, মূসা ও ইউনুসকে দেখছি যে, তারা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাওয়াফ করছেন। এভাবে দাজ্জালকেও দেখলাম'। এই হাদীছের ব্যাখ্যা কী?

-আবুল কাসেম মুরাদ, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে ফিৎনা প্রকাশের পূর্বে দাজ্জাল মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে এবং হজ্জও করবে যেমনটি রাসূল (ছাঃ) স্বপ্নে দেখেছেন *(বুখারী হা/৩৪৪০; মুসলিম হা/১৭১; ছহীহাহ হা/৩৯৮৩)*। তবে ফিৎনার আবির্ভাবের পর দাজ্জাল কোনভাবেই মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না *(বুখারী হা/১৮৮১,১৮৭৯,; মুসলিম হা/২৯৪৩; মিশকাত হা/২৭৪২)*। অবশ্য হাদীছটি সাধারণ স্বপ্নও হ'তে পারে। কেননা ঈসা, ইউনুস, মূসা (আঃ) কেউ জীবিত ছিলেন না। অথচ হাদীছে তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দাজ্জালের পরিচিতি বর্ণনা করার জন্য হয়তবা আল্লাহ দাজ্জালকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন *(ক্বাযী ইয়ায, শরহ মুসলিম ১/৫২২)*। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কারণ নবী-রাসূলদের স্বপ্ন সত্য *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/৪৮৮-৮৯, ১২/৪১৬)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : পানি পানের সময় গোফ পানিতে লাগলে সে পানি পান করা কি হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন?

-নাহিদুল ইসলাম, বগুড়া।

উত্তর : এটা সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। তবে গোফ লম্বা রাখা সুন্নাত বিরোধী কাজ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : মিরক্বাতে বর্ণিত হয়েছে যে, সমরকন্দে এক বছর ধরে বৃষ্টি হচ্ছিল না। পরে ইমাম বুখারীর কবরে গিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করলে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয়। ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই।

-আহমাদ ছফা, কিষাণগঞ্জ, ভারত।

উত্তর : ইমাম যাহাবী (রহঃ) উক্ত ঘটনা তাঁর 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন *(সিয়ার ১২/৪৭৯)*। তবে বিষয়টি ইসলামী শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক ও শিরকের শামিল। কারণ প্রথমতঃ কোন মৃত ব্যক্তির অসীলায় কিছু প্রার্থনা করা শিরক *(ইউনুস ১০/১৮; যুমার ৩৯/৪৩-৪৪)*। দ্বিতীয়তঃ মৃত ব্যক্তিকে কিছু শোনানো সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, 'কবরস্থ কোন ব্যক্তিকে আপনি কিছুই শুনাতে পারেন না' *(ফাত্বির ২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে ওমর (রাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকটে তোমার নবীর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি বর্ষণ কর' *(বুখারী হা/১০১০, মিশকাত হা/১৫০৯)*। অতএব ঘটনাটি কাকতালীয় হ'তে পারে। নইলে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এটা করে থাকলে সেটি বড় শিরক হয়েছে। যা ক্ষমার অযোগ্য।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : হস্তমৈথুন কেমন পাপ? এই অপকর্ম থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাজশাহী।

উত্তর : হস্তমৈথুন বা যেকোন উপায়ে বীর্য স্খলন করা নিষিদ্ধ। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; মা'আরিজ ৭০/৩০-৩১)*। এটি এমন এক আত্মঘাতি পাপ, যা মানুষের জীবন-যৌবন ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মুখ বন্ধ হবে এবং হাত-পা সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

অতএব এই পাপীদের এখুনি তওবা করতে হবে। আর এথেকে বাঁচার জন্য যখনই বাজে চিন্তা মাথায় আসবে, তখনই বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়বে *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*। অতঃপর অন্য কাজে মন দিবে অথবা স্থান পরিবর্তন করবে। এছাড়া *'আল্লা-হুম্মাগফির যানবী ওয়া তাহহির ক্বালবী ওয়া হাছছিন ফারজী* (হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর, আমার হৃদয়কে পবিত্র কর এবং আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর) দো'আটি পাঠ করা যায়। রাসূল (ছাঃ))-এর নিকটে এক যুবক যেনা করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁর জন্য এই দো'আ করেন *(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৩৭০)*।

এছাড়া এথেকে স্থায়ীভাবে বাঁচার পথ হ'ল, বিবাহ করা অথবা নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখা *(বুখারী হা/১৯০৫; মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৮০)*। এছাড়া নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা, দ্বীনী পরিবেশে থাকা, মোবাইল-কম্পিউটার-ইন্টারনেট-টিভির যাবতীয় অশ্লীলতা হ'তে দূরে থাকা, ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়াশুনায় অভ্যস্ত হওয়া, নির্জনতা বর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অধিকহারে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কার্যাবলীর মাধ্যমে এথেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : ঘুমানোর আগে ২১ বার বিসমিল্লাহ পড়ে ঘুমালে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, ঐ ব্যক্তির প্রতিটি নিঃশ্বাসে নেকী লেখা হৌক। সত্যতা জানতে চাই।

-আহমাদ আলী, মীরগড়, পঞ্চগড়।

উত্তর : এধরনের বর্ণনা মনগড়া এবং ভিত্তিহীন। এগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নুরুন আলাদ-দারব, অডিও টেপ নং ৪৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : তিন ব্যক্তির দো'আ কবুল হয় না; যে তার চরিত্রহীনা স্ত্রীকে তালাক দেয় না, যে ঋণ প্রদান করে সাক্ষী রাখে না এবং যে মূর্খ বা বুদ্ধিহীন ব্যক্তি (অপচয়কারী)-এর হাতে অর্থ প্রদান করে। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(বায়হাক্বী; ছহীহাহ হা/১৮০৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : জনৈক মহিলা মানত করেন যে, তার অসুস্থ সন্তান সুস্থ হলে ঈদগাহে ৫টি মোরগ ছেড়ে দিবে। মুছল্লীদের যে ধরতে পারবে সে খেয়ে নিবে।

-সাদমান যাকী, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : এভাবে ঈদগাহে মোরগ ছেড়ে খেল-তামাশা করা জাহেলী যুগে কা'বায় মূর্তিদের নামে বিভিন্ন প্রাণী ছেড়ে দেওয়ার ন্যায়। এ ধরনের মানত থেকে অবশ্যই বিরত

থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানতও এক প্রকারের ইবাদত, যা শারঈ বিধান মতে করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নাফরমানীর কাজে মানত করলে তা পূরণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যার মালিক নয় তার মানত করা ও তা পূর্ণ করার প্রয়োজন নেই'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মহান আল্লাহর নাফরমানীতে মানত নেই' *(মুসলিম হা/১৬৪১; মিশকাত হা/৩৪২৮)*। মানতের পরিবর্তে সন্তানের কল্যাণের জন্য দান করবে এবং তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করবে। রাসূল (ছাঃ) মানতকে নিষিদ্ধ না করলেও এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে বলেন, 'মানত কোন কিছুকে বিন্দুমাত্র এগিয়ে নিতেও পারে না এবং পিছাতেও পারে না। বরং মানতের মাধ্যমে কৃপণের নিকট হ'তে কিছু মাল বের করে নেয়া হয়' *(বুখারী হা/৬৬৯২)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : ওশরের ধান উঠিয়ে তা দিয়ে জালসার ব্যয়ভার বহন করা যাবে কি?

-খোরশেদ আলম, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : ওশর ৮ শ্রেণীর মানুষের হক *(তওবা ৬০)*। জালসা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। জালসা বা অনুরূপ নেকীর কাজ সমূহ নিজেদের টাকা দিয়ে করা উত্তম।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : আইনজীবী হওয়ার কারণে আমাকে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে হয়। আমাদের কাজের ধরনটা যেমন- (১) কোন ব্যক্তি ব্যাংক থেকে লোন নিতে গেলে যামানত স্বরূপ ঋণগ্রহীতার জায়গা-জমির কাগজ ব্যাংকে মর্টগেজ রাখতে হয়। ওই কাগজপত্র আইনজীবী হিসাবে আমাদের যাচাই করতে হয়। ব্যাংক অনেক সময় সূদ মওকূফও করে এবং আইনজীবী এক্ষেত্রে সহায়তা করেন। (২) মানুষ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঐমানত হিসাবে চেক জমা দেয়। নির্ধারিত সময়ে চেকের টাকা ব্যাংকে জমা না দিলে ব্যাংক তখন চেকে উল্লেখিত টাকা আদায়ের মামলা করে। এ ধরনের মামলায় আইনজীবীকে লড়তে হয়। প্রশ্ন হল, উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে আইনজীবী হিসাবে আমি কাজ করতে পারি কি?

-এ্যাডভোকেট ফখরুল ইসলাম, মৌলভীবাজার।

উত্তর : সূদী ব্যাংকের সাথে কোন কার্যক্রমে জড়ানো যাবে না এবং তাদেরকে সূদের কর্মে কোনরূপ সহযোগিতাও করা যাবে না। কারণ তাদের কর্মকাণ্ডে সাহায্য করাও কবীরা গুনাহ। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না *(মুসলিম হা/১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে প্রশ্নোল্লেখিত দ্বিতীয় অবস্থায় যামানতের চেকে উল্লেখিত অর্থ উদ্ধারে সহযোগিতায় বাধা নেই। কেননা তাতে মৌলিকভাবে ব্যাংকিং বা সূদী কার্যক্রমে সহযোগিতা নয়, বরং অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সহায়তার উদ্দেশ্য থাকে, যা জায়েয। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : জিনের সাথে মানুষের শারীরিক সম্পর্ক হওয়া সম্ভব কি? এথেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি?

-জাহিদুল ইসলাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : ইবনুল জাওযী সূরা রহমানের ৫৬ আয়াত 'সেখানে রয়েছে আনতনয়না রমণীগণ, যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে দলীল রয়েছে যে, জিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জিনের শারীরিক মিলন সম্ভব *(যাদুল মাসীর ৪/২১৪)*। আর মানুষের সাথে জিনের মিলন সম্ভব বলেই রাসূল (ছাঃ) মিলনের পূর্বে পঠিতব্য দো'আ শিখিয়ে দিয়েছেন, *আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাক্বতানা (বুখারী হা/৫১৬৫; ফাৎহুল বারী, উক্ত হাদীছের আলোচনা ৯/২২৯ পৃ.)*। আর এটি দু'ভাবে হ'তে পারে। (১) ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে (২) জাগ্রত অবস্থায় অনুভবের মাধ্যমে। এতে বীর্যস্খলন হ'লে ফরয গোসল করতে হবে। এক্ষণে জিনের আছর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যার আমল সমূহ ও ছালাতের পরে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ নিয়মিত পাঠ করতে হবে। তাছাড়া ঘুমানোর পূর্বে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ তিনবার করে পাঠ করে গোটা শরীরে হাত বুলাবে এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : স্ত্রীকে এক তালাক দেওয়ার পর সময়ের মধ্যে রাজ'আত না করে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলে স্বামী কি আবারো তিন তালাকের অধিকারী হবে?

-হাফেয রুহুল আমীন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) যদি স্বামী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত করে, তাহ'লে সে তত তালাকের অধিকারী থাকবে যত তালাক সে দেয়নি। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে থাকলে দুই তালাকের অধিকারী থাকবে। আর দুই তালাক দিয়ে থাকলে এক তালাকের অধিকারী থাকবে। (২) যদি স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত না করে এবং নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তাহ'লে তত তালাকেরই মালিক হবে যত তালাক অবশিষ্ট রয়েছে। (৩) যদি স্বামী স্ত্রীকে এক বা দু'তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত না করে এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় অতঃপর তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করে তাহ'লে স্বামী তত তালাকেরই মালিক হবে যত তালাক অবশিষ্ট রয়েছে। (৪) স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতঃপর স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং কোন কারণে তালাকপ্রাপ্তা হয় ও প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করে তাহ'লে সে তিন তালাকের অধিকারী হবে *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১৩/১৯৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/১৬২; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২৮৮)*। প্রশ্ন অনুযায়ী স্বামী দুই তালাক প্রদানের অধিকারী হবেন।

সংশোধনী : নভেম্বর'১৯ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মাহবুবুল আলম হানিফকে ভুলবশতঃ 'সাবেক মন্ত্রী' বলা হয়েছে। এই অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। *-সম্পাদক।*

ORIENT

Medical & Dental Books

* Medical * Dental * Pharmacy
* IHT * MATS * Nurshing, Books Available Here

মেডিকেল কলেজের নতুন-পুরাতন বই ক্রয়-বিক্রয় করা হয়
কুরিয়ারের মাধ্যমে বই পাঠানো হয়

Orient Binding & Photostat

Thesis, Report, Spiral, Offset print,
Screen Print , Photocopy, Laminating

সমবায় মার্কেটের সামনে, মালোপাড়া, রাজশাহী
মোবা : ০১৭১১-০১৪৩০৭, ০১৯১৯-০১৪৩০৭

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার :
পদ্মা ক্লিনিক
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন

এমবিবিএস, ডি. আর্থো (ডি.ইউ)
অর্থোপেডিক সার্জন
হাড়-জোড় রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

চেম্বার :
মেডিপ্যাথ ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শুভেচ্ছা ভিউ, কাজিহাটা, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২-৬৮৫২৯৭, ফোন : ০৭২১-৭৭৪৩৩৩
সিরিয়ালের জন্য : ০১৯৭১-৮১০৮০৬
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা, বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৯-টা (শুক্রবার বন্ধ)

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ
মহিলাদের সব ধরণের
সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন
মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

www.at-tahreek.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৯ মূল্য : ২৫.০০

৩০তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারী

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

F. R. ELECTRONICS

F. R. THAI ALUMINIUM

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩, ০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, শনিবার, সকাল ৯-টা

ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী ২০২০, বুধবার

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।